বেইমান।

আশ্বিন—১৩২৭

শ্রীব্রজমোহন দাস

আট আনা সংস্করণ—প্রথম গ্রন্থ।

Published By
TARAK DASS GANGULY,
Jogendra Publishing House.
Salkia, Howrah.

PRINTED BY
P. C. Chakraborty,
AT THE VIDYODAYA PRESS.
8/2, Kashi Ghose Lane, Calcutta.

'ভারতবর্ষের' সম্পাদক, প্রবীণ সাহিত্যিক,

অগ্রজ-প্রতিম

শ্রীযুক্ত জলধর সেন

দাদা মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

আট আনা সংস্করণের

দ্বিতীয় গ্রন্থ

অর্চ্চনা সম্পাদক

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত

এম, এ, বি, এল,

প্রণীত

আসমানের ফুল

প্রকাশিত হইল।

বসুমতী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের

নূতন উপন্যাস

তুষানল

(যন্ত্রস্থ)

আট আনা সংস্করণ ।

প্রচারের উদ্দেশ্য শিক্ষিত জগতের সমক্ষে বাঙ্‌লা-ভাষায় বহুল প্রচার। ইউরোপের সমাজ সাহিত্যকে সুলভ করিয়া—জাতির সমস্ত সমস্যা সাহিত্যর মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত করিয়াছে। আমাদেরও যা কিছু বলিবার—শিখিবার মীমাংসা করিবার তাহা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যতদিন না আমরা প্রচার করিতে পারিব ততদিন সত্যকার উন্নতি আমরা লাভ করিব কিরূপে? তবে এই গরীব দেশে তাহার অবস্থার উপযুক্ত করিয়া আমাদের সাহিত্যের মূল্য ধরিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যই আমরা আট-আনা মূল্যে শিক্ষনীয় উপন্যাস—সাহিত্য—ইতিহাস প্রভৃতি প্রকাশ করিতে এই পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। তাহার উপর যাহারা আমাদের লেখক তাঁহাদের অনেকেই আপনারা চেনেন—দু' একজনের নাম করিলাম—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সরস্বতী; এম, এ; বি, এল, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম; এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী, শ্রীযুক্তা শতদ্রু দেবী প্রভৃতি। এখন দেশের সুধীসজ্জনই আমাদের পৃষ্ঠবল। পত্র লিখিলেই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় ও পুস্তক প্রকাশ মাত্রেই পাঠান হয়। পোষ্টাফিসের নূতন নিয়মানুসারে সমস্ত ভিঃ পিঃই রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। মূল্য ॥০ ভিঃ পিঃ মাঃ ৵০

প্রথম গ্রন্থ। **বেইমান**—শ্রীব্রজমোহন দাস।

দ্বিতীয় গ্রন্থ। **আসমানের ফুল**—

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বিল।

তৃতীয় গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত শতদ্রু দেবীর ভাঙ্গাহাট (যন্ত্রস্থ)

এই লেখকের লেখা ক'খানা বই।

১। বনফুল (রাজসংস্করণ) ১৲।

২। বিয়ের ক'নে (২য় সংস্করণ) ১।০।

৩। বেইমান (উপন্যাস) ॥০।

৪। মেওয়া (গল্প) ১৲।

৫। নারীর মূল্য (উপন্যাস) ১।০। যন্ত্রস্থ।

বেইমান।

(১)

সাত রাজার ঐশ্বর্য্য অনাথের কুঁড়ে ঘরের মাঝখানে যেদিন এসে দাঁড়াল সেদিন তার চির-আঁধার বুকখানা সহসা আলোয় আলোয় ভরে উঠল। পাড়ার লোকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "অনাথ এ রত্ন তুমি কোথায় পেলে ?"

অনাথ একটুখানি হেসে ব'ল্লে "ওগো ছোট বড়! এ কি আর একটুখানি তপস্তায় পেয়েছি, মাণিক পাবার আশায় যুগ যুগ সাগরের পারে বসে কাটিয়েছি—আজ কোন্ বিধাতার আশীর্ব্বাদে অসীম

বেইমান।

সাগর শুকিয়ে গেছে, তাই হতভাগা অনাথের ঘরে দাসীরূপে লক্ষ্মী এসে দেখা দিয়েছে।"

সত্যই তো লক্ষ্মী রে! সমুদ্রমন্থনে যা কিছু বৈভব—যা কিছু অ-মৃত তা তোরই অদৃষ্টে উঠেছে রে!

অনাথ শাঁখারি। শাঁখ কেটে 'সতী-শোভন' শাঁখা তৈরী ক'রে সে পাড়ায় পাড়ায় ফিরি ক'রে আস্‌ত। সব গেরস্তেরই দ্বারে দাঁড়িয়ে সে বল্‌ত "কই গো মা গৌরী—এস না মা—সতীরাণি তোর হাতে 'পতিব্রতা' শাঁখা তুল্‌তে, তোর শাঁখারি ছেলে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে র'য়েছে—আয় গো!"

এমনতর ডাককে অমান্য করতে—এত বড় সৌভাগ্যের আহ্বানকে তুচ্ছ করতে এ দেশের মেয়েগুলো কোনদিনই পারে না, তাই যার হাতে শাঁখা আছে সেও আস্‌ত, যার নাই সেও আস্‌ত।

অনাথ যত্ন ক'রে সকলের হাতেই শাঁখা তুলে দিত। দামের কথা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে সে সরল হেসে বল্‌ত "এর কি আর দাম হয় গো দুর্গে—এর কি

মূল্য আছে! তোর কিসের অভাব মা সোণার-কাশীর-অধিশ্বরি—তোর কাঙ্গাল ছেলেকে যা দিবি সে তাই হাসি মুখে নেবে!"

এতে অনাথ ঠোক্‌ত না বরং পাঁচ আনার শাঁখা জোড়ায় অনেকে পাঁচ সিকে ফেলে দিয়ে যেত। শুধু দাম নিয়েই অনাথ নিজের মজুরী-আনা পোষাত না; কেউ দাম দিতে এলেই সে বল্‌ত "এতো তোমার হাত থেকে আমি নিতে পারি না মা,—এতে যে তোমাদের অকল্যাণ হবে অবুঝ বেটী! একটা সিদে সাজিয়ে তার মাথায় দামটা রেখে আমায় দাও, নইলে শাঁথাকে যে অপমান করা হয়—উনি ব্রাহ্মণ শাঁথারিকে চাল পান সুপারি দিলে ওঁকে বরণ করা হয়।"

এমনি ক'রে সমস্ত দিনের পর অনাথ যখন ঘরে ফির্‌ত তখন তার চাঙারীটা চাল ডাল আনাজে ফোঁস ফোঁস কর্‌ত। তার উপর কোমরে-জড়ান বৃন্দাবনী চাদরখানার খুঁটে আধ্‌লা পয়সা আনী দুয়ানীতে প্রায় এক আঁজলা হ'ত।

বেইমান।

অনাথের আপনার বল্‌তে কেউ ছিল না; তাই তাকে এ নামটা বড় মানিয়েছিল। একটু জ্ঞান হবার পরই তার মা বাপ তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। থাকে কেবল একটী ছোট কচি ভাই; সেও যে বচ্ছর ম্যালেরিয়া রাক্ষুসী সাতক্রোসী দেবগ্রামটাকে গিলে ফেল্লে সে বচ্ছর তারই গর্ভে লয় পেলে। সেই থেকে অনাথ অ-নাথ। কিন্তু অনাথকে ভালবাসার লোকের অভাব ছিল না; যার সঙ্গে সে একদিন মুখের আলাপ কর্‌ত সেই তার দিকে কেমন আসক্ত হ'য়ে পড়্‌ত। পাড়ার সব সংসারই যেন অনাথের। ফিরিতে বেরোবার মুখে কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ত "অনাথ তোমার কে আছে?"

অনাথ টক্ ক'রে উত্তর দিত "কে নেই? ন'-পাড়ার নিশাপতি বাঁড়ুয্যে আমার ঠাকুর, সৈরভী জেলেনী আমার মা আর হরে' বোষ্টামের মেয়ে ঝাঁপি আমার আপনার বোন!"

এ কথায় সবাই হাস্‌ত কিন্তু অনাথ এতটুকুও

লজ্জা পেত না বরং রেগে সে তার কথাটার সততা প্রমাণ করতে ডাকৃত "ও ঝাঁপি—ঝাঁপি—ঝাঁপি আমি তোর কে রে ?"

"দাদা।"

অনাথের বুক তখন পাঁচ হাত চওড়া হ'য়ে উঠ্‌ত। সে সগর্ব্বে মাথাটা চাড়া দিতে গেলে, ফিরির চাঙ্গুরীটা নীচে প'ড়ে শাঁখার উপর শাঁখা চুর হ'য়ে যেত। তবু ও তার সেদিকে লক্ষ্য পড়্‌ত না ; ডাকৃত "ও ঝাঁপি—ঝাঁপি আমি তোর কে রে ?"

(২)

ঝাঁপির বে হ'য়েছিল বরিশালের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে। তার শ্বশুররা ছিল চালের আড়তদার— এক কথার মানুষ। তারা যখন আট বছরের ঝাঁপিকে নিয়ে যায়, তখন উভয় পক্ষের সুবিধার জন্যে এক যুগ অন্তর নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার কড়ার করে। যদিও এই এক যুগের মধ্যে ঝাঁপির

বেইমান।

মা, বাপ, ছোট বোন প্রভৃতি মায়া প'ড়েছিল—যদিও তারা—"আশা নেই—শীঘ্র পাঠাও" এ রকম সব টেলিগ্রাম পাওয়া সত্ত্বেও তাকে মুখাগ্নি কর্‌তেও পাঠায় নি, তবুও তাদের কথা নিক্তিতে ওজন করা যেত। ঠিক বারটা বছরের পর, আট বছরের ঝাঁপি পাঁচ গণ্ডা বছরে পা দিতেই তারা তাকে দেবগ্রামে সঙ্গে ক'রে রেখে গেল। ঝাঁপি নিজেদের প'ড়ো ঘরের উঠোনে এসে দাঁড়াল, কেউ ঝিউড়ী এলো ব'লে তাকে একটীবারও ডাক্‌লে না। সে বুঝ্‌লে বন্দিনী আজ এক যুগের মুক্তি পেয়েছে বটে কিন্তু যে স্বাধীন মাঠে সে খেলে হেসে বেড়াবে সেটা যে আগেই নদীর ভাঙ্‌নের মুখে খেয়ে গেছে——আজ যে তার এতটুকু দাঁড়াবার স্থান নেই! তাই সে চোখের জল চোখে মুছেই আবার কান্না-ঘরেই ফিরে যেতে চাইলে। কিন্তু দেওর বল্লে "তা তো হয় না বৌঠান, বাবা ব'লেছেন তাঁর সত্যপালন না হ'লে তিনি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার্‌বেন না।"

ঝাঁপির দু'চোখ বেয়ে জল এলো; তার মনে

পড়ে গেল মহাকাব্য রামায়ণের হতভাগিনী সীতা-জননীর কথা। সেও এমনি একদিন, সেদিন বড় ভায়ের আজ্ঞার দিকে চেয়ে দেওর লক্ষণ অযোধ্যার রাজকুললক্ষ্মীটীকে সরযূর পারে নিরাশ্রয়ে রেখে যেতে এতটুকুও দ্বিধা করেন নি!

খড়ো চালের খানিকটা দাওয়ার উপর উবুড় হ'য়ে প'ড়েছে, হঠাৎ সেদিকে ঝাঁপির নজর পড়ে গেল। কি যেন একটা হারান জিনিষের সন্ধান পেয়ে সে চালটার কাছে গিয়ে চুপ্‌টী মেরে দাঁড়াল কিন্তু কেমনতর হ'য়ে তার মনটা গুলিয়ে গেল। কত আধ-ভাঙা ছোট দিনের কথা তার মনে আসে আসে আসে না। সে বুকটার মধ্যে হাঁচোড় পাঁচোড় ক'রে দু একবার চালের বাতায় বাতায় হাত দিয়ে দেখ্‌লে; যেন অনেকদিন হ'লো কি একটা জিনিষ সে এইখানটায় লুকিয়ে রেখে গেছে। খানিক পরে তার হাতে ঠেক্‌ল একটা লাল-রংয়ের-ছোবান ছোট্ট নেকড়ার পুঁটলী। সে ভারী আগ্রহে সেটা যখন খুল্‌লে তখন দেখতে

বেইমান।

পেলে ভাঙা চুরা শাঁখার টুক্‌রো আর দু একটা কাণা শাঁক মাকড়সা ইঁদুরের নানা অত্যাচার স'য়েও তখনও টিকে আছে। সে যতই সেগুলো নাড়াচাড়া কর্‌তে লাগল, ততই যেন ঘুমন্ত স্মৃতি গাঝাড়া দিয়ে একটু একটু ক'রে জেগে উঠ্‌ছিল। এই ক'-টুক্‌রো শাঁখাভাঙার মধ্যেই যেন তার ছেলেবেলার ইতিহাসখানা লুকানো আছে এমনতরই মনে হ'চ্ছিল। তার চোখ দুটো একবার পোড়ো চালটা ডিঙিয়ে ওপাসে নজর কর্‌তেই আর একজনের চোখের সঙ্গে মিলে গেল। ওমনি সেই অচেনা চোখ দুটো পলকের তরে নীরব থেকে সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল "কে রে—ঝাঁপি?—এত বড় হ'য়েছিস্—তোকে যে চিন্‌তেই পারা যায় না রে—কবে এলি?"

এতগুলো কথার জবাব ঝাঁপি একটাও দিতে পার্‌লে না; একদৃষ্টে লোকটার দিকে চেয়ে রইল। সে আবার ব'ল্লে "ও ঝাঁপি—ঝাঁপি—আমি অনাথ-শাঁকারি—তোর দাদা হই যে রে—আয়!"

ঝাঁপির চোখ দিয়ে হু হু ক'রে জল পড়্‌তে

লাগ্‌ল। সে ভাঙা চালের উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে অনাথের পায়ের ধুলো নিলে।

"থাক্‌ রে দিদি থাক্‌—কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন রে ঝাঁপি?"

ব'লে অনাথ তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে এলো! এত বড় স্নেহের গায়ে ঠেকে তার হিমের-পাথর-ভরা বুকখানা জল হ'য়ে গেল। ঝাঁপি অনাথের কাঁধে মাথা রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ল্লে "শ্বশুর মশাই সে হিসেবে পাঠিয়েছেন—সেই হিসেবেই নিয়ে যাবেন!"

"তাতে হ'য়েছে কি?"

"কে আমার—"

"মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্‌ ঝাঁপি—"

ঝাঁপির মুখের কথা মুখেই মিশাল। অনাথের ধমকানিতে সে থতমত খেয়ে গেল। আর অনাথ রেগে আগুন হ'য়ে উঠ্‌ল; চেঁচিয়ে ব'ল্লে, "তোরা বেইমানের ঝাড় তাই ওকথা মুখে আনিস্‌—"

এ কথার ঝাঁপি কোন উত্তর করলে না দেখে অনাথের প্রাণটা জলে উঠ্‌লো। সে ঝাঁপির মুখখানা

বেইমান।

মুছিয়ে দিতে গিয়ে, হাতখানা খপ্ ক'রে পিছিয়ে নিলে, লজ্জা পেয়ে বল্লে "এই ছাখ রে দিদি কেমন সব ভুল ক'রে ফেলি—এইখানটায় হাত দিয়ে ছাখ ঝাঁপি এখানে আমার তুই তুই নেই !"

"দাদা তুমি আমায় আশ্রয় দাও; আমার কেউ নেই গো !"

অনাথ সহাস্থে দাঁড়িয়ে গামছার খুঁট থেকে এক থলো চাবি ঝাঁপির সামনে ফেলে দিলে; বল্লে "আমার বাক্স প্যাট্রার চাবি আজ অন্নপূর্ণার হাতে দিলুম—ব্যস্, আজ থেকে আমার ছুটি—ছুটি ছুটি থেতে দিস্ দিদি—ভিক্ষে ক'রে আন্‌ব ভাই বোনে খাব—এক যুগ কেন সাত যুগ আমার ঘরে বাঁধা থাক গো লক্ষ্মি !"

ঝাঁপির দেওর একটীবার পিছন ফিরে দেখে বিসর্জ্জনের পালা শেষ ক'রে গেল।

(৩)

সৈরভী জেলেনীর ছেলে বেচারাম অনাথের

মিতে। তার মাকে তো, অনাথ মা ব'ল্‌তোই তার উপর মনসাতলার মাঠে গাঁজার আড্ডাটা খুল্‌বার সময় অনাথ বেচারামের উপর ভারী খুসী হ'য়ে ব'লেছিল "ওরে গাঁজাখোর! আজ থেকে তুই আমার মিতে—তুই আমার মিতে—" এর পর বেচারাম কিন্তু হ'য়ে যতই স'রে যেতে চাইতো, অনাথ ততই কি জানি কিসের গন্ধে—পরিচয়ে—মত্ত হ'য়ে তার দিকে ছুটে আস্‌তো। বেচারামের ধরা দেবার ইচ্ছে থাক্‌লেও সহজে ধরা দিত না; সে জান্‌তো পুকুর বেড়ে' জাল দিয়ে, মাছের টুক্‌নীটা মাথায় ক'রে যাকে হাটের ধারে পশারী ফাঁদতে হয়, তার কি আর অনাথের মত সভ্য ভব্য সজ্জাতের সঙ্গে মিতে পাতানো চলে? ভিতরের ভিতরটা যাকে সারা দিনমান টান্‌ছে—বাইরের চক্ষু নয়, অন্তরের চক্ষু যার জন্যে দিন রাত অঘুম সাগরের মত জেগে আছে—ভিতরে বাইরে শত শত আকুল বিহ্বল হাত দিয়ে যাকে সতত ডাকা হ'চ্ছে—আকর্ষণ করা হ'চ্ছে,তার কি আর বেশী দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়া-

বার শক্তি থাকে ?—বন্ধন তো তাকে যেচে নিতেই হয়, তার পর মুক্তি দিলেও আর সে নিতে চায় না ; দাঁড়ের শিকলটা খুলে দিলে ব'লে "যা দিয়ে বেঁধেছো তাই দিয়ে আরও শক্ত ক'রে বাঁধ, বন্ধনই যে এখন আমার মুক্তি!" বেচারামের হ'লোও তাই, যেদিন ঠিক দুপুর বেলা পিছন থেকে অনাথ এসে তার কোঁচোড় থেকে হঠাৎ একমুঠো মুড়ী নিজের গালে তুলে দিয়ে, তারই দাঁতে-কামড়ানো শশাটা ছিনিয়ে নিয়ে টক্ ক'রে মুখচার ক'রে ফেল্লে, সেদিন আর বেচারামের ব'লবার কিছু রইল না। কেবল তার অন্তরটা একবার শিউরে উঠ্‌লো আর চোখ দুটো অচল পাথরের মূর্ত্তির মত অনাথের দিকে চেয়ে রইলো। অনাথ সে দিকে না ভ্রূক্ষেপ ক'রে মুঠোর পর মুঠো মুখে তুল্‌তে তুল্‌তে হেসে ব'ল্‌লে, "ওরে গুহক-মিতে আজ যা খাওয়ালি তা রাজভোগ—পোড়া খুদ ভাজা নয় রে!" বেচারামের মুখে কোন কথাই যোগাল না দেখে অনাথ তার গলায় হাত দিয়ে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো "হ্যাঁরে আহাম্মোক—

হতভাগা—আর কি তোতে আমাতে তফাৎ রইলুম রে—ভিতরটা তো অনেক দিনই জাত হারিয়েছিল, আর আজ বার্‌টারও তো কাজ দেখ্‌লি—"অনাথ এইবার ব্যাকুল হ'য়ে দু'হাত দিয়ে বেচারামকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে প্রাণভরে ডাক্‌লে "ও মিতে—মিতে!"

"মিতে—"

বেচারাম ছোট এই উত্তরটা দিতে গিয়ে পাগলের মত কেঁদে উঠ্‌লো আর অনাথ তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'র্‌লে। সেই থেকে বেচারাম অনাথের মিতে।

তার পর যেদিন অনাথ ঝাঁপির মত রত্নকে কুড়িয়ে পেলে, সেদিনকার রাতটুকু না পোয়াতে পোয়াতে বেচারামের দোরের গোড়ায় এসে ডাক্‌লে "ও মিতে—মিতে!"

বেচারাম এই রাতেরই আরম্ভে মনসাতলার মাঠে তার হাজরে না পেয়ে ভারী ভাবনায় প'ড়েছিল; কারণ অতি বড় কিছু না হ'লে অনাথ-

বেইমান।

চন্দর যে কামাই ক'র্‌বার পাত্র নয় তা সেই আড্ডার সকলেই জান্‌তো। অনাথ দু একবার ডাক্‌তেই ছ্যাঁৎ ক'রে বেচারামের ঘুম ভেঙে গেল। সে বাইরে এসে হেসে হেসে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "এই ভোর-বেলা কার কুঞ্জে থেকে উঠে আসা হ'চ্ছে শুনি?" তারপর কি একটা ভঙ্গী ক'রে সে গুন্‌ গুনিয়ে একটা পুরোতন গানকে চাড়া দিয়ে তুল্‌লে। অনাথ তার মুখে ডান হাতটা চাপা দিয়ে ধমক দিয়ে ব'ল্‌লে "বেয়াদপ কোথাকার—থাম্‌—আগে মুখে সাত চড়ে রা বেরুতো না, এখন যেন খই ফুট্‌চে—আয়—"

"কোথায়?"

"কৈফেৎ দিতে তোমায় পার্‌ব না; যা দেখাবো তা কখ্‌খনো তুমি দেখনি"

বেচারাম ভাব্‌লে কারো আল্‌গা পুকুরে বুঝি মাছের সন্ধান পেয়ে, মিতে তাকে এই মুখ-আঁধারীর সময় লাভের ব্যাসাৎ কোত্তে ডাক্‌তে এসেছে। সে ভারী বুদ্ধিমানের মত এক গাল হেসে জবাব দিলে "তুমি কি মনে কর মিতে আমি একেবারে

মুরুখ্যু—কিছু বুঝ্‌তে পারি না ; আর কাকেও ভাগ দিতে হবে না কি ?"

অনাথ তো সেদিক দিয়ে যায়নি, কাজেই কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে না। শুধু একবার জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "কিসের ?"

বেচারাম ততক্ষণ মিতের উত্তর অনুত্তরের দিকে ততটা মায়া না রেখে, মাথাঘুরনী জালটা কাঁধে ফেলে মস্ত বড় শিকারের লোভে বেরিয়ে প'ড়্‌লো।

রাস্তায় পুকুরের পর পুকুর পেরিয়ে অনাথ যখন বেচারামকে একেবারে তার উঠোনে এনে দাঁড় করালে তখনও বেচারাম তার ডাইনে বাঁয়ে ভাল ক'রে দেখে নিলে, সেখানে যদি কোন পুকুরের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু যেদিকেই সে নজর দিলে সেদিকে কেবলই খোড়ো ঘর আর তার চূড়োয় চূড়োয় পূব্‌-আকাশের রঙিন আলো প'ড়েছে। অনাথ একটা পিঁড়ে বেচারামকে ব'সতে দিয়ে নিজে ধপ্‌ ক'রে দাওয়ায় ব'সে প'ড়্‌লো; ডাক্‌লে "ও

বেইমান।

দিদি—দিদি—তোমার ঘরের চৌকাটে বড়-তামাকের কোল্কেটা আছে দিয়ে যাও তো।"

যখন সেই ডাকে একটী উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে এসে দাওয়ার উপর দাঁড়ালো তখন বেচারামের কাঁধ থেকে আপনা হ'তেই মাছ ধরার জালটা মাটীর উপর প'ড়ে গেল। অনাথ গাঁজা টিপ্‌তে টিপ্‌তে সেদিকে চেয়ে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো; ব'ল্লে "বড় লোভী ঐ হতভাগাটা দিদি, দেশলায়ের একটা কাঠি দিয়ে ঐ সূতোর জালটায় আগুন ধরিয়ে দাও তো তুমি, পরের পুকুরে মাছ চুরি ক'রবার সখটা মিটে যাক্ ওর!"

বেচারাম কোনই উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে ঝাঁপির দিকে চেয়ে রইলো। অনাথ এবার অহঙ্কারে ঘাড়টা উঁচু ক'রে ব'লে ব'সলো, "কেমন মিতে ঐ রাঙা পা দুটো বেলপাতা চন্দন দিয়ে পূজো কর্ত্তে ইচ্ছে করে কিনা—" ফিরে ঝাঁপির মুখের দিকে চাইতে গিয়ে অনাথ জিভ কেটে ফেল্লে। আর ঝাঁপি হাতের গাঁজার কল্কেটা উঠোনের মাঝখানে
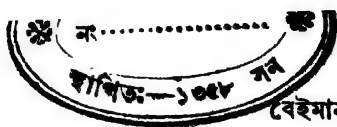
ছুঁড়ে ফেলে দিলে। অনাথ ভয়ে জড়সড় হ'য়ে গেল; ব'ল্লে "ভুল হ'য়ে যায় দিদি—এসব কথা ব'ল্‌তে নেই, না?"

বেচারাম এইবার এসে অনাথের পাশে ব'সলো। অনাথ কানে কানে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "বাড়ুয্যেদের দুগ্‌গপিরতিমে দেখেছিলি তো রে—কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল বল্‌ দিকি মিতে?"

বেচারাম কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না। এই মানুষের সঙ্গে কেমন ক'রে যে দুর্গাঠাকুরের মিল হ'তে পারে তা তার ধারণাতেই এলো না। সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে অনাথের দিকে চেয়ে রইল; না ক'রলে অনাথের এত বড় ঐশ্বর্য্যটার একটুকু আদর, না তার বরাত্‌ দেখে হিংসের জ্বোলে ম'ল্লো। অনাথ বুঝে সুঝে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "তুই ভাল ক'রে বুঝি দেখ্‌তে পাস্‌ নি, নয় রে মিতে—দিদি—"

ঝাঁপি গোয়ালঘরের পাট ক'রছিল, উঠ্‌নে এসে দাঁড়ালো। অনাথ এইবার জোর পেয়ে ব'ল্লে "আলোর দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াতো দিদি—অনাথ

বেইমান।

যা তপিস্তে ক'রে পেয়েছে তা দেখে ওরা চম্‌কে উঠুক্—"

তারপর বেচারামের মাথাটা নাড়া দিয়ে ব'ল্লে "এখনও ভাল ক'রে আলো ফোটেনি বুঝ্‌লি রে মিতে—দিদি একবার মাথার কাপড়টা খুলে আমার কাছে যেমন ক'রে দাঁড়াও তেমন ক'রে দাঁড়াও তো—"

ঝাঁপি লজ্জা পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। অনাথ তখনও ডাকের উপর ডাক দিতে লাগ্‌লো "শুনে যা দিদি—এই, পাষণ্ডর চোখে আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—তোর কৈলাসের মূর্ত্তিটা দেখিয়ে এই হতভাগাটার জন্মটা সার্থক ক'রে দিয়ে যা!"

(৪)

ঝাঁপির ছেলেবেলাকার সঙ্গীরা আজ চেহারায় চরিত্রে অবস্থায় অনেকটা বদলে গেলেও, তারা তাকে একেবারে চিন্‌তে না পার্‌লেও, পাড়ার পিসী মাসী

খুড়ী ঠান্‌দিদির দল তাকে সহজেই চিনে ফেল্লে। কেউ তার বাপের ভাঙা ভিটেটার দিকে চেয়ে ব'ল্লে "দেবগ্রামে মা তোর মাথা গুঁজ্‌বার স্থানটুকুও আজ আর নেই রে ঝাঁপি— গ !" কোন ঠান্‌দিদি ঠাট্টা ক'রে ব'লে উঠ্‌লো "ভাবনা কি তোমার নাতনী, বরিশাল তো সেই চোদ্দ নদীর পারে, এখানে একটা ঘর পেতে ব'স্‌তেই বা কতক্ষণ—" তারপর একটু হেসে কথাটা শেষ ক'ল্লে "তোমরা তো সবাই জান দিদি, অনাথ ঝাঁপির মায়ের হবু-জামাই !" এই কথাটা শুনে ঝাঁপি লজ্জায় মরে গেল আর যারা এর ইতিহাসটা জান্‌তো তারা সেই কতদিনকার তলিয়ে-পড়া কথাটাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উপরে ভাসিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌লো। ঝাঁপির মার ঐ হা-ঘরে' বাপ-মা-খেকো ছেলেটার উপর একটা বিশেষ লোভ ছিল ; লোভ আর কিছুরই নয় মেয়েটাকে তার হাতে তুলে দেওয়া। অনাথের তো কেউ ছিল না, তাকে একটা ভেক দিয়ে ওদের সমাজে সমান ক'রে নেও-যাও খুব শক্ত হ'তো না ; সেও ঐ মেয়েটাকে অন্তর

দিয়ে ভালবাস্‌তো। বিয়ের সব ঠিক, এমন সময় ঝাঁপির মামা এই কথাটা কার মুখে শুনে একদিন আগুন হ'য়ে এসে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। কিছুদিন বাদ দেবগ্রামে খবর এলো ঝাঁপির বিয়ে হ'য়ে গেছে; তারা কিন্তু বারো বচ্ছর মেয়েটাকে এ মুখো হ'তে দেবে না। এর পর রোগে শোকে ঝাঁপির মা যেদিন ম'ল্লো, সেদিন অনাথের হাত দুটো ধ'রে ব'লে গেল—"তোমার ঋণ নিয়ে আমি ম'র্‌ছি বাবা—পেটের ছেলেও এত করে না! এ পৃথিবীতে তোমাকে দেবার মত আর তো আমার কিছুই নেই—এ তোমার তোলা রইলো!"

অনাথ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উত্তর ক'রেছিল "মা গেছে জান্‌তে পারিনি—আজ্‌কে সত্যই আমি মাতৃহারা হ'লুম মা—দেনা পাওনার কথা এখনে তো আর উঠ্‌তে পারে না!"

অনাথ ষোল বচ্ছর বয়েস থেকে উপায় ক'চ্ছে। হরে' বোষ্টামের ডান পাটা যখন পক্ষাঘাতে একেবারে পঙ্গু হ'য়ে গেল, তখন ঝাঁপি ছ-বছরের। তখন

থেকে বরাবরি অনাথ ওদের সংসারটা চালিয়ে এসেছে। ঐ কথাগুলোই মনে ক'রে মর্‌বার দিনে হয়ে' বোষ্টমও যন্ত্রণায় ছট্‌-ফট্‌ ক'রেছিল।

এই কথাগুলো যতই সবাই মিলে নাড়াচাড়া দিতে লাগ্‌লো ততই ঝাঁপির বুক ফেটে প্রস্রবণের মত জলের ধারা চোখ দিয়ে নেমে এলো।

কথার স্রোতে কথা আসে। নিশাপতি বাড়ুয্যের মেয়ে কি কথাটায় টক্‌ ক'রে ব'লে ফেল্লে "অনাথ দাদাও কম দুষ্টু নয়, বৌটাকে নিয়ে ঘরই ক'ল্লে না—উঃ সে কি মার!"

ঝাঁপি এবার চম্‌কে উঠ্‌লো; আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "বউ?"

"হাঁা—গো—অনাথ দাদার।"

ঠান্‌দিদি এবার হেসে স্পষ্ট ক'রে ব'ল্লে "তাই তো ব'ল্‌ছিলুম্‌ নাতনী রাম রাজত্ব! এখন তোমারি সব—"

এই কথায় আসর জুড়ে একটা হাসি উঠ্‌লো আর ঝাঁপি ছায়ের মত শাদা হ'য়ে গেল। সে

বেইমান।

ট'লে যার গায়ে চ'লে প'ড়লো সে দীনু ঘোষের মেয়ে ক্ষ্যান্ত। ক্ষ্যান্ত তার মাথাটায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগ্‌লো।

ক্ষ্যান্তর কোল থেকে ঝাঁপি যখন মুখ তুল্‌লে তখন যেন সে পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের মত নিরাশায় বড় কাতর হ'য়ে প'ড়েছে। যারা সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিদ্রোহ ক'র্ত্তে এসেছিল তারা তো তার প্রত্যেক হাড়টার উপর—প্রত্যেক শিরাটীর উপর জয় চিহ্নিত ক'রে, তার অধিকারের নিশানটা কেড়ে নিয়ে চ'লে গেছে। বাকি আছে কেবল তার এই ক্ষত বিক্ষত বুকখানার উপর বাঁচ্‌বার মত নিশ্বেসটুকু। তাও বুঝি আর একটা কথার বিষাক্ত হাউইয়ের ঘ্রাণে বন্ধ হ'য়ে যায়! তাই ভয়ে জড় সড় হ'য়ে সে ক্ষ্যান্তর মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্লে "আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি,—ওরা যা ব'লে গেল—তুমিও তা ব'ল্‌তে পার গা ?"

ক্ষ্যান্ত কিছু উত্তর ক'ল্লে না। ঝাঁপি দেখ্‌লে তার চোখদুটোর কোলে জলের ফোঁটা দুল্‌ছে।

সে বুঝ্‌লে তার ব্যথা ক্ষ্যান্তকে কাতর ক'রে তুলেছে। সাহস পেয়ে ঝাঁপি আবার তার কোলে মাথাটা গুঁজে দিল ; তার হাতদুটো অসাড় হ'য়ে ক্ষ্যান্তর পায়ের উপর প'ড়ে গেল। ক্ষ্যান্ত সে দুটো কুড়িয়ে নিয়ে বুকের উপর রেখে কেঁপে কেঁপে ব'ল্লে "ওরে ঝাঁপি—ওরে বোন—এ মহাপাতক কি রাখ্‌বার জায়গা আছে! দীনু ঘোষকে তোর বাপ যে ভেক দিয়ে বোষ্টম ক'রে নিয়েছিল রে—তোরা যে আমাদের গুরু-বংশ!"

"এ দেশটায় যে কটা দিন থাক্বি তুমি দেখো দিদি!"

ব'লে ঝাঁপি তাকে আরও শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধর্‌লে। ক্ষ্যান্ত সহজভাবে ব'ল্লে "ওকথা কি বলছিস্ রে—ব'লতে গেলে দেবগ্রামে আমার চেয়ে তোর আপনার কে—আমি তোকে না দেখ্‌লে দেখ্‌বে কে—"

ঝাঁপির চোখ দিয়ে একবিন্দু জল ঝ'রে প'ড়লো। লক্ষ্য ক'রে ক্ষ্যান্ত এবার স্পষ্ট ব'ল্লে "আমরা যখন

বেইমান।

এখনও বেঁচে আছি তখন একটা সম্পর্কের বাড়ীতে থাকা কেন—"

ঝাঁপি এবার উঠে ব'স্‌লো। ক্যান্ত যেমন ব'ল্‌ছিল তেমনি ব'ল্‌তে লাগ্‌লো—"তোর যেদিন ইচ্ছে আমাদের কুঁড়েঘরে পা দিস্ বোন, মনে ক'রবো আমাদের মরা গুরু আবার স্বর্গ থেকে ফিরে এলেন!"

এতগুলো কলঙ্ক মেখে ঝাঁপির আর একতিল অনাথের আশ্রয়ে থাক্‌বার ইচ্ছে ছিল না। একটু আগে সে ভেবেই ঠিক কর্ত্তে পারেনি এতবড় জগতটার মাঝে তার মাথাটুকু রাখ্‌বার মত তিল পরিমাণ স্থান কে তাকে দেবে—কোথাই বা পাবে কিন্তু ক্যান্তর এই লোভনীয় কথাটা তাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, তার বাপ যেন অনেক উঁচুতে এই হতভাগা মেয়েটার জন্যে একটা পূজো-পাবার সিংহাসন গ'ড়ে রেখে গেছে, এখন সবাই তাকে নিয়ে গিয়ে সেই আসনটায় বসাতে পারে। এই চিন্তাটা ঝাঁপিকে একেবারে মাতাল ক'রে দিলে। সে তখুনি

খাড়া দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো "ঠিকই তো দিদি—আপনার থাকৃতে পরের ঘরে কেন—"

ঠিক এই সময় ফিরির চাঙারীটা মাথায় ক'রে অনাথ উঠনে এসে দাঁড়ালো। ঝাঁপির মুখের বাকি আধখানা কথা কেউ যেন খড়ির দাগের মত বাঁ হাত দিয়ে মুছে দিলে।

বাড়ী ঢুকৃবার মুখে যদিও ঝাঁপির কথার গোড়ার দিক্‌টা অনাথের কানের স্তরের পর স্তর ভেদ ক'রে একেবারে তার মর্ম্মস্থলে গিয়ে ঠং ক'রে বেজে উঠ্‌ল তবুও অত বড় আঘাতটাকে একধারে হেলায় ঠেলে রেখে, সে রোদে-তাতা ইস্‌পাতের কাস্তের মত আগুন হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "ক্ষ্যান্তি, ফের এবাড়ীতে পা দিয়েছিস্—নিজের মুখখানা হাঁড়ীর কালিতে কালি ক'রে ভদ্রলোকের বাড়ীতে পা বাড়াতে লজ্জা হয় না তোর—"

ক্ষ্যান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বিশ্রী ভঙ্গিতে উত্তর ক'র্‌লে "ভদ্দর লোক!"

"নয় তো কি হরিশ পরামাণিকের—ঘাঁটিও না

ক্ষ্যান্তমণি এ শর্ম্মা সব কথাই জানে,—আমি তো আর দিদির সাম্‌নে—লক্ষ্মী সাবিত্রীর সামনে সে মহাপাতকের কথাটা উচ্চারণ ক'র্‌তে পার্‌বো না—"

ছোটলোকের মুখ পাকা ফোঁড়ার মত। তাকে যে উস্কে দেয় তারই নাক দুর্গন্ধে, চোখ রক্ত পূঁজে আর কান ফেটে যাবার আওয়াজে একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়। তাই অনাথের কথাটা যেই ছোট আলপিনের মত হ'য়ে ক্ষ্যান্তর সেই দুষ্ট ফোঁড়াটা একবার উস্কে দিলে, অমনি কোথা থেকে বিসু-বিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের মত তার বুক থেকে কত-দিনকার সঞ্চিত গলা ধাতু গালাগালির আকারে—অপমানের আকারে অনাথের চারিদিকে অগ্নিবৃষ্টির মত বৃষ্টি হ'তে লাগ্‌লো। যদিও এতে তার কড়া দেহটার কোথাও এতটুকুও ফোস্কা উঠ্‌লো না, তবুও কোমলের কোমল—হাড়ের ছাউনির মধ্যে যে অন্তরাত্মা আছেন তিনি ক্ষ্যান্তর একটা একটা মশালের ছ্যাঁকায় জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেলেন। অন্যদিন হ'লে গোঁয়ার অনাথ ক্ষ্যান্তর ঐ ধারাল

বেইমান।

মুখটা মাটিতে ঘ'সে ঘ'সে একেবারে ভোঁতা ক'রে দিত! কিন্তু আজ সে নিশ্চল হিমাচলের মত সব নীরবেই সহ্য ক'রলে; একবার মাত্র ব'ললে "ব'লে যারে ক্ষ্যান্তি—যা তোর খুসী ব'লে যা—আজ যাকে সামনে রেখে তুই যুদ্ধ কচ্ছিস্ তার সামনে, অনাথের এই হাতে তোর মরণ অস্ত্রটা রইলেও সে তা ত্যাগ ক'র্‌বে না এ তুই জেনে রাখ্ !"

জয় যখন ক্ষ্যান্তর অভিজানেরই হ'লো তখন সে লুণ্ঠিত সম্পত্তির মত ঝাঁপির হাত ধ'রে টেনে তুল্‌তে তুল্‌তে ব'ল্লে "ও তোর কে সাতপুরুষের ঘোষাল ঠাকুর—ন'চ্চা নটোম্বরে—কা কস্তো পরিবেদনা —ওর ঘরে আমার গুরুর মেয়ে প'ড়ে থাক্‌বে কেন—লোকে কিছু ব'ল্‌লে অপমান হবে কার? ওর না আমার—আয়!"

সাপুড়ে জানে যে সুরটায় সাপ মুগ্ধ হয়। ক্ষ্যান্তও জানে কোনখানটায় ঝাঁপির ভয়। তাই সেই সুরটা—সেই কথাটা উচ্চারণ ক'র্‌লেই ফণীধরা সাপ যেমন সাপুড়ের হাতের খেলানার জিনিষ হয়, ঝাঁপিও

বেইমান।

তেমনি ক্ষ্যান্তর কথার অবাধ্য হ'তে পার্‌লে না। সে মাটির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে ক্ষ্যান্তর পিছু পিছু যেতে লাগ্‌লো। আর অনাথ মাথার চাঙারীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ঝাঁপির আর একটী পা-বাড়াবার সাম্‌নেই সটান শুয়ে প'ড়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো "তোর এই আক্কেলটা হ'লো দিদি—সে যখন ছিল ঐ ক্ষ্যান্তি এবাড়ীতে দু'শবার আস্‌তো, অনাথ তাতে একটী কথাও ব'লতো না—সে যে জাতের ছিল ঐ ক্ষ্যান্তিও যে তাই— তাকে ওর সঙ্গে মিস্‌তে দিতে আমার ভয় ছিল না রে দিদি! কিন্তু দেবদেবীর সঙ্গে ঐসব নিশাচরীদের আলাপ হওয়াটা কি ঠিক—ভেবে দেখ দিদি—যা তোর খুসী কর্‌ ঝাঁপি—কিন্তু জেনে রাখিস্‌, লোকে যাই বলুক্‌ তুই আমার মার পেটে বোনের বাড়া—মার বাড়া রে!"

ঝাঁপির পা আর এগুলো না। ক্ষ্যান্ত তাকে কত রকম ইসারা ক'রে ডাক্‌তে লাগ্‌লো, সে সেদিকে চেয়েও দেখ্‌লে না; কেবল তার চোখ-দুটো দিয়ে জল গড়িয়ে প'ড়লো। এবার যেন বড়

কাতর হ'য়ে অনাথ ফের ব'লতে লাগ্‌লো "যা দিদি যদি ইচ্ছে হয় এই হতভাগাটাকে ডিঙিয়ে যা—সে তো আর ইচ্ছে ক'রে ভগবানের রথের চাকা ছেড়ে দেবে না—যারে দিদি তার এই পাঁজ্‌রা ক'খানা মাড়িয়ে দিয়েই চলে যা !"

ক্ষ্যান্ত হাত বাড়িয়ে ঝাঁপির হাতটা একবার ধর্ত্তে গেল, ইচ্ছে ডিঙিয়ে তাকে নিয়ে আসে কিন্তু ঝাঁপি আর দাঁড়াতে পার্‌লে না, চোখে আঁচল দিয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

(৫)

ঝাঁপির দেওর ভদাই যখন বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো তখন বৈঠকখানায় বড়দাদা গদাইচন্দ্র পাত্র মিত্র নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কচ্ছিলেন। সে তাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়াতেই এক নিমেষের জন্যে সব চুপ হ'য়ে গেল। কেবল একজন কর্ক-ইস্ক্রু দিয়ে মদের বোতলটা খুল্‌তে খুল্‌তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ল্লে—

"কোথা রেখে এলি ভাই
সেই মোর চন্দ্রমুখী সীতা—
অযোধ্যার-রাজকুল-বধূ
হাঁরে লক্ষ্মণ ?"

ভদাই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লে না কোন্ সাহসে আজ বড়-দা বাবা বর্ত্তমানে এই বৈঠকখানাটায় একটা বাজারের মাগী আর তার নীচ সঙ্গীদের নিয়ে এসে এই সব জঘন্য কাণ্ড ক'চ্ছে। তার ঠোঁটদুটো রাগে থর থর ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো আর মুখ থেকে টক্ করে বেরিয়ে প'ড়্‌লো "লক্ষ্মী যখন ছেড়ে গেছেন তখন আরও অনেক দুর্গতি তোমার হবে দাদা এ তুমি লিখে রাখ্‌তে পার !"

তার কথাটায় কেউ বড় একটা কাণ দিলে না। সেটা হাওয়ার মত এলো, সাঁ ক'রে হাওয়ার মত চ'লে গেল। তবে গদায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুবলচাঁদ যাত্রার দলে ঋষি তপস্বি সাজ্‌তো ; সে উঠে দাঁড়িয়ে গদায়ের দিকে লম্বা ক'রে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সেই ঘরটাকে কাঁপিয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো—

"আশীর্ব্বাদ করি তোমা রঘুমণি রাম
যাক্ সীতে—"

তারপর সেই মাগীটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে এই ব'লে ভনিতার শেষ ক'ল্লে—

"—এই হৈমময়ী সীতে
রাখি' বামে, যজ্ঞ কর
বিশ্বামিত্রে আনি—
পূর্ণ হবে মনস্কাম ;
কেন ভাব রাম
বুদ্ধিমান তুমি—"

"রাম" আর "হৈমময়ী সীতা" পরস্পরের দিকে একবার চেয়ে হাস্‌লেন মাত্র ; কেউ কোন কথা কইলেন না। এবার ভদাই বড় রেগে উঠ্‌লো। একে এই ক'দিন যাওয়া আস্‌বার পথে তার ভারী কষ্ট হ'য়েছিল, তার উপর আজ সমস্তদিন পেটে বড় একটা কিছু পড়েনি, কাজেই সে শুধ্‌নো বারুদের মত দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌লো। শিক্ষা দুভায়ের মধ্যে কারোরই বড় কিছু ছিল না। বড় ভাই অতি

বেইমান।

বড় কিছু ব'ল্লেও ছোট ভাই যা কখ্খোনো মুখে আন্‌তে পারে না, এমন সব কথা খুব সহজেই ভদায়ের বে-এক্তার মুখটা দিয়ে অনর্গল বেরুতে লাগ্‌লো। গদাইচন্দ্র এইবার মালকোঁচা মেরে পাঞ্জাবীর আস্তেনটা গুটিয়ে যুদ্ধং দেহি বলে আসরে নেবে প'ড়্‌লেন। সঙ্গীরা গাইলে—

"অসহ্য হীনের বাক্য সহ্য নাহি হয়,
সর্পের মাথায় যেন ভেকে প্রহারয়!"

গদায়ের প্রহারের চোটে ভদাই যখন মেজেয়-পাতা ফরাসের উপর অজ্ঞান হ'য়ে সটান শুয়ে পড়্‌লো তখন পারিষদরা হাঁ হাঁ ক'রে উঠ্‌লো। কেউ ব'ল্লে—

"লক্ষ্মণ আমার প্রাণের ভাইরে
তো বিনে মোর কেহ নাই রে!"

আর একজন বল্লে—

"নাহি কাজ সীতা উদ্ধারিয়ে,
চল্ যাই ফিরে
ভাই—"

উদয়ের অবস্থা দেখে গদায়ের চমক ভাঙ্‌লো।

এমন সময় বাড়ীর কর্ত্তা প্রসাদদাস তিন দিনের পর বিদেশ থেকে গস্ত ক'রে লোকজন নিয়ে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লো। বৈঠকখানার গোলমালটা ফটকে ঢুকতেই তার কাণে গিয়ে পৌঁছাল। সে বরাবর ভিতরে না গিয়ে, একেবারে সশরীরে মূর্ত্তিমান পুত্রের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে সেই জমাট মজলিস্‌টা একেবারে বরফের মত জমাট বেঁধে গেল। কারো মুখ দিয়ে একটা রা বেরুলো না। গদাইচন্দ্র পাখা দিয়ে ভায়ের মাথায় হাওয়া ক'চ্ছিল। তার হাতের পাখাটা যেন কোন একটা বিদ্যুতে ঠেকে এইবার বন্‌ বন্‌ ক'রে ঘুরতে লাগ্‌লো; সে ইচ্ছে ক'রেও সেটাকে থামাতে পার্‌লে না। সুবলচাঁদ, রতনচাঁদ, নিমাইচাঁদ সব চাঁদই মলিন হ'য়ে গেলেন। কেবল যে চাঁদটীকে ঘিরে এতগুলি চাঁদের নৃত্য হ'চ্ছিল সে না একটু হেল্‌লে, না একটু দুল্‌লে। চাকরকে হাতের 'হ্যারিকেনটা' উঁচু ক'রে ধ'র্ত্তে ব'লে প্রসাদদাস সেই ঘরটার ভিতরটা একবার ভাল ক'রে দেখে

বেইমান।

নিলে। তার গোল গোল চোখদুটো যেন ঠিক্‌রে বেরুতে লাগ্‌লো। সে তল্লাটে প্রসাদদাস আড়তদারের মত লোকে কাকেও ভয় ক'র্ত্তো না। জাল, জুচ্চুরী, মিথ্যে মকদ্দমার প্রসাদদাস একজন ঘুণ ছিল। শনি-গ্রহের দৃষ্টির মত সে যখন যার দিকে নজর দিত, সেই তখন আঠারোর ফেরে প'ড়ে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌তো। এই লোকটী ক্ষমা কাকে বলে জান্‌তো না। আর নিজের কোট্‌'টা—কথাটা বাজায় রাখ্‌তে তার মত জেদী পুরুষ আর দ্বিতীয় ছিল না। এ হেন প্রসাদদাসের সামনে দাঁড়িয়ে সেই সব ছোক্‌রার দল একেবারে কাঠ হ'য়ে গেল। এই ব্যাপারটা বুঝে নিতে প্রসাদদাসের এক পলকও দেরি হ'লো না। সে স্বাভাবিকভাবে সরকারকে ডেকে ব'ল্লে "দত্তের-পো, ফাঁড়ির দরোগাবাবুকে আমার সেলাম দাও গে ; এই সব বাবুজীরা আমার অনুপস্থিতিতে চাবি ভেঙ্গে আমার বৈঠকখানায় ঢুকে প্রায় বিশ হাজার টাকার জিনিষ পত্তর তছরুপ ক'রেছে, আর এই তো দেখ্‌ছো আমার কচি ছেলে

তাদের বাধা দিতে এসেছিল ব'লে তাকে প্রায় হাফ্ খুন ক'রেছে—"

প্রসাদদাসের ডায়েরী লিখোবার কায়দাটা দেখে সকলেই শিউরে উঠ্লো। ভদাই এবার চেতনা পেয়ে উঠে ব'স্‌তে যাচ্ছিলো কিন্তু প্রসাদদাস হাত নেড়ে ব'ল্লে "শো—শুয়ে পড়—ওরা তোকে যা মার মেরেছে তাতে কি তুই এখন উঠ্‌তে পারিস্—" তারপর বড়ছেলে গদাইচন্দ্রের দিকে ফিরে ব'ল্লে "গদা তুই বাড়ীর মধ্যে যা, বল্‌বি বাবার সঙ্গে গন্তে গেছ্‌লুম্।"

গদাই যেমন ব'সেছিল তেমনি ব'সে রইলো। প্রসাদদাসের কথাটা যেন কানেই তুল্‌লে না। প্রসাদদাস তার হাত ধ'রে হিঁচ্‌ড়ে সে ঘর থেকে বের ক'রে দিলে, সে তবুও উঠে ভিতরে গেল না। এইবার প্রসাদদাস বজ্রের মত কঠিন স্বরে গদাইকে শাসিয়ে দিলে "গদাইচন্দর ভালোয় ভালোয় উঠে যাও বল্‌ছি—নাহ'লে প্রসাদদাস সে বাপের বেটা নয় যে, তোমায় ছেলে ব'লে ওমনি ছেড়ে দেবে—জেলে প'চে প'চে ম'ত্তে হবে, হাঁ!"

বেইমান।

গদাই ভিতরের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লে যে, সেই সব তার নেশার গোবেচারী সঙ্গীরা ছল ছল চোখে কেবলই তার দিকে চেয়ে রয়েছে। তাদের নেশা, তাদের আমোদ, তাদের হাসি সবই যেন নিভে গেছে। সেও তাদের দিকে সমানভাবে চেয়ে উত্তর ক'র্‌লে "সুব্‌লে তোরা ভয় ক'চ্ছিস্‌ কেন রে,—এই হাতটায় শিকল প'র্‌বার ভয়ে, জেলখানার ভয়ে গদাই তার সঙ্গীদের ফেলে রেখে পালাবে না, নিশ্চিন্দি থাক্‌—এক সঙ্গে ব'সে এতদিন আমোদ ক'র্‌ছি নয় সকলে মিলে ক'মাস খেটে আস্‌বো, তাতে কি !"

দারোগা শিবচন্দ্র ভৌমিক যখন সাম্‌নে পিছনে লাল পাগ্‌ড়ীর সারি নিয়ে প্রসাদদাসের বৈঠকখানার 'রকে'র নীচের এসে দাঁড়ালেন, তখন অত্যাচারীদের মুখগুলো লজ্জায় একেবারে কালি হ'য়ে গেল। সেই এক ডজন হ্যারিকেনের বাতি উঁচু ক'রে তুলে তিনি এক একজনের মুখ দেখে চিনে নিলেন। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট খাতা বের ক'রে নামের

নীচে নাম বসিয়ে গেলেন। প্রসাদদাস ততক্ষণ ভদাইচন্দ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে আর খোলা বৈঠকখানাটার দিকে চেয়ে আপনার সর্ব্বনাশের কথাটা খুব রাঙিয়ে ব'লতে লাগ্‌লো। একটুখানি হেসে, খাতার দিকে চোখ রেখে সহসা দারোগাবাবু ব'লে ব'স্‌লেন "সবই ঠিক ক'রেছিলেন প্রসাদদাসবাবু, কেবল বংশের মুখোজ্জ্বল এই পুত্ররত্নটীকে সরাতে পারেন নি এইটেই যা কাঁচা হ'য়ে গেছে—"

প্রসাদদাস একগাল হেসে আপনার ভুলটা শুধ্‌রে নিতে জোর ক'রে ডাক্‌লে "গদা—গদা—ওরে গদা দারোগাবাবুর জন্যে বাড়ীর ভিতর থেকে দুটো পান পাঠিয়ে দেতো গে—"

দারোগাবাবু একজন কনষ্টবলকে ইসারায় গদাই-চন্দ্রকে দেখিয়ে দিয়ে, খুব সহজভাবে ব'লতে লাগ্‌লেন "আজ আপনার ছেলের হাতে হাতকড়ি পরাতে এসে, পান খাওয়াটা কি ঠিক হবে প্রসাদদাসবাবু—তার উপর আমার সাম্‌নে থেকে এই মূল আসামীটিকে তো এখন আমি এক পাও উঠে যেতে দিতে পারি না—"

বেইমান।

"মূল আসামী—"

ব'লে প্রসাদদাস চেঁচিয়ে উঠ্‌লো আর ভদাইচন্দ্র ভায়ের আসন্ন বিপদের মাত্রাটা বুঝ্‌তে পেরে, থর থর ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে যা কিছু হ'য়েছিল অনুযোগের সুরে ফর্ ফর্ ক'রে ব'লে ফেল্লে। প্রসাদদাস তো টোল্‌বার পাত্র নয়, সে ছেলেকে একটা ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলে। তারপর কত ইঙ্গিতে—কত ভঙ্গিতে নিজের কথাটা সাত কাহন ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো "হ্যাঁ—হ্যাঁ—আপনি—আপনি —আপনি তো বেশী দিন নন্—তাঁরা আমার খাতির রাখ্‌তেন—বিশেষত সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হ'য়ে এসেছেন আপদ বিপদ আছে তো—এই ধরুন না টাকা পয়সা—"

শিববাবু বিষম চ'টে উঠ্‌লেন; ধমক্ দিয়ে ব'ল্লেন "খবরদার প্রসাদদাসবাবু! ঐরকম ধরণের আর একটী কথাও ব'ল্লে আপনি আমার dutyর অবমাননা ক'চ্ছেন মনে ক'রে আপনাকে prosecute ক'র্ত্তে বাধ্য হব!—"

প্রসাদদাস এই প্রথম দেখ্‌লে যে টাকায় সব মানুষ বশ হয় না। যে বিশেষ অস্ত্র নিয়ে সে ব্যক্তি-বিশেষকে জয় ক'রেছে তাতে যে সমস্ত মনুষ্য-জগৎ জয় হয় না এ তার বুঝ্‌তে আজ বাকি রইলো না। এইবার দারোগাবাবু যখন গদাইচন্দ্রের দলবলকে তাঁর অনুসরণ ক'ত্তে বল্লেন তখন গদাইচন্দ্র জোড় হাত ক'রে একটীবার অনুরোধ ক'ল্লে "চুরী জুচ্চুরী চাবি ভাঙা একবার কেন সাতশো বার আমি বাবার ক'রেছি দারোগাবাবু—আমার কোমরে দড়ী দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলুন কিন্তু সুব্‌লে, রত্‌না এদের আমি আমোদ ক'ত্তে ডেকে এনেছিলুম্‌, এরা কোন্ দোষে থানায় যাবে—এদের ছেড়ে দিন্!"

দারোগাবাবু একবার প্রসাদদাসের দিকে চাইলেন। প্রসাদদাস যেন সহসা চৌচির হ'য়ে ফেটে গেল; ব'ল্‌তে লাগ্‌লো "মিথ্যে কথা! আমি এদের প্রত্যেককে সনাক্ত ক'র্‌ছি—ছেড়ে দিলে আপনি দায়ী হবেন ব'লে দিচ্ছি!"

গদাইচন্দ্র বাপের মুখের উপর কি একটা কথা

বেইমান।

ব'লতে গিয়ে থেমে গেল। আর বাপ 'কুলাঙ্গার' এই কথাটা ব'লে ছেলের মতটা খুব সহজেই হাল্কা করে দিলে। দারোগাবাবু একে একে সকলকে চালান দিয়ে, একটা নমস্কার ক'রে বিদায় নিলেন। এক নিমিষে সব জায়গাটা আঁধার হ'য়ে গেল। অত্যাচার—অবিচার সব আইন কানুন শাসনের অধীন হ'য়ে প'ড়লো। সব আঁধারটাকে আরো আঁধার ক'রে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে রইলো ভদাইচন্দ্র, প্রসাদদাস আর তারই অনুগত সরকার পিয়ারীমোহন।

(৬)

পাঁচ সাতটা সপ্তাহর পর গদাইচন্দ্রের তিনটী বাসের জেল হ'য়ে গেল। সুবলচাঁদের বাপের উপর প্রসাদদাসের অনেকদিনের রাগ ছিল, সেইটে কড়ায় গণ্ডায় শোধ নিতে সেদিন রাত্রে প্রসাদদাস একবাজি খুব কেরামতি ক'রেই খেলেছিল কিন্তু পাশা এমনি

ওল্‌টে প'ড়্‌লো যে, তারই দিক কানা ক'রে দিয়ে গেল। সকলকে জড়িয়ে রেখে প্রসাদদাস যতই মকদ্দমা চালাতে চাইছিলো, ততই গদাইচন্দ্র নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিয়ে বাপের মত ছিন্ন বিছিন্ন ক'রে দিচ্ছিলো। তার উপর ভদাইচন্দ্রের কথার গোলে আর গদাইচন্দ্রের পকেট থেকে বৈঠকখানার চাবি বার হওয়ায় হাকিম তাকেই দোষী ঠাউরে সাজা দিলেন।

প্রসাদদাসের চোখের সাম্‌নে আজ তারই দর্প —চাতুরী—সাহস নামে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পঙ্গুর মত সহসা অবশ হ'য়ে গেল। যে দিগ্বিজয়ী সঙ্গীদের বলে সে দুর্জ্জয় শত্রুর বিপক্ষেও অভিযান পাঠিয়েছে, আজ কেন যে তারা তার আদেশ তুচ্ছ ক'রে শুধু নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে রইলো তা সে মোটেই ধারণা ক'ত্তে পার্‌লে না। তবে সে লক্ষ্য ক'র্‌লে, মিথ্যের শুক্‌নো বালির উপর যে উঁচু কেল্লা তৈরী করা যায়, সেটা যে কোন পদার্থের প্রাণ আছে তারই অভিশাপের নিশ্বাসে এক পলকে ধূলিসাৎ

বেইমান।

হ'য়ে যেতে পারে! গত দিনগুলো আজ রক্তাক্ত হ'য়ে তার চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট ফুটে উঠ্‌লো; সবই যেন সে নির্দ্দয় হাতে রাঙা—রাঙা—একেবারে রক্ত-রাঙা ক'রে দিয়েছে! ওঃ! কি না সে ক'রেছে—ঝাঁপির বোকা মামাটাকে বাঁদরের মত নাচিয়ে, একটা সরল স্বাধীন বনের লতাকে সঙ্গীহারা ক'রে তুলে এনেছে। তার বাপ মা—তার আপনার যে কেউ একে একে তাকে নিঃসঙ্গী ক'রে চিরদিনের তরে চলে গেল; সে মরণ খবর পেলে—যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'র্ত্তে লাগ্‌লো তবু তাকে একটীবারও তাদের সাম্‌নে নিয়ে যাওয়া হ'লো না। তার পর এমন দিনে তাকে মরুভূমির মধ্যে—শ্মশানের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসা হলো, যেদিনে তার পরিচিত চারিদিকের গাছগুলো একেবারে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে! সেই নিবান্ধবপুরীতে শ্মশান ভুঁইয়ের উপর দাঁড়িয়ে, তারই শাসনের ঘরে সে যখন অন্য উপায় না দেখে আবার ফিরে আস্‌তে চাইলে, তখন ভদাইচন্দ্র তারই শিক্ষায় কেমন সহজেই তাকে বনবাস দিয়ে

এলো ! এমনিধারা কত কথাই আজ তার মনে প'ড়ে গেল। শতদিক থেকে হাজার হাজার আগুণ বান আজ হুঙ্কার ছেড়ে তার বুকের উপর এসে প'ড়্‌তে লাগলো আর সে এক একটা বানে আগুনের ছ্যাঁকায় জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল।

জ্যোষ্ঠি মাসের বেলা প'ড়ে এসেছে। প্রসাদদাস কাচারী থেকে শেষ খবর নিয়ে ফিরে এসে, একহাঁটু ধূলোশুদ্ধ জুতো পায়ে আপনার শোবার ঘরের বিছনাতে উবুড় হ'য়ে প'ড়ে এই সব ভাব্‌ছিলো। এমন সময় ভদাই এসে ডাক্‌লে "বাবা দাদা কই এলো না ?"

প্রসাদদাস এতক্ষণ লাভ লোকসানের একটা খসড়া তৈরী ক'চ্ছিলো, ছেলের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে একটা দম্‌কা হাওয়ায় সেটা ঘুড়ির কাগজের মত ছিঁড়ে গেল। ভদাই বাপের মুখের কাছে মুখটা শুইয়ে দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা কল্লে "ও বাবা বলো না —দাদাকে ছেড়ে দিয়েছে তো ?"

ভায়ের জন্যে ভায়ের এতটা দরদ প্রসাদদাসের চোখে কখন পড়ে নি। সে এটা নতুন মনে ক'রে

বেইমান।

বড় তৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদন ক'ত্তে লাগ্‌লো। এ রকম শিক্ষা সে তো ছেলেদের কাকেও কোনদিন দেয় নি—সে তাদের দুজনকেই শিখিয়েছে নিজের জন্যে ভাব্‌তে—নিজের ছাড়া অপর কারো কথা যে ভাব চলে প্রসাদদাসের তা ছায়ার মতও কখন মনে হয় নি। যতবড়ই স্বার্থপর হ'ক্ ভায়ের জন্যে ভাইকে যে কাঁদ্‌তেই হবে—এ ডাক যে নাড়ী নক্ষত্রের ডাক—অকৃত্রিমের ডাক—প্রসাদদাস তা মোটেই উপলব্ধি ক'ত্তে পাত্তো না।

ভদ্‌াই দরজা গোড়ায় স'রে গিয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে ব'ল্লে "তবে বুঝি তারা দাদাকে ছাড়্‌লে না—"

আবার একটু স'রে এসে বড় কাতর হ'য়ে সে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "দাদার তাহ'লে জেল হ'য়ে গেল বাবা?"

"হুঁ।"

ব'লতে গিয়ে প্রসাদদাসের বুকটাও একবার কেঁপে উঠ্‌লো। আর ভদাই উঁচু গলায় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্‌তে লাগ লো "তুমি দাদাকে রক্ষে ক'ত্তে পাল্লে না বাবা?"

ভদাই একটু সুস্থ হ'লে প্রসাদদাস তাকে কাছে বসিয়ে ব'ল্লে "তুমি তো দেখ্‌লে ভদাই, ছেলে হ'লেও প্রাসাদদাস যে দুষ্ট তাকে শাসন না ক'রে ছাড়ে না—"

অহঙ্কারে প্রাসাদদাস তিন হাত ফুলে উঠ্‌লো। ভদাইচন্দ্র কোন উত্তর ক'রলে না। প্রসাদদাস যেমন ব'ল্‌ছিল তেমনি বল্‌তে লাগ্‌লো—"তারপর কোন অকেজো জিনিষ প্রাসাদদাস সংসারে রাখে না, তুমি তো দেখ্‌লে বউটা নেহাৎ ভালমানুষ হ'য়ে আমার ছেলেটাকে বিগ্‌ড়ে দিলে তাই তাকে বিদায় ক'রে দিলুম্। এখন ব'ল্‌তে গেলে তোমাকে নিয়েই আমার সংসার—ঐ জেলের ফেরৎ-আসামী ছেলের আমি আর মুখ দেখ্‌বো না তা জেনে রেখো! আমি শীগ্‌গীর উইল ক'ত্তে চাই—তুমি আমার মতে চ'ল্‌বে কি না স্পষ্ট ক'রে বল—"

ভদাই সব শুনে গেল, কোন উত্তর ক'ল্লে না। আরো দু চারটে কথার পর প্রসাদদাস সদরের দিকে যেতে যেতে ফিরে ছেলেকে ডেকে ব'লে গেল "হ্যাঁ—

বেইমান।

আমার মনে পড়ে গেল ভদাই, কুটুম সাক্ষেৎ যে যেখানে আছে লিখে দাও যেন তিন মাসের পর কেউ এই জেল-ফেরৎটাকে আশ্রয় না দেয়—চোর পোষা —হ্যাঁ—হ্যাঁ ভয় দেখিয়ে দিয়ো!"

প্রসাদদাস হন্ হন্ ক'রে চলে গেল। ভদাই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল এ লোকটার বুকের এতটুকু জায়গাও ছেলের এতবড় অপমানে—সাজার ভিজে উঠে নি দেখে! এই বাপ!—বৌঠানকে বিসর্জ্জন দেবার দিন বাপের প্রতি তার যতটুকু শ্রদ্ধা কমে গেছ্‌লো আজ তার আরো শতগুণ কমে গেল।

(৭)

সাবিত্রী-চতুর্দ্দশীর দিনে শাঁখার ভারী খদ্দের। ভোরে দুটী ভাত মুখে দিয়ে সারাদিনের তরে অনাথ ফিরিতে বেরিয়েছে। মাথায় আছে রাশি রাশি হরেক রকমের শাঁখা আর হাতে আছে এক রেকাবী সিঁদুর, কর, লোহা। দিঘীর পাড়ে অশ্বথতলায়

খড়ের চালের মাঝে কোন্ যুগের সত্যবানকে কোলে ক'রে এখনও সতী সাবিত্রী বসে আছেন। আর এই দেশটার নারীর পূজো এখনও তাঁর পায়ে গিয়ে প'ড়ছে। অনাথ একটা ভূমিষ্ঠ হ'য়ে গড় ক'রে সেই আশুথ গাছ হেলান দিয়ে দোকান ফেঁদে ব'সলো। সে দেখতে পেলে চওড়া লাল পেড়ে কাপড় প'ড়ে একজনের পর একজন এক সতীরাণীর মাথায় সিঁদুর ছুঁইয়ে যাচ্ছে—হাতে লোহা কর শাঁখা প'রিয়ে দিচ্ছে। তারপর যে এই ব্রত ক'রে ফিরছে তারই সিঁথি লক্ষ লক্ষ সধবার সিঁদুরে লাল হ'য়ে উঠছে। সে দিকে চেয়ে চেয়ে অনাথের চোখ শ্রদ্ধায় ভরে এলো। সে একদৃষ্টে কি ভাবতে ভাবতে সেই দিকে চেয়ে রইলো। আধ পয়সার সিঁদুর, এক পয়সার লোহার খদ্দের সে তো ফিরিয়ে দিলেই, তার উপর তার অন্যমনস্কে শাঁখা পরান দেখে কেউ আর তার কাছে সে দিন এগুলো না। হঠাৎ একজনের বাঁহাতে একগাছা শাখা তুলে অনাথ দাঁড়িয়ে প'ড়লো তারপর পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেল। যে শাঁখা

বেইমান।

প'রছিল সে কিছুক্ষণ ব'সে, অবাক হ'য়ে উঠে গেল। কেবল সেই ভিড়ের মধ্যে হাজার জনের পায়ের পাশে প'ড়ে রইল রক্ষকহীন এক চেঙারী শাঁথা আর আসনের তলায় একঘণ্টা বিক্রীর অল্প কিছু পয়সা।

ডাকঘরের পাশ দিয়ে অনাথ যখন দৌড়ে চলেছে তখন তারই চেনা হরকরা ডাক্‌লে "তোমার নামে একখানা চিঠি আছে হে অনাথচন্দর,—দাঁড়িয়ে যাও—"

অনাথ আপনার গায়ের দিকে চেয়ে ছোটার মাত্রাটা বুঝ্‌তে পাল্লে। হরকরা তুলো হাতী চিঠি খানা অনাথের হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "তোমায় আবার চিঠি পাঠালে কে হে? বাবুদের ছাড়া বড় একটা কারুর চিঠি তো হাতে পড়ে না—"

অনাথ একটুখানি হাস্‌লে; একবার মনে ক'ল্লে বলে—তার কি আর সে দিন আছে—আজ রাজরাণী যে তার ঘরে—তার কুটুম সাক্ষেত—দেওয়া নেওয়া কত বড় বড় লোকের সঙ্গে! তবে সব কথা চেপে গিয়ে অনাথ খুব গর্ব্বের সঙ্গে কেবল

ব'লে গেল "এ রকম অনেক চিঠি এখন আমার নামে আস্‌বে ?"

অনাথ যে মাত্রায় চ'ল্‌ছিল আবার সেই মাত্রা ধরেই চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। যখন বাড়ীতে এসে পৌঁছাল তখন ঝাঁপি তারই খেয়ে-যাওয়া পাতে দুটী ভাত বেড়ে খেতে ব'সেছে। অনাথ ঝাঁপির সাম্‌নে এসে দাঁড়াতেই সে রেগে চেঁচিয়ে উঠলো "এ কেমন ধারা হ'লো—আজ্‌কে এমন খদ্দেরের দিন্‌টা কুঁড়েমি ক'রে কামাই ক'ল্লে বুঝি ?—"

তার কোন জবাব না দিয়ে অনাথ সরাসর জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "আজ্‌কের দিনে চান্‌ না ক'রে এই সকালবেলাটা ভাত খাওয়াটা কি ঠিক হ'লো দিদি ?"

আরো আগুন হ'য়ে ঝাঁপি উত্তর ক'র্‌লে "পাতের পেসাদ রেখে যাওয়া হয় কেন—"

অনাথ সহসা চম্‌কে উঠ্‌লো।

"—আমিতো আর রোজ এতগুলো ক'রে ভাত নষ্ট ক'র্‌তে পারি না, কাজেই নিজেকেই গিল্‌তে হয় !"

বেইমান।

অনাথের মুখ দিয়ে আর একটী কথাও স'র্‌লো না। সে কাঠের পুতুলের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। ঝাঁপি নিঃশব্দে ভাত খেয়ে সকৃড়ি নিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেল। সে যখন ফিরে এলো অনাথ তখনও সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার মাথার কাছে একটা কাক অনবরত কা কা ক'রে ফির্‌ছে। তার এক একবার মনে প'ড়ে যাচ্চে সেই ঘাটের ধারের দৃশ্যটা। সে মিলিয়ে দেখ্‌ছে সেই লালের কস্তা-পেড়ে কাপড়টা যেটা সে সেদিন কিনে দিয়েছে সেইটে প'রে, ঐ লাল রুলীর উপর ধব্‌ধবে শাঁখা তুলে আর ছোট নির্ম্মল কপালটার মাঝখানের সিঁথিটুকু জুড়ে সিঁদুর রেখে, তার দিদি যদি সেই আশুথতলার ঘাটে গিয়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে সে দিব্বি ক'রে ব'ল্‌তে পারে মিথ্যের সাবিত্রীদেবীকে নামিয়ে দিয়ে তারই কোলে সবাই সত্যবানের মাথা তুলে দেবে। এই লোভে ক'রেই সে এত পথ ছুটে এসেছিল। আরো একটু আশা ছিল, সেই সময় যারা তার কাছে শাঁখা প'র্‌তে আস্‌বে তাদিকে সে

ব'লে দেবে "ঐ যে চোখের সাম্‌নে স্বর্গ থেকে নেমে এসে সাবিত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওটী আমার কে জান ?—দিদি আপনার দিদি—আমার ঝাঁপি !"

ঝাঁপি বাসন গুছিয়ে রেখে এসে ব'ল্লে "আর দাঁড়িয়ে থাকা কেন গাঁজার আড্ডাটা একবার ঘুরে আসা হ'ক্, নয় সমস্তদিন ধ'রে ঘুম দেওয়া হ'ক্ !"

অনাথ আস্তে আস্তে উত্তর ক'র্‌লে "না রে দিদি না—তবে একবার এসেছিলুম্—"

ভারী অন্যমনস্ক হ'য়ে অনাথ ফিরে চ'ল্লো। ঝাঁপি দাওয়া থেকে ছুটে নেমে এসে তার হাত থেকে চিঠিখানা কেড়ে নিলে; জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "কেন আসা হ'য়েছিল শুনি ?"

চিঠির কথা অনাথের মোটেই মনে ছিল না। লজ্জা পেয়ে বল্‌লে "হাঁ রে দিদি চিঠিখানা—"

বাধা পেয়ে ঝাঁপি আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কেন আসা হ'য়েছিল শুনি ?"

অনাথ থেমে থেমে উত্তর ক'র্‌লে "গাঁ শুদ্ধ এই আব্দার ক'রেছে কিনা—তাই মনে কল্লুম তুমি

বেইমান।

বুঝি বার করেছো দিদি—তাই একবার জান্‌তে এলুম?"

থামের কাগজখানা ছিঁড়্‌তে ছিঁড়্‌তে হো হো ক'রে হেসে ঝাঁপি ব'লে ফেল্লে "আমি যে বিধবা—এই সতীলক্ষ্মীদের বার আমায় কি ক'ত্তে আছে দাদা!"

"হতভাগি! ও পাপ কথাটা কি মুখে আন্‌তে আছে রে—শতেক জন্মেও প্রায়শ্চিত্ত নেই!"

হঠাৎ অনাথ দেখ্‌লে ঝাঁপির সদা-হাসির আলোময় মুখখানা এক নিমিষে বরষার দিনের মত চার্‌দিক্ আঁধার ক'রে এসেছে। তার চোখের কাছে চিঠির হ'ল্‌দে কাগজখানা নিশ্বেসের হাওয়ায় তুল্‌ছে; এখুনি যে একটা খুব ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হবে তা অনাথ সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌লে। তবে তার সব চেয়ে বেশী রাগ হ'লো ডাক-হরকরার উপরে। সে তো কখন তাকে চিঠিই দেয় না, আজ যদি দিলে তাতে এমন কি মিশিয়ে দিলে যাতে তার দিদির বুকে ঝড় উঠ্‌লো? সে শপথ

ক'র্‌লে যাবার মুখে তাকে শাসন ক'রে দিয়ে যাবে, যেন এমন ধরণের কোন চিঠি সে আর তাকে না দেয়। অনাথ একদৃষ্টে ঝাঁপির মুখের দিকে চেয়ে ছিল, প্রস্তুত হ'য়েও ছিল কোন খারাপ কিছু শুন্‌বার জন্যে। কিন্তু ঝাঁপি খানিক পরে মুখ তুলে সহজ-ভাবে তার দিকে চেয়ে ব'ল্লে "বিক্রীর বেলা যে ব'য়ে যায় দাদা!"

"ঐ চিঠিখানায় কি লেখা আছে না শুনে আমি এক পাও ন'ড়বো না তা জেনে রাখিস্ ঝাঁপি!"

ঝাঁপি একটুখানি হাস্‌লে।

"ও মড়ার মুখের হাসি আমি চিনি রে দিদি!"

এইবার ঝাঁপিকে ধরা দিতেই হ'লো। সে শতমতে চেষ্টা ক'ল্লেও তার চোখদুটো অবাধ্যতা ক'রে উছ্‌লে উঠ্‌লো। অনাথ ছুটে গিয়ে তার মাথাটা কাঁধের উপর রেখে, মাথার পাশে আস্তে আস্তে চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে উন্মত্তের মত ব'ল্‌তে লাগ্‌লো "কিসের তোর ভাবনা রে দিদি—কার জন্যে তোর কষ্ট?—অনা বেঁচে থাক্‌তে কারুর কোন্

বেইমান।

চিঠিতে তুই ভয় ক'রিস্ নি দিদি—দে তো দিদি এখনও ঐ চুলোয় আগুন আছে, এই বিষ-মাখা চিঠিখানা একেবারে ছাই ক'রে দিই !"

ঝাঁপি বাধা দিলে না। এক মুহূর্ত্তে কাগজখানা পুড়ে গেল। কিন্তু তার একরতি ধুঁয়ার গন্ধটা বিষাক্ত ঘ্রাণের মত ঝাঁপির নাকে গিয়ে ঠেক্‌লো। সে আবেগের স্বরে বল্লে "চিঠির আঁখরগুলো তো পলকে পুড়িয়ে ফেল্লে দাদা কিন্তু এই বুকটা কেটে যে অক্ষরগুলো বসে গেছে—তাকে কেমন ক'রে নষ্ট ক'র্‌বে !—"

অনাথ বাধা দিয়ে বল্লে,—"আমি কিছু তোর শুন্‌তে চাইনি দিদি, কি তোর হ'য়েছে বল্ ?"

কোন কথা ব'ল্‌বার আগেই ঝাঁপির চোখ দিয়ে আরো বেগে জল প'ড়্‌তে লাগ্‌লো। তারপর অনেক কষ্টে ঝাঁপির মুখ থেকে যা শুন্‌বার তা শুনে নিয়ে অনাথ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "এখন কি তুই কোত্তে চাস্ বল্ রে ঝাঁপি—উপায় একটা ঠিক কর্—"

"আর হয় না দাদা—জেলের পর আর কোন উপায়ই খাটে না!"

"তবে দাদামশাইকে একটা চিঠি লিখে দে রে দিদি, জেল থেকে ফিরে আস্‌বার পর চোর ব'লে কেউ তাকে যায়গা না দিলেও এই গরীব গাঁজা-খোরেরা তাঁকে মাথায় ক'রে রাখ্‌বে!"

ঝাঁপি আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে শুয়ে প'ড়্‌লো। অনাথ অনেকক্ষণ সেই খালি দাওয়াটায় ব'সে ব'সে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। সহসা ছাঁচার রোদে তার সমস্ত বুক্‌টা ভ'রে গেছে দেখে আশুথ-তলার শাঁখার চাঙারীর কথা মনে প'ড়্‌লো। তবে সেদিন তার সমস্ত দেহটা এমন অসাড় হ'য়ে গেছ্‌লো যে, পক্ষাঘাতের রোগীর মত টল্‌তে টল্‌তে ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় সে দিঘীর পাড়ে এসে পৌঁছাল; দেখ্‌লে ভিড় ক'মে গেছে, তবে তার শাঁখার চাঙারীটা উল্টে মাটীর দিকে মুখ ক'রে প'ড়ে আছে আর ছোট বড় অনেকের পায়ের ভরে সেই সব সৌখীন শাঁখার রাশ গুঁড়ো হ'য়ে গেছে। যে ক'-

জোড়া তখনও প্রাণ নিয়ে বেঁচে ছিল, অনাথ তাদিগে কোঁছোড়-ভ'রে সাবিত্রী-দেবীর সাম্‌নে ঢেলে দিয়ে এলো; মনে মনে জানালে,—"আমি তাকে তোমার চেয়ে ভাল চিনি গো ঠাকুরাণি! সকালবেলাটায় তার মুখ দিয়ে অমন কথাটা বেরুলেও তার মনের কোণেও তেমন ধরণের কিছু নেই! আর সত্যিই যদি তার কিছু দোষ হ'য়ে থাকে, সাজাটা আমায় দিয়ো আমি হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌ছি!"

(৮)

ফিরে-চলার পথে অনাথের সাম্‌নেই প'ড়্‌লো খড়ের-চুড়ো-বাঁধা আড্ডাবাড়ীর নিশানা। আর তারই একটু দূরে, বাঁশঝোপের ধারে জেলেপাড়ার সীমানা। সে এগুলোকে পিছিয়ে রেখে যাবার আগে, আড্ডার ভাঙা আগলখানার ফাঁক দিয়ে দেখ্‌তে পেলে ধুঁয়োর রাশ কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছে। এই নিরর্থক দিনটায় সে আপন

মনে ঘরে ফিরে যাচ্ছিলো, ইচ্ছে ছিল না কারোর সঙ্গে আলাপ করার ঝোঁকও ছিল না কিছুর ওপর। তবে তিন পা এগিয়ে গিয়েও এই ধুঁয়োর-রাশ দেখে আবার তাকে পিছিয়ে আস্‌তে হ'লো; সব লোভ লালোচ্‌ ত্যাগ ক'রেও সে এই ধুঁয়ো আস্বাদ ক'রবার বাতিকটা সামাই ক'ত্তে পাল্লে না। আগল ঠেলে দাঁড়াতেই আড্ডাধারী এক গাল হেসে, হাতের গরম সাঁপিটা গামলার জলে ডুবিয়ে তার দিকে ক'ল্কেটা বাড়িয়ে দিলে। সে একজনের জন্ম দিয়ে দম্‌ ভ'রে টান মেরে, খালি চাঙাড়ীটা বগলে ক'রে তখুনি আবার উঠে প'ড়্‌লো। বেচারাম এতক্ষণ ঘরের কোণে বসেছিল—এইবার বালির-চরে-লুকোনো চিতার মত এক লাফে অনাথের ঘাড়ে এসে প'ড়্‌লো; বল্লে,—"এই দুপুর বেলায় ক'ল্কের আগুণ তুলে রাখে কে? একটা চার-আনীর পুরিয়া ছাড়ো বল্‌ছি—বাঃ-রে! সাজা তামাকটা ফুঁকে দিয়ে বেপরোয়ায় চ'লে যাবেন উনি—মনে ক'রেছিলে এ বনে বাঘ নেই, না?"

বেইমান।

"বাঘ তো আছে তবে এত বড় বে-বাগটাকে আজ বাগ ক'রবে কিসে ?"

একটু কাঠের মত শুক্‌নো হেসে মিতের দিকে চেয়ে, অনাথ সেই নিমেষেই বেরিয়ে যেতে চায়। তবে ছাড়ে কে ? একটা নাছোড়বান্দা বহুদিন যে তার টুঁটী চেপে ধ'রে আছে, সে এবার হুঙ্কার ছেড়ে উঠ্‌লো,—"একটা পা বাড়িয়েছো কি আমি এই গোছের উপর ঝাঁপের খিলটা ঝেড়েছি—জোবে জোলার সাকরেৎ মনে থাকে যেন, হাঁ!"

"ভয় তুই আমায় কি দেখাচ্ছিস্ রে মিতে, ইদ্ পরবের দু'দিন আগে নিকিরীপাড়ার হাঙ্গামে, মনে আছে তো অমন কত ঘুণধরা লাঠী এই পিঠে—পায়ের গোছে প'ড়ে একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে গেছে ?"

ব'লে ইচ্ছে ক'রেই অনাথ সাম্‌নের ফালি দাওয়াটুকুর উপর পা-ঝুলিয়ে ব'সে পড়লো। এইবার দলবলেরা তার ট্যাঁকে, গামছার খুঁটে কোন বিশেষ পদার্থের সন্ধানে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে একটুকু না ন'ড়ে চোড়ে সহজভাবে ব'লে গেল,—"এই বদ্

নেশাটা যে করে লক্ষ্মী-ছাড়া সে তো হয়ই, এ তো জানা আছে; এই এক পয়সার নেশাটুকুর তরে একজন দিন-রাতিই ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে ক'রে ফির্‌ছে, আমি ত কোন্ ছার—তুমি কি মনে কর মিতে অন্নপূর্ণা যার ঘরণী সে এই ঝুলিটা ভর্ত্তি ক'ত্তে চায় অন্নে? না গো না কখ্‌খোনো না—গাঁজা—গাঁজা—গাঁজা, এইটেরই যে তার অভাব আছে!"

বেচারাম একজনকে কি একটু ইঙ্গিত ক'রে ব'লে ব'সলো,—"আজ এত খেদটা হ'চ্ছে কিসের? ঠিক হ'য়েছে—রোগের মত ওষুধ হ'য়েছে—কেমন, আজ সব খুইয়েছো তো? সে আমি আগে থেকেই জানি—এখনও লোকসান তোমার বরাতে ঢের আছে!"

"ঐ তুচ্ছ লোকসানটার জন্যে কি অনাথ এতটা মুস্‌ড়ে প'ড়েছে রে মিতে—লোকসান যে তার আজ খুব হ'য়ে গেছে! এ লোক্‌সান কি সে আর এ জন্মে সেরে তুল্‌তে পার্‌বে!"

বেইমান।

বন্ধুকে কাতর দেখে যে বান্ধব সে বড় কাতর হ'য়ে প'ড়্লো; বিহ্বল হ'য়ে প'ড়্লো। মিতের গলা জড়িয়ে ধ'রে বেচারাম সাহস্ দিয়ে ব'ল্লে "ভয় কিরে তোর মিতে, বেচারামের হাতে নগৎ কিছু না থাক্লেও পাঁচখানা তার টানা জাল, সাতটা তার জমা পুকুর, রুই কাত্লাগুলো হাতের চেটো ডিঙ্গে গেছে, নতুন জল প'ড়লে—না থাক্, আস্ছে হাটে বিক্রী ক'রে তোর—"

এমন সময়ে সৈরভী জেলেনী ছেলেকে ডাক্তে এলো।

"—এই যে মা—শুনেছো তো মা মিতের ব্যবসার যা-কিছু আজ আশুথতলার ঘাটে লুট হ'য়ে গেছে?—"

মা প্রথমে একটু হাউ চাউ ক'রে মাথায় হাত দিয়ে তাদেরই পাশে ব'সে প'ড়্লো।

বেচারাম এবার জোর পেয়ে মাকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লে "ও তো তোমার বেচুর চেয়ে কিছু কম নয় মা —ওর ডান হাতটা যে আজ বন্ধ হ'য়ে গেল, তার

উপায় তুমি কি ক'চ্ছো? তার উপর একলা নয় একজন—"

সৈরভী রেগে তাকে কথাটা শেষ ক'র্ত্তে না দিয়েই ব'লে উঠ্লো "সেই একজনই তো ওর কাল—কোন্ ছলে কোন্ মায়াবী এসে ঘরে ঢোকে তা কি বলা যায়—ওর মায়া কান্নায় ভুলো না, যদি নিজের ভালো চাও ঐটিকে আস্তে আস্তে বিদেয় কর বাপু!"

অনাথ কেমনতর অন্যমনস্ক হ'য়ে উত্তর দিলে "বিদেয় তো ক'রে দিয়েছিলুম মা, আবার যখন এসে জুটেছে তখন নিজে বিদেয় না নিয়ে ওকে আর বিদেয় করা চ'ল্‌বে না!"

"এইবার সবাই হবে তোমার বৈরী; হারু ঠাকুর কথক; সেদিন পালা গাইলে যে, একজন ওমনিতর মায়াবীকে নিয়ে পাণ্ডবদের আশ্রয় নেয়, তাই নিয়ে পাণ্ডবের সখা কেষ্টোর সঙ্গেও—"

বেচারাম হো হো ক'রে হেসে উঠ্লো, বাধা দিয়ে ব'ল্লে "তাতে আর ভয় কি মা, সেদিন যদি

বেইমান।

আসে সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে তুমি তোমার ছেলেদের রক্ষে ক'ত্তে মাঝখানে এসে দাঁড়াবে !"

সৈরভী এ কথাটার পর আর অনেকক্ষণ কোন কথাই কইলে না। সবাই চুপ। কেবল অনাথ ভাব্‌তে লাগ্‌লো কোন্‌খানে তার ভুল, কোন্‌খানে তার দেবতাদের অভিশাপকে আশ্রয় দেওয়া আর কোন্‌খানেই বা আশ্রিতকে রক্ষে ক'ত্তে গিয়ে সকলের উপরে যিনি তার বিপক্ষে অস্ত্র-ধরা ! এর মীমাংসা তো তার কাছে এলোই না, বরং পাখা নেড়ে দূর আকাশ দিয়ে যেতে যেতে ব'লে গেল 'এইটুকু তোর জীবন থেকে তাড়িয়ে দিলে তোতে থাকে কি ? —ছাই—ভস্ম ! কেবল এপাড় ওপাড় জুড়ে ধূ-ধূ করা বালি-ভরা মাঠ ! তোর মধ্যে যা কিছু মানুষের-মত—নেবার-মত তা তো তর্‌ তর্‌ ক'রে ঐ সাগরটুকু ছোঁবার তরেই পাগল হ'য়ে ছুটে চ'লেছে ! ঐ পাগ্‌লামিটা বন্ধ ক'রিস্‌ নে রে হতভাগা তাহ'লে তোর জীবনের ঘড়ি একেবারেই বেকল হ'য়ে বন্ধ হ'য়ে যাবে !' অনাথ একবার চম্‌কে উঠ্‌লো, সেই

তিখিন্ রোদের আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে না আছে পাখী—না আছে বাণী। কেবল তার মনটা গুমরে উঠ্‌লো—'ওরে মায়া-রাক্ষুসি! এ আবার তুই কি লোভ আমায় দেখিয়ে গেলি—ঘুমেভরা ঘুমন্তকে এ আবার কি জাগ্রত দেখালি!—সরিয়ে নেরে তোর ঐ আকার-দেওয়া ইঙ্গিত যতক্ষণ আমার চোখের সাম্‌নে থাক্‌বে ততক্ষণ আমি উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌বো—ছুট্‌বো—জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌বো!"

ঠিক এই স্বপ্ন-দেখার সময়টায় বেচারাম এসে তার হাতটা ধ'রে টান্‌লে; ব'ল্লে "ভেবে কি হবে মিতে, চল দুটি খেয়ে আসি—মায়ের ডাইনে বাঁয়ে দুটোদিকে আজ দুজন জুড়ে ব'স্‌বো, দেখি সে ক'-হাত খুলে কত-ক'টা অন্ন নিয়ে আমাদের এই কতক-কালের অনাহারকে মিটোয়!"

হনুমানের গল্পটা যদিও বেচারামের মনে আসে নি তবুও এই রকম ধরণের কথাগুলো বলা অভ্যেস ছিল অনাথের। সে যা বল্‌তো তাতে মিষ্টি থাক্‌তো—চিন্তা থাক্‌তো—সবার উপরে—থাক্‌তো একটা খর-

বেইমান।

টান। তার কাছে থেকে থেকে ঐ রকম ব্যঞ্জনা দিয়ে কথা কইবার একটু আধ্টুকু ক্ষমতা জন্মেছিল বেচারামেরও। কিম্বা এ ক্ষমতা নয় একেবারে নকল—বুলি মুখস্থ করা—শোনা কথা শেখা।

অনাথ মনে মনে একটু হাস্লে তার পর মিতের কাঁধে হাত দিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষে ক'ত্তে চল্লো। আর সেই দলবলেরা হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো। বেচারাম সেদিকে লক্ষ্য ক'রে টিট্‌কিরী দিয়ে ব'ল্লে "চেয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? সাহস আছে কার, যার সঙ্গে এক কল্কেয় গাঁজা খাস্, তার সঙ্গে একপাতে ব'সে ভাত খেতে? যার ছিল সে এসেছে, বাকি কারো থাকে আয়!"

বন্ধুর দল হেসে ভঙ্গী ক'রে যদিও কথাটা উড়িয়ে দিলে তবু একটা খোঁচার ঘা তাদের সইতে হ'লো।

সাপ-সিন্দুক থেকে কাঞ্চনথালা বের ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে সৈরভী অনাথের সাম্নে ভাত ধ'রে দিলে। পাশে একটা ভাঙা মেটে পাথরের খোরাতে বেচারামের ভাত ছিল—ডাল ছিল—চুঁণো-

পুঁটির অম্বল ছিল। অনাথ দু-এক গ্রাস্ মুখে তুল্‌তে তুল্‌তে হেসে বল্লে "পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে যে রাজার বেটা আজ তোমার বাড়ীতে খেতে এসেছে তার পাশে এই তল্পীদারটাকে ব'সিয়ে দেওয়া কি ন্যায্য হ'য়েছে মা ?—"

তারপর একটু রেগে ব'লে ব'স্‌লো "—এমন ক'রে যদি দুই দুই ভাব তাহ'লে আর আস্‌বো না তা ব'লে দিচ্ছি মা পষ্ট !—"

মাছের কাঁটা বাছ্‌তে বাছ্‌তে বেচারাম উত্তর কর্‌লে, "মায়ের ঐ একচোখোমী, একজনের উপরে টান বরাবরি আমি দেখে আস্‌ছি, আর সামাই করা যায় না ; আমার কি না ভাঙা খোরায় ভাত, —আমি কি না তল্পীদার—মুটে !"

ব'লে এমন জোরে নিজের খোরাটা সরিয়ে দিলে যে, সেটা গিয়ে অনাথের থালায় গায়ে ঠেক্‌লো। অনাথ ওমনি হাস্‌তে হাস্‌তে তা থেকে যা ভাল পেলে নিজের মুখে তুলে দিলে। তারপর ঝটাপটি কাড়াকাড়ি। ঠিক এই সময় ক্ষ্যান্তি এসে ডাক্‌লে

বেইমান।

"সৈরভী-পিসী কি হ'চ্ছে গো?—" তার পর দাওয়ার দিকে নজর ক'রে এই কথা ব'লে চলে গেল "থাওয়া দাওয়া হচ্ছে বুঝি—তবে এখন আসি!"

অনাথ হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল। কেন যে নিজেও বুঝ্‌লে না, মনকেও কৈফেয়ৎ দিতে পার্‌লে না। এই থাওয়ার মুহূর্ত্ত-ক'টী সব থেকে দূরে এনে তাকে এত তৃপ্তি দিচ্ছিলো,—এত স্নিগ্ধ ক'রছিলো যে, তার বুকটা যেন হাওয়ার মুখে ধর্‌লে হাল্কা শোলার মত উড়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ আবার তা তিন মণ ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো। সেই একজনের মুখখানা—এক পোড়াকপালীর মুখখানা—তার অদৃষ্টটা অ-দৃষ্টের মতন তার আসে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সে তাকে না পারে ছুঁতে, না ধ'রে ফির্‌তে। বুড়ী তার চোখ টিপে ধ'রে আর কুক্‌ দিয়ে সে পালায়। খুলে দিলে সে দেখে সুরের রেস কাণটায় লেগে আছে বটে, তবে যার স্বর তাকে না যায় দেখা, না পাওয়া যায় খুঁজে। মাঝে মাঝে লোভ দেখাতে সে ঝোঁপের আড়াল থেকে

বার হ'য়ে তাকে ধরা দ'বো ব'লে পিছু পিছু ছোটায় ; সে ছুটে ছুটে কাহিল হ'য়ে পড়ে,আর ভেব্বী-দার বুড়ী ছুঁয়ে দেয়। সে আবার চোর হয়। এই চোর-চোর খেলায় চিরকালই তার চোর হওয়া ঘুচ্‌লো না। সে এবার মনে কর্‌লে মার্‌তে হবে ঐ বুড়ীটাকে, সে যদি না থাকে তাহ'লে ওর তো ছোঁবার কিছু থাক্‌বে না। তাই ঠিক হ'লো। সে ব'ল্‌লে—'ওরে ন্যায়-বিচার-কর্‌নেওয়ালা বুড়ী এই দিলুম তোর টুঁটী টিপে, এখন ন্যায়ে হক্ অন্যায়ে হ'ক্ ওকে ছোঁয়া চাই।' তবে বুড়ী মার্‌তেই খেলাও ভেঙে গেল ; কে কাকে ছোঁয়—কে চোর হয় ?—

"কি রে তোর মুখে যে আর ভাত উঠ্‌ছে না ?"

"ওঠে যদি তাড়ি খাওয়াস্।"

এটা যে কি রকম উত্তর হ'লো অনাথ তা নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

বেচারাম লাফিয়ে উঠ্‌লো ; ব'ল্‌লে "পিপাসা মিট্‌ছে না বুঝি ?—তবে আগে কোন্ বল্‌লি—ভাত খেয়ে—জানি তোমার ছোঁক্-ছোঁকে স্বভাব—আচ্ছা খেয়ে নাও, দেখা যাচ্ছে পরে।"

(৯)

বেলার শেষে তাড়ি খেয়ে অনাথ এত বেহুঁস হ'য়ে প'ড়লো যে, সে রাত্তির তাকে আর বাড়ী ফিরে যেতে হ'লো না। সৈরভী দাওয়ায় শীতল-পাটী পেতে দিলে আর সঙ্গীদের পাঁচজন তাকে পাঁচু সেখের তাড়িখানা থেকে ধ'রে নিয়ে এসে শুইয়ে গেল। নেশার ঝোঁক দেখে তার ভিতরের মধ্যে যে মাতাল ছিল সে বেরিয়ে এলো। নেশা ক'রে যে মাতাল সে মাতালও কিন্তু ঐ বুকের মাতালটাকে মাতাল ক'ত্তে পারে না। সে বরঞ্চ ওর ঘাড়ে ভর ক'রে নিজের রূপে এমনি সহজ বাস্তবিক হ'য়ে বেরোয় যে, রংয়ের-মুখ ছাড়া শাদামুখে তা কখ্‌খোনো সম্ভব নয়। অনাথের এই মাতলামোর মধ্যে ছিল তার মাতাল মনের পরিচয়; সে দিন রাত টল্‌ছে, মদ খেয়েও টল্‌ছে না খেয়েও টল্‌ছে। মানুষ মাতাল হবার লোভে তো মদ খায় না, মদ খায় সে শুধু মদের লোভে। কাজেই যে উগ্র মদটা

সে ছেলেবেলা থেকে আস্বাদ ক'রে এসেছে, যে তাকে কেবলি রংয়ে ঘ্রাণে টেনেছে, এখন মাতাল হবার নেশা তার কেটে গেলেও মদের লোভ তো কাটে নি; তাহ'লে কি মদ-উড়ে-যাওয়া খালি বোতলটা আজও তার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে!

ভোরের দিকে পাখীর কিচির মিচিরে অনাথের নেশার ঝোঁক কেটে গেল। সে চেয়ে দেখ্‌লে আজ যেখানে শুয়ে আছে সেখানটা তো তার চেনা শোবার জায়গা নয়; তার পায়ের তলায় ব'সে তামাক খাচ্ছিলো বেচারাম, তাকে দেখে তবে তার সব মনে হ'য়ে গেল। যেই মনে হওয়া ওমনি একটা কাঁপুনি তার সারা দেহটাকে কাঁপিয়ে দিতে লাগ্‌লো। সে একবার হুঁকোটা মুখে দিয়ে দৌড়ের ধারা ধ'রে চ'ল্লো।

অনাথ যখন বাড়ীর উঠোনে এসে পা দিলে তখনও দক্ষিণ ধারের সাম্‌নের ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। একবার সে মনে ক'র্লে ডাকে। কিন্তু আজ সে ডাকে কোন্ সাহসে কোন্ অধিকারে?

বেইমান।

তার অপরাধটা এত বড় হ'য়ে চোখের সোজা ঝক্ ঝক্ ক'চ্ছে যে, ঐ ঘরটার মধ্যে যে শুয়ে আছে তার উপর কোন রকমের দাবী করা আজ আর ওর চলে না। ওঃ! সকালবেলায় তার সেই বিপদটাতে সে শুধু জানিয়ে গেছে ব্যথা, এখন অনাথের এই ব্যথা-জানানটা যে কিছুই নয় একি আর তার কাছে ধরা প'ড়্তে বাকি আছে? তার উপর ঐ নিঃসঙ্গী মেয়েটাকে সারারাত্তির অন্ধকারে এই জঙ্গলের মধ্যে একলা ছেড়ে রেখে চ'লে যাওয়ায় তার কি কৈফেত দেবার আর কোন পথ খোলা আছে? এ সব কথা যতই মনে করা যায় ততই কাপুরুষ ক'রে তোলে। তাই সে মনটাকে জোর দিয়ে ব'লে 'ক'রেছি বা কি? ক'রেই যদি থাকি'—তারপর গায়ের চাদরটা দাওয়ায় বিছিয়ে চুপ্টী মেরে শুয়ে প'ড়লো। এবার বাইরের শিকলটা ন'ড়ে উঠ্লো, ভিতরে খুট ক'রে আওয়াজ হ'লো। এইবার একজন বেরিয়ে আস্বে বটে তবে তার আগেই আবার খুট ক'রে আওয়াজ হ'লো; এবার দরজা খুল্বার নয় বন্ধ হবার। বন্ধ

হ'লো কে ?—সে নিজে। বাইরে এলো কে ?—ভিতরে ছিল যে। সে ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে প'ড়ে রইলো।

অনাথ তো প'ড়ে রইলো কিন্তু তার কাণটা রইলো জেগে। সেটা শুন্‌তে পেলে দুখানা পায়ের নয় চারখানা পায়ের চলাফেরা, দুটো ঠোঁটের নয়, চার্‌টে ঠোঁটের নড়াচড়া। ফিস্‌ফিস্—ফিস্‌ফিস্—ফিস্‌ফিস্। তার চম্‌ক গেল ভেঙ্গে, লজ্জা ভয় গেল দূরে স'রে, চোখ খুল্‌তেই দেখ্‌তে পেলে একজন পালিয়ে যাচ্ছে খুব সন্তর্পণে আস্তে তারই পায়ের তলা দিয়ে। সে হাঁক মেরে দিলে,—"কে যায় হোতা দিয়ে ?" যে যায় সে অপরাধী, ফিরে চাইতে গিয়ে আপনাকে দিলে চেনা। এইবার যেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে তার চুলের মুঠি গেল ধ'ত্তে অমনি পিছন থেকে একজন খাঁড়া তুলে কড়া সুরে ব'লে দিলে,—"খবরদার ওর গায়ে হাত তুলো না বল্‌ছি—ও ছিল তাই রক্ষে !—"

সে হাত তো গুটিয়ে আন্‌লেই তবে মনটাও এই সঙ্গে তার গেল গুটিয়ে ; সে ভয়ে ভয়ে শুধু

বেইমান।

জিজ্ঞাসা ক'ল্লে,—"আমার মুখটা পুড়িয়ে দিবারই কি তোমার ইচ্ছে দিদি ?"

চৌকাট গোড়ায় দাঁড়িয়ে ঝাঁপি রাগে ফুল্‌ছিলো, উত্তর ক'র্‌লে,—"যার মুখে আগুন ধরে তারই মুখ পোড়ে ; অপরের মুখে আগুনের আঁচও লাগে না !"

"এই কথাটা তুই ব'ল্‌তে পাল্লি রে ঝাঁপি ?"

"কেন ? আমার ওপর কারো তো কিছু জোর নেই—"

"দিদি—"

সেই ডাকটা কাণে না তুলেই ঝাঁপি বেশ স্পষ্ট ক'রে জোর দিয়ে যেমন ব'ল্‌ছিল তেমন ব'ল্‌তে লাগ্‌লো,—"বুঝি, মানুষ যা ক'রে তাতে একটা লোভ থাকে—বিনা লোভে কেউ কিছু করে না—"

অনাথ এইবার রেগে উঠ্‌লো জিজ্ঞাসা ক'ল্লে,—"ওরে হাড়-বেইমান ! শ্বশুর বাড়ী থেকে তোকে যখন তাড়িয়ে দেয় তখন কি লোভে অনাথ—"

"লোভ ছিল না তো কি ওম্‌নি—খুব লোভ—চিরকালের লোভ !"

অনাথের গায়ের প্রত্যেক লোমগাছটী খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো; সে আবার নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়লো, স্বর মন্থর হ'য়ে গেল; জিজ্ঞাসা ক'ল্লে,—"আর অন্ধকারে রাখিস্ নারে দিদি, বল্ মুখ্যু অনাথের সে লোভটা কি ?"

অনাথের মুখ দেখে ঝাঁপির সাহস গেল বেড়ে। ধারণা এইবার নিশ্চয় হ'য়ে তার মনের মধ্যে মৌরসী-পাট্টা নিয়ে ব'স্‌লো। সে একেবারে সমস্ত সঙ্কোচ—সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দিয়ে উত্তর ক'রলে,—"এই আমার ওপর লোভ—এই লোভটার জন্যে সেই আট বছর বয়েস থেকে আমায় কি ঘুসই না তুমি দিয়ে আস্‌ছো—"

সহসা সমস্ত আকাশটা যেন অনাথের মাথার উপর ভেঙ্গে প'ড়ে গেল,—কি যেন ছুঁইয়ে দেওয়ায় তার সমস্ত দেহটা আসাড় হ'য়ে প'ড়লো; এরপর আরও যে কি শুন্‌তে হবে এই ভয়ে সে নিজের মুখটা হাঁটু দুটোর মধ্যে গুঁজে দিলে।

"—সাত-পাকে যাকে বন্দী ক'রে নিয়ে এলে

বেইমান।

তাকে একটা মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে তাড়ালে, সে হ'লো পর—পরের উপর কিসের জন্যে এত দরদ তাকি আর বুঝি না—ভাগ্যে ক্ষ্যান্ত দিদি ছিল তাই রক্ষে, নইলে কি জিনিষই না আমায় হারাতে হতো!"

অনাথ অপমানে মাথা হেঁট ক'রে ছিল, বুকখানা দুরু দুরু ক'রে কাঁপ্‌ছিল। সে খানিকটা পরে ব্যথার স্বরে বিনয় ক'রে ব'ল্লে,—"দিদি এই ধরণের কথাগুলো বলিস্ নে রে, আমি মনের কাছেও তেমন কোন অন্যায় ক'রি নি! বিশ্বাস না হয় ত্থাথ রে দিদি তোর আঁচলেই তো চাবি, ঐ ষ্টীলের পোর্টম্যানটায় একটা হলদে রংয়ের কাগজ আছে—হরে' খুড়ো কি তাতে লিখে গেছে ত্থাথ্—ওটা কি জানিস্ দিদি, কোন একটা দিনে এই হতভাগার ঠিকে কিছু টাকা খুড়ো কর্জ্জ ব'[illegible] নেয় আর ঐ কাগজটায় তমসুক লিখে দেয়।—হরে' খুড়ো পাগলামি ক'রে যে জিনিষ আমার কাছে বন্ধক দিয়েছিল, তার বারোটা বছর আজ কেটে গেলেও আমি আমার মিয়াদী স্বত্ব সহজে ত্যাগ ক'ত্তে পাচ্ছি

না রে দিদি, সেই জন্তে আমায় অমন ক'রে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবি রে ?"

মুখের কথা ফুরোবার আগেই ঝাঁপি সেই কাগজখানা নিয়ে এসে প'ড়ে নিলে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আরো বেশী রেগে সে আগুণ হ'য়ে ব'ল্লে "টাকার জন্তে মেয়ে বন্ধক যে দেয় সে বাপ নয় রাক্ষস আর যে নেয়—"

থাম্ রে দিদি ওটা বন্ধকী জিনিষ ব'লে ধরিস্ নি, এও কি কখন হয়—এই অসবস্তটার উপরেই যে তোর বাপ মায়ের দারুন ইচ্ছে ছিল তাই সখ ক'রে আনন্দ ক'রে ওটা লেখা রে!—তবে—তবে—তুই আমার দিদি ভিন্ন অপর কিছু ন'স্ রে দিদি!"

অনাথের দু-চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটা মাটীর উপর প'ড়্তে লাগ্লো। সে উচ্ছ্বাসের মুখে আরো ব'ল্তে লাগ্লো "—তুই আমার দিদি আজও আছিস্—সেই অভিসম্পাত্টা তো ফলে নি রে! —তোর মামা তোরই মত মনে ক'রেছিলো ঝাঁপি

বেইমান।

এই লোভী মানুষটা বুঝি ঐ কাগজখানার জোরে তোকে ছিনিয়ে নিলেও নিতে পারে, তাই বার বচ্ছর তোর এ মুখো হবার উপায় ছিল না; আজ তামাদী হ'য়েছে তাই এসেছিস্ রে! তবে নিশ্চয় জেনে রাখ্ ঝাঁপি, ঐ কাগজটার ছেলেখেলার কথা ভুলে যা—যদি সত্যিই তেমন কিছু ক্ষমতা আমার দেওয়া থাক্‌তো তাহ'লেও রে দিদি অনা তোর অসম্মান কোন একদিন এতটুকু ক'ত্তো না!"

ঝাঁপি আবার গিয়ে বিছনার উপর শুয়ে প'ড়্‌লো; বল্লে "কাল আমার অমন সর্ব্বনাশটার দিনে তোমার কি আমোদই না বেড়ে গেল—তাহ'লেই বোঝা যায় আমার যাতে সর্ব্বনাশ তোমায় তাতে লাভ!"

"তা ব'ল্‌বি বই কি দিদি! কাল যদি ঐ আমোদটুকু মিতে আমায় না দিতো তাহ'লে দেখ্‌তিস্ এই হতভাগাটা দম্ ফেটে মরে গেছে—ওরে ঝাঁপি তোর ক্ষতি যে আমার কতখানি ক্ষতি তা যদি—না থাক্—"

অনাথ বুঝিয়ে দিতে চায় তার বুকখানা চিরে —বুকের কথাটুকু উপ্‌ড়ে এনে ওর সাম্‌নে ধ'রে। কিন্তু সে কোন মতে বুঝ্‌তে চায় না—মান্‌তে চায় না। কাজেই তাকে এই ভাবনাটুকু পলে পলে নিরাশ ক'রে তোলে, আকুল ক'রে তোলে। সে ছট্‌ফট্‌ ক'ত্তে থাকে কিন্তু বুকের ভাষা মুখের ভাষায় আমল দেয় না, কাজেই কি ক'রে সে বোঝায়? অনেকক্ষণ পরে সে একবার ডাক্‌লে "দিদি—"

"কি?"

"অনা কাল যা ক'রেছে তার জন্তে সে ঘাট মান্‌ছে—তুই একবার চেয়ে ত্থাখ দিদি সে আড়াই হাত মাপা নাকৎৎ দিচ্ছে—"

"স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌তে গেলে তোমার ঘরে আমার আর থাকা চ'ল্‌বে না—"

"কেন রে দিদি?"

"পুরুষমানুষের বাড়ীতে এই জাতটার থাকাটা লোকের চোখে কেমনধারা দেখায়?"

"এই জাতেরই মধ্যে মা বোন আছে রে দিদি!"

বেইমান।

"থাকে থাক্। তবে যে এমন ক'রে একজনকে এই জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে—"

"তার জন্যে এই তো আগে ঘাট মান্‌লুম্ রে দিদি—ফের নয় আর একবার নাকৃখত্ দিচ্ছি!"

অনাথের সেই দুর্গতিটা কেউ একবার ফিরেও দেখ্‌লে না। কেবল বিছানার উপর থেকে উত্তর এলো "তুমি যাই কর শ্বশুরবাড়ী থেকে বউকে না নিয়ে এলে আমি আর একতিলও এ ভিটেতে থাকৃতে পার্‌বো না তা ব'লে দিচ্ছি, তার উপর যে বাগ্দীর হাতে খায়—সত্যি কি মিথ্যে জিজ্ঞেস্ ক'চ্ছি?"

অনাথের মলিন মুখে একটু হাসি এলো; বল্লে, "কার মুখে শুন্‌লি রে দিদি?"

"যে কাল রাত্রে আমার পাশে শুয়ে—"

"ওঃ বুঝেছি রে দিদি ক্ষ্যান্তি—সে এ কথাটা মিথ্যে ব'লে নি, এর জন্যে কি আমার ক'ত্তে হবে বল্?"

ঝাঁপি বিদ্যুতের মত উঠে তখুনি রান্নাঘর থেকে

হাঁড়ী কলসী যা কিছু ছিল ছুঁড়ে উঠুনের মাঝখানে ফেলে দিলে। অনাথ অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলো; কেবল ব'ল্‌তে লাগ্‌লো "থাম্ রে দিদি থাম্—এই নির্ব্বোধটা যা ক'রেছে তার জন্যে সে আপনার গালে আপনি চড়াচ্ছে—যা ক'রেছি তা যদি তোর কাছে গর্হিত ব'লে মনে হয় কালই চন্দ্রায়ন প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো!—যাকে একটুখানিও আপনার ব'লে মনে করি দিদি তার সঙ্গে আমি কখন জাতের—কিছুর বিচার ক'ত্তে পারি না রে!"

"আমি কিছু শুন্‌তে চাই না, হয় তুমি এ ঘর থেকে বেরোও না হ'লে আমি—"

"না রে দিদি তোর ঘর ছেড়ে তুই কেন যাবি—আমিই যখন অন্যায় ক'রেছি তখন আমিই ন'ড়ে যাই!"

ব'লে অনাথ খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। একেবারে চোখের আড়াল হবার আগে সে একবার ঘুরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "কাল সেই কোন্ সকালা পেটে একমুঠো প'ড়েছিলো—

বেইমান।

সারারাতের খিদেয় নাড়ী চন্‌চন্‌ ক'র্‌ছে, তার উপর এখুনি যদি তাড়িয়ে দাও দিদি, তাহ'লে সেই শাসনে এই অস্থিমাংসের দেহটুকু টিক্‌বে কতক্ষণ? তাই ব'ল্‌ছিলুম্‌ একমুটো—কেবল একটা মুটো দিদি তোর হাতের গরম ভাত দিয়ে এই হতভাগাটাকে তাড়িয়ে দিলে হ'তো না?"

"খিদে আবার কিসের? কাল্‌কে তো খাওয়া হ'য়েছে অনেকবার—অনেক রকমের—অনেক লোকের হাতে—"

অনাথের সত্যিকার নাড়ী ন'ড়ে উঠ্‌লো; সে জবাব দিলে "কারোর হাতে খেয়ে আমার খিদে যায় না রে দিদি!"

ঝাঁপির বুকখানা দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠ্‌লো। সে সেই আলোতে দেখ্‌তে পেলে অনাথের বুকের কোন্‌খানটায় কি দ্রব্য আছে। একটা ঢেউ উঠে তার বুকটাও উছলে দিতে চাইছিলো, সে একটা থাব্‌ড়ায় তাকে ভেঙে চূর ক'রে দিলে; মুখটায় কড়া হ'য়ে ব'ল্লে "না—না—ও সব কিছু শুনতে আমি

পার্‌বো না—আমি একেবারে কসাই—তুমি এখুনি বেরুবে কি না বল, না হ'লে আমাকেই বেরিয়ে যেতে হয়—

কোন উত্তর না ক'রে অনাথ মড়ার মত চ'লে গেল। তবে তার অনাহারটা জ্যান্তো বলবান হ'য়ে ঝাঁপির আসে পাশে ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। সে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ব'লোদিলে "—যদি ফের বাড়ী ঢুক্‌তে চাও তাহ'লে সেই অভাগিনীকে সঙ্গে ক'রে আনা চাই—সকাল সকাল বেরুচ্ছো সন্ধ্যের আগে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফির্‌তে হবে হাঁ—আমি ভাল ক'রে রেঁধে—"

গলার এ কথাটা আর ঝাঁপি শুনিয়ে দিতে পাল্লে না; তার আগেই তার স্বর গেল কেঁপে, চোখ এলো মেঘ্‌লা ক'রে।

(১০)

ঝাঁপি অনাথকে বিদায় ক'রে দিয়ে ফির্‌তেই দেখ্‌তে পেলে এক হাঁড়ী ভাত সমস্ত উঠোনটায়

শ্বেত করবীর পাপ্‌ড়ীর মত ফুটে রয়েছে। সেই এক একটী অপমানী ভাতের দানা যেন তার দিকে আগুনের গোলার মত চেয়ে আছে; সরোষে ব'লছে "ওরে অহঙ্কারি! কাল সন্ধ্যেবেলাটা থেকে কি যন্ত্রণাটাই না তুই আমায় দিচ্ছিস্—তোর মধ্যে যে ক্ষুধা-নারায়ণ আছেন তিনি সমস্ত রাতটা আমার দিকে কি কাতরেই না চেয়েছিলেন!—ওরে নিষ্ঠুর! কেবল তোর শাসনেই আমি তাঁর সেবায় আস্‌তে পারিনি! তুই তো একলা উপবাস করলি একটা তুচ্ছ মানুষের ছলে কিন্তু তোর মধ্যে যারা তোর হাতে খায়, তারা তো অনাহারী রইলো কেবল তোকে অভিশাপ দিয়ে! এর ফলটা—" সে আর শুনতে পাল্লে না—ভাবতে পাল্লে না—ছল্ ছল চোখে মনের কাছে ব'ল্লে "আমায় দোষ দিচ্ছো দাও, কিন্তু সে এসে ঐ ভাতগুলোর একটী দানাও না মুখে দিলে আমি কেমন ক'রে খাই—তার নামেই যে রাঁধি, সে না খেলে কি খাওয়া যায়? তবে—" সে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'ল্লে সেই মানুষটা

একমুঠো ভাত এই সকালে কাতর হ'য়ে চেয়ে না পেয়ে সমস্ত দিনের তরে বেরিয়ে গেলেও আজ এখুনি সে হাঁড়ী চড়াবে। কেন চড়াবে না, কে কার জন্যে শুকিয়ে থাকে? কাল সে যে দাঁতে কুটো কাটলে না তার জন্যে কি আর একজনের মুখে কিছু রোচে নি? এ বোকামি আজ পর্য্যন্ত কেবল সেই ক'রে এসেছে—এই ছোট ছোট বৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে তারা যেন আজ তাকে একেবারে পেয়ে ব'সেছে—এই নরম হওয়া আর তার চ'ল্‌বে না,—তাকে হ'তে হবে লোহার চেয়েও শক্ত—কড়া। এই রকম কত কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে সকালবেলার পাট ঝাঁট সেরে সে পুকুর থেকে একটা ডুব দিয়ে এসে চুলোয় আগুন দিলে। আজ তার রান্নায় প'ড়ে গেল ঘটা, কারো মুখ চেয়ে সে আজ একটাও 'জিয়োনা' মাছ, কি দু'-একটা আলু পটল ফেলে রেখে দিলে না। প্রথম দফায় কড়া হওয়াটা সে এম্‌নি ক'রেই সার্‌তে লাগলো। ভাত চড়ে গেছে, সে বাঁশের চোঁয়া দিয়ে উনুনে

বেইমান।

ফুঁক দিচ্ছে, এমন সময় ক্যান্তি একবার চারদিক্ চেয়ে চোরের মত উঠনে এসে দাঁড়াল। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঝাঁপি সাড়া নিলে "কে রে ?"

"আমি ক্যান্ত।"

"কেন রে ?"

ক্যান্ত তখন আস্তে আস্তে ঝাঁপির কাছে গিয়ে তার কানে কানে কি ব'ল্লে, শুনে ঝাঁপি লাফিয়ে উঠ্‌লো জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "কোথায় রে ?"

ক্যান্ত খুসী হ'য়ে বেশ গুছিয়ে ব'লতে লাগ্‌লো "এখানে তো বড় আসেন না, সদর কাছারীতে বছরান্তে একবার পায়ের ধূলো পড়ে—তখনি প্রজারা যার যেমন যোগ্যতা রাজার মান্য রেখে আসে। আহা কি চেহারা—কি ঐশ্বর্য্য! রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তুই একবার ত্যাখ নারে ঝাঁপি ঐ যে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে!"

এই রাজার বেটার গল্প সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে ক্যান্তি ঝাঁপির কাছে অনেকবার ব'লেছে। তার উপর উনি যে ক্যান্তমণিকে বিশেষ

অনুগ্রহ করেন একথাও ঝাঁপির কাছে লুকানো নেই। ক্ষ্যান্তর আগ্রহে ঝাঁপিকে একবার উঠে দেখতেই হ'লো ঐ গল্পর মানুষটাকে। ক্ষ্যান্ত তাকে ধরে সদরের সামনে দাঁড় করাতেই একটা জোর-চাবুকের ঘোড়া উত্তর দিক থেকে আস্তে আস্তে তাদের কাছ বরাবর এসে যেন একেবারে থেমে গেল। আর তার সওয়ারটী নির্লজ্জর মত তার দিকে চেয়ে রইলো। সে মুখে আঁচল ঢাকা দিয়ে দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

খানিক পরে ক্ষ্যান্ত এসে আবার দেখা দিলে। তার মুখে যেন হাসির জোয়ার বইতে লাগ্‌লো। এত হাসি আর কখন ঝাঁপি তার মুখে দেখেনি। ক্ষ্যান্ত মনে করেছিল এই হাসির কারণটা তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে ঝাঁপি, তখন সে যা হয়েছে তার উপর আর এক পোঁচ্‌ ঘোরালো রংয়ের তুলি বুলিয়ে তার সাম্‌নে ধ'র্‌বে; দেখবে এই ব্যাপারটা তাকে আর কতটা নড়িয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু আজ আর তেমন ধরনের কিছু হবার সম্ভাবনা নেই

দেখে সে নিজেই হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো "পুরুষ-মানুষ যেমন হ'ক এই হতভাগার জাতের উপর নজর তাদের যেন দিতেই হবে—ওঃ! ওঁর কিসের অভাব! ঘরে লক্ষ্মী সরস্বতী—তবু—তবু দেখ্‌লি তো রে বোন তোর দিকে কেমন ক'রে চেয়েছিল—"

ঝাঁপি হুঁ-বিসর্জ্জন কিছু ক'রলে না। ক্ষ্যান্ত বুঝ্‌লে যে কুহক সে এই গরীবের মেয়েটার চোখে লাগিয়ে দিয়েছে তা কাটিয়ে ওঠা শক্ত। সে তার যাদুর ঝুলি ঝেড়ে আরও অনেক পুরোণো মন্ত্র আওড়াতে লাগলো—"যারা বোঝে না তুই কতবড় বস্তু—কি যত্নের জিনিষ—কত লোক তপস্যা করে তোকে পাবার জন্যে—তাদের কাছে—"

কাঁচা বাঁশের ধুঁয়াতে ঝাঁপির দু-চোখ ভ'রে জল আস্‌ছিল। এই জল আসাটা যারা কুহকী তাদের কাছে সুলক্ষণ ব'লে ধরা। তারপর 'হাতী-শালে হাতী, ঘোড়া-শালে ঘোড়া, সেই হবে 'সুয়োরাণী' ইত্যাদি ব'লে ক্ষ্যান্ত আপনার দীর্ঘ রূপকটা শেষ

ক'রলে। কিন্তু কোন অনুকুল মত ঝাঁপির মুখ থেকে সে শুনতে পেলে না। তবে তাতে তার দম্‌বার কোন্ কারণ নেই; তার জানা আছে এই বশীকরণের মন্ত্রগুলো কাজ ক'রে কোন জায়গায় সভ্য সভ্য—কোথাও আড়াই দিনে—তবে আর সাতদিনের মাথায় যত বড় খোরিস্ গোখ্‌রোই হ'ক না এই তেষট্টি দিনের পড়া-কড়ি মাথায় ক'রে তাকে তার দো-পোড়া হাঁড়ীর মধ্যে সুড়সুড় ক'রে ঢুকতেই হবে।

ক্ষ্যান্ত মায়া লাগিয়ে দিয়ে উঠে চ'লে গেল। ঝাঁপির মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'ত্তে লাগলো। এক একবার তার মনে হচ্ছিলো সত্যিই যদি সে তপস্যা ক'রে পাবার মত কিছু তাহ'লে পৃথিবীর এত লোকের মত যার সে তার কি তেমন দেখবার মতন চোখ নেই—সে কি একেবারে কাণা? হাঁ—হাঁ ক্ষ্যান্ত দিদি ঠিকই তো ব'লেছে, যে তার কদর কিছু বোঝে না, তার জন্যে সব বাঁচিয়ে রাখা কেন? কত বড় যে সে দামী তা তো আজ বিচার হ'য়ে গেছে

বেইমান।

অতবড় জহুরীর চোখে—এখন সে ইচ্ছে ক'রলেই হ'তে পারে সাতমহলের মুনিব। অহঙ্কারে তার কপালের শিরাগুলি খাড়া হ'য়ে উঠলো; চেঁচিয়ে ব'ল্‌তে ইচ্ছে কচ্ছিলো, "ওগো স্বামী! তুমি যে আমায় পায়ের-ধূলো মনে ক'রেও নিজের পায়ের তলায় রাখ্‌লে না—আজ জান কি ইচ্ছে ক'র্‌লে কি শত্রুতা আমি ক'ত্তে পারি তোমার? জান কি এই মরা ধুলোগুলো হাওয়ার মুখে খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লে তোমাদের অবিচারের কত বড় সাজা হ'য়ে যায়?" তার উঠোনে একটা পিয়ারা গাছে শালিক্ পাখীর বাসা ছিল, একটা পাখী আর একটা পাখীর ঠোঁটের ঘায়ে রক্তাক্ত হ'য়ে মাটীতে প'ড়ে গেল, অমনি এক ঝাঁক সেই জাতের পাখী তার কাছে এসে দরদ জানাতে লাগলো, তবে নির্ব্বোধ পাখীটা তাদের সঙ্গে না উড়ে গিয়ে যে ফেলেছিলে তারই আধ-হাত দূরে সেই ডালে গিয়ে চুপ্‌টী ক'রে ব'সলো;—এটা হঠাৎ ঝাঁপির চোখে প'ড়ে গেল, অমনি তার চিন্তা গেল রেণুর মত গুঁড়ো হ'য়ে—

দর্প গেল মাটীর সঙ্গে মিশে। তার চোখ দুটো ছলছল ক'ত্তে লাগলো; দিশেহারার মত ব'ল্লে "ওরে অবোধ! মার্ খেয়ে খেয়ে তুই একেবারে ম'রে গেলেও ঐ ডালটুকুতেই আবার তোকে ব'স্‌তে হবে—ঐ ডালের লোভটুকুই যে তোর বড় ওর লোভের চেয়ে!—ওকে মার্‌বার অধিকার তুই যে নিজে হাতেই দিয়েছিস্—এখন তোকে নীরবে মার খেতে হবে, তবে যদি সে অনুগ্রহ ক'রে না মারে আলাদা। কিন্তু যার হাতে শাসন আছে—সাজা আছে, সে কি রেহাই দেয় রে? সে দোষেও মারে নির্দ্দোষেও মারে!"

ভাত তরকারি সব রান্না হ'য়ে গেছে, এইবার তাকে খেতে হবে। কিন্তু খাবার কথা মনে হ'তেই আবার তার বুকে কেমনতর একটা ভয় যেন চন্‌মন্ ক'রে ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। কেউ যেন জল ঢেলে ঢেলে তার শক্ত সঙ্কল্পটাকে কাদার মত নরম ক'রে দিলে। আবার তার মনে মুখে-না-ওঠায় তর্ক জেগে উঠ্‌লো। সে কেমন ক'রে খায়?

বেইমান।

এই সাত তরকারী রেঁধে কেমন ক'রে নিজের মুখে ধ'রে? কচি আমড়ার অম্বল সজ্‌নে শাক ভাজা তার অনাথ দাদা যে বড় ভালবাসে;—এই মুখরোচক তরকারী দুটী দিয়ে সে যে তিন সরা ভাত খায়। সে তার পোড়া মুখ্‌টায় একটা লঙ্কা পোড়া দিয়ে এক পাথর ভাত তুল্‌তে পারে, তবে এত আয়োজন ক'রে কেন—কার তরে? তার কাণের কাছে, স্পষ্ট বাজ্‌তে লাগ্‌লো অনাহারী অনাথের সেই সকাল বেলাকার কথাটা—সেই এক মুঠো ভাত-চেয়ে-ফিরে-যাওয়াটা। মেয়ে-মনুষ হ'য়ে এমন শুষ্ক সে হ'লো কেমন ক'রে—একজন নিরীহর উপর সে এত অত্যাচার কোন্ প্রাণে করে—কোন্ দোষে? সে হ'তে চ'ল্লো কি? কে তাকে—কিসে তাকে এত আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্লে—সে যা ক'চ্ছে সবই ভুল। ওরে নিমকহারাম্! এ পৃথিবীতে যে তোকে সব চেয়ে বড় ব'লে মানে—আপনার ব'লে জানে—যার জীবনে তোর স্পর্শ আছে, তুই না থাক্‌লে যার জীবনের কোন চেতনা নেই—ইচ্ছে ক'রে যে তোর

মধ্যে আপন হারিয়ে ফেলেছে সেই মূর্খটাকে অমন ক'রে যাতনা দিস্ তুই কোন্ বুদ্ধির জোরে?—তার উপর ওরে রাস্তার-ভিক্ষুনি! তোর স্থান ছিল কোথায়—মান রেখেছিল কে—কার উপর নির্ভর ক'রে এখনও তোর বুকটুকু ধুক্ ধুক্ ক'চ্ছে? এ সব কথা ছেড়ে দিলেও তুই দিব্বি ক'রে ব'ল্তে পারিস্—ঐ যেখানটায় ধুক্ ধুক্ ক'চ্ছে ওখানটায় হাত দিয়ে যে, ও যত ছট্‌ফট্ ক'র্‌বে—ক্ষিদের জ্বালায় আজ সমস্তদিন অস্থির হ'য়ে বেড়াবে তত তোর ভিতরের অনুভূতিটার গায়ে একটা ধারাল ছুরি চ'লে চ'লে একেবারে তা ছিন্ন বিছিন্ন হ'য়ে রক্ত ঝুর্‌বে না? "আচ্ছা দেখা যাক্" ব'লে সে ভাত বাড়্‌তে গেল। ভাত তরকারী বেড়ে সাম্‌নে ব'স্‌তে যেতেই তার সজ্‌নে শাকে নজর পড়্‌লো, অমনি ডান হাতটা উঠ্‌লো কেঁপে—কেউ যেন ধাক্কা মেরে তাকে মেজের উপর শুইয়ে দিলে। সে মাটীতে মুখ গুঁজে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। হাতের ভাত মুখে উঠ্‌লো না—পাতের ভাত প'ড়ে প'ড়ে

বেইমান।

শুকোতে লাগ্‌লো। সে একবারও ফিরে দেখ্‌লে না, কেবল একবার চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো "যাকে তুমি দূর ব'ল্লে পাঁচ হাত দূর হ'য়ে যায় তাকে এত আস্পর্দ্ধা দিয়েছ তুমি কেন? এসে দেখ্‌বে দর্পহারী তার সমস্ত দর্প চুর ক'রে দিয়েছেন! তুমি যা ভালবাস ঐ যে তা পাতে র'য়েছে বাড়া—আর শুক্‌নো মুখে রোদে টং টং ক'রে ঘুরো না গো—আমায় ধ'রে রাখ্‌বার তরে আর কিছু তোমায় আন্‌তে হবে না—লোকে যে যাই বলুক্‌, আমায় যা হারাতে হয় হ'ক্‌—তুমি ফিরে এসে এক মুঠো ভাত মুখে দাও আমার বুক্‌টা একটু স্বস্তি পাক্‌! তুমি বুঝ্‌লে না দাদা এ জন্মে তোমার কুঁড়ে ছেড়ে যাওয়া ঝাঁপির সাধ্যে কুলোবে কি?"

তার চোখের জলে মেজের মাটী ভিজে গেল।

"মিতে তোকে কে খোঁজে রে—"

ব'লে বেচারাম একেবারে রান্নাঘরের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো; ঝাঁপি কোন সাড়া শব্দ দিলে না।

বেচারাম আবার ব'ল্লে "অনা বুঝি ঘরে নেই?

একবার চেয়ে দেখ দিদি তোমাদের কে কুটুম্ এই যে দাঁড়িয়ে র'য়েছে—"

ঝাঁপি, একবার ফিরে দেখ্‌লে তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো "একজন পুরুষ-মানুষকে বাড়ীতে আন্‌বার আগে একটু সাড়া দিয়ে আন্‌তে হয়!"

বেচারাম লজ্জা পেয়ে আস্তে আস্তে উত্তর ক'ল্লে "উনি তোমাদের কুটুম্ ব'লেই দিদি—"

"হ'ক্ না কেন যত বড় কুটুম্—যত বড় আপনার!—"

তারপর একটু থেমে ঝাঁপি আরো ব'ল্‌তে লাগ্‌লো—"এতো আর আমার বাড়ী নয়—যার ঘর তার তো একটা ইজ্জত আছে? আজ যদি তার বউটা থাক্‌তো হেতায়?"

বেচারাম কোন উত্তর না ক'রে চুপ্‌টী মেরে দাঁড়িয়ে রইলো। ঝাঁপি আর একবার মাথা তুলে দেখ্‌লে; বল্লে "দাঁড়িয়ে র'য়েছে কেন? বল' তুমি ঐ ভাত বাড়া র'য়েছে পা হাত ধুয়ে খেতে।—"

বেইমান।

বেচারাম্ খেতে ব'সিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। ঝাঁপি যেখানে প'ড়েছিল তারই ক'-হাত দূরে যে এসেছে সে খেতে বসেছে; তার মুখে একটী কথা নেই; কোন দিকে নজর নেই। ঝাঁপি তার দিকে একবার ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে আবার মাটীর বুকে মুখ গুঁজ্‌লে, একবার উঠ্‌লো আবার শুয়ে প'ড়্‌লো। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থেকে, সে পাগলের মত ছুটে গিয়ে ডান হাতে ভাতের থালাটা সরিয়ে দিয়ে তার পাদুটো আঁকড়ে ধ'রে মুখ গুঁজে প'ড়ে রইলো; কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্লে "তোমাকে তারা ধানে চালে খেতে দিতো গা —তুমি খেতে কেমন ক'রে? পার্‌তে?—ভাতে একটা কাঁকড় থাক্‌লে তুমি যে সাত্‌বার উঠে যেতে! দুটো হাত আর এই পাদুখানা লোহার বেড়িতে বাঁধা থেকে থেকে একেবারে সরু হয়ে গেছে— এইখানটায় কিসের দাগ? বেতের বুঝি? ঘানী-গাছে ঘুর্‌তে না পার্‌লে মার্‌তো বুঝি, না?"

গদায়ের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল প'ড়্তে লাগ্‌লো; বল্লে "তোমার চিঠিখানা যেদিন সেই জেলখানায় আমার হাতে গিয়ে প'ড়্লো সেদিন মনে হ'লো ঝাঁপি চোর হই, ঘানী গাছে ঘুরি, বেত খাই তবু তুমি আমার আছ'—কেউ না জায়গা দেয় তুমি আমায় ফেল্‌তে পার্‌বে না!—তোমার মত যার আছে—"

ঝাঁপি উঠে গদায়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে দিলে; ব'ল্লে "ঝাঁপির পাপেই তো তোমার এ দুর্গতি গো! স্ত্রীর পাপেই তো স্বামীর—"

"না—না রে—আমার মহাপাপটা হাতে হাতেই ফ'লে গেল—লক্ষ্মীকে বনবাস দিয়ে—"

ঝাঁপি আবার তার পায়ের উপর শুয়ে প'ড়্লো; বল্লে "তোমরা যাদের দূর ক'রে দাও তাদের কি ইচ্ছে থাকে জান গা—ঐ পায়ের তলায় মাথা রেখে ম'র্তে! তুমি কাছে থাক্‌লে আমার অহঙ্কার থাকে গো—নইলে যে সে আমায় ছোট ক'রে দিয়ে যায়! তুমি জেল-খালাসী হও, যাই হও ঝাঁপির কাছে

বেইমান।

তোমার মান্ত কাল যা ছিল আজও তাই আছে! তুমি ও কথাটা একটুও মনে ক'রো না!"

গদাই আর স্থির থাকতে পারলে না, ঝাঁপির গলা জড়িয়ে সে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো।

(১১)

ঠিক যে সময় তালগাছের মাথায় দিনমানের শেষ রোদটুকু নিশেনের মত ওড়ে, সেই সময় একখানা ডুলি ঝাঁপির সদরে এসে ঠেক্‌লো আর একজন চেঁচিয়ে ডাক্‌লে, "দিদি তোর জিনিষ তো এনে পৌঁছে দিলুম্ রে—আমার কাছে তো নব ডঙ্কা! এখন যারা মাথায় ক'রে ব'য়ে আন্‌লে, তারা দাঁড়াবে কতক্ষণ ?"

ঝাঁপি দাওয়ায় ছিল শুয়ে, ব্যস্তে সমস্তে বাইরে এলো ছুটে। দেখ্‌লে লালডুরে-পরা, হাতে রেশমী চুড়ি, কপাল জুড়ে চুলের বাহার করা একজন ডুলীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। সে তার হাতটা

ধরে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ব'ল্লে "ভয় নেই তোমার কপালের উপর বিছোনা পাতাগুলো একটুও খারাপ হবে না, মাথার কাপড়টা মুখঢাকা প'ড়বার মত টেনে দাও ; রাস্তায় লোক চলাচল এখনও বন্ধ হয় নি, বাড়ীর মধ্যেও মানুষ আছে !"

এই শ্বশুর বাড়ীতে যিনি ডুলী হ'তে নাম্‌লেন তাঁর অনেকবার আসা যাওয়া আছে কিন্তু সুমুখ দরজাতেই এমন পাহারা-খাড়া সে আর কখন দেখে নি, ভিতর বাড়ীর বার-বাড়ীর ভয় কোনদিনই তাকে ক'ত্তে হয় নি। আজ সে একটু মুচ্‌কে হেসে নতের নোলকটা ঘুরিয়ে দেবার ছলে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিলে।

ঝাঁপির এই বউ পাল্‌বার পত্তনি দেখে অনাথের বুকখানা নেচে উঠ্‌লো। সে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে ব'ল্লে "এই মুখ্যু, এখনও যে দাঁড়িয়ে র'য়েছিস্‌— পায়ের ধূলো নে ! দিদিকে আমার খুসীতে রাখ্‌তে পার্‌লে তোর আর ভাবনা কিরে লতা, তা'হলে

বেইমান।

অনার ঘাড়ে এত রক্ত আছে যে তোকে তুমি ছেড়ে তুই ব'লতে পারে ?"

ঝাঁপি তর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো "মোড়লী তো খুব হ'চ্ছে—এই চাবি নিয়ে ওদের ভাড়াটা চুকিয়ে দিলে হয় তো!"

"না—না দিদি ওসব এখন আমি কিছু পার্‌বো না—ওপাড়া থেকে এক চিলিম্ গাঁজা খেয়ে না এলে আমার মাথা ঠিক্ হবে না!"

"তা এখন তোমার গাঁজা খাবার সময় হবে বই কি, শ্বশুরবাড়ী থেকে পেট ভর্ত্তি ক'রে এসেছো তো? আর একজন যে সমস্তদিন তোমার জন্যে শুকিয়ে ম'ল—"

"আমি কাকেও আমার জন্যে শুকিয়ে থাক্‌তে ব'লেছিলুম্?"

"তা ব'ল্‌বে বই কি—কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে আর আজ এই সূয্যি ডুব্‌তে চ'ল্লো—চোখ আছে কি—ভাতশুদ্ধ হাঁড়ীটা তো চোখের সাম্‌নে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম্—"

"আর আমি কি খেয়েছি?—জিজ্ঞেস্ কর না ঐ ওকে।"

এই কথা বল্‌তে গিয়ে অনাথের চোখছুটো জলে ভরে এলো। সে আরো বল্লে "ভাতগুলো রাগ ক'রে ফেলে দিলি সেও আচ্ছা, তবু যার খিদে আছে তাকে খেতে দিলি না এমনি তোর তার উপর শত্রুতা! যারে দিদি যা—না খেতে দিস্ নাই দিবি—আর তোর কাছে খেতে চাইবো না, কারো কাছে না—না খেয়ে খেয়ে ম'রে যাবো এই আমার প্রতিজ্ঞা!"

"ইস্ কতবড় প্রতিজ্ঞা দেখি—"

ব'লে ঝাঁপি তাকে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে গেল। অনাথের স্ত্রী মুখ বাঁকিয়ে পিছু পিছু চল্লো।

সামনেই খুঁটো ঠেস দিয়ে তামাক খাচ্ছিলো গদাই, স্ত্রীর হাতের ভিতর আর একজনের হাত তার কাছে বড় বেয়াড়া ব'লে বোধ হ'লো। তবে এইটে ডিঙ্গে পিছনে নজর প'ড়তেই

বেইমান।

তার যা কিছু চোক সেখানে গিয়ে আটকে গেল।

অনাথ ছিদাম মুদীর দোকান থেকে টাকা ভাঙ্গিয়ে আঠার আনা ডুলী ভাড়া দিয়ে এসে ভাতের কাছে ব'স্‌লো। খেতে খেতে জিজ্ঞাসা ক'রে "উনি কেরে দিদি?"

ঝাঁপি হাস্‌তে হাস্‌তে টক্ ক'রে উত্তর দিলে "জেল-খালাসী!"

"ওরে হতভাগী তোর জন্তে কি অপমান আমি যখন তখন হব'—দাদামশায়ের—"

"আগে খেয়ে নাও কথা হবে পরে—তুমি না উঠ্‌লে আমরা তো মুখে কিছু দিতে পার্‌বো না!"

ধমক্ খেয়ে অনাথ মাথা গোঁজ ক'রে খেতে লাগ্‌লো। আর সাম্‌নে ঝাঁপি যেন বেত হাতে ক'রে ব'সে রইলো। তার পেটে যা ধরে তার দেড়গুণ তাকে ভাত খেতে হবে। যে তরকারীটা সে একদিন ভাল ব'লেছে তা বাটীর পর বাটী শেষ ক'ত্তে হবে, নাহ'লে ঝাঁপি অনর্থ ক'র্‌বে এ সকল

তার বলা আছে। তাই পাতের কোণে দুটী ভাত রেখে সে উঠে যাবার আগে মিনতি ক'রে ব'ল্লে, "আর পেটে ধরছে না দিদি, উঠি ?"

"কার হুকুমে শুনি ?"

"তোমার হুকুম রাখ্‌তে গেলে পেট যে আমার হুকু মানে না দিদি !"

সে ওজর আপত্তি কোন দিনই খাটতো না আজও খাটলো না। সব ক'টা খেয়েই তাকে উঠ্‌তে হ'লো। উঠে যেতে যেতে অনাথ জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, "এইবার তুমি তো দু'টী খাবে দিদি ?"

"দেখি—সাতগুষ্টির তরে তো আর রাঁধিনি—কে জান্‌তো যে তোমরা গিলে আস্‌বে না—তুমি এসো ঐ পাতাতেই ব'সে পড় বৌ—"

"তুই কি খাবি রে ঝাঁপি ?"

"যা অদৃষ্টে বিধাতা লিখেছেন, মুড়ি গুড় !"

অনাথ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে আঁচাতে চলে গেল।

দুদিনের শুক্‌নো মুখে সেই শুক্‌নো মুড়িগুলো

যখন মুঠোর পর মুঠো হাসিমুখে মুখে দিতে দিতে ঝাঁপি লতাকে একটার পর একটা খাবার জন্যে বিশেষ জেদ ক'চ্ছিল তখন আঁচিয়ে এসে অনাথ তাদেরই হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে ভাবছিল এই মানুষটাকে—এই মানুষটার চরিত্রটাকে—এর শোভন সুন্দর বিশেষত্বের আকৃতিটাকে। ঝাঁপি তার দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে; ব'ল্লে "এমন নির্লজ্জ পুরুষমানুষ কেউ কোথাও দেখেনি! এই বেচারীর হাতটা যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চোখের মাথা খেয়ে তা দেখ্‌তে পাচ্ছো না; সরে যাও ব'ল্‌ছি—"

উত্তর দিতে গিয়ে অনাথের চোখদুটো উছ্‌লে উঠ্‌লো; ব'ল্লে "চোখের মাথা খেলে আজ্‌কের এই দেখ্‌বার মত জিনিষটা কি চোখে প'ড়তো দিদি?"

হো হো ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে ঝাঁপি জিজ্ঞাসা ক'র্লে, "জিনিসটা কি শুন্‌তে পাই?"

দূরে সরে যাওয়া চুলোয় যাক্ অনাথ একেবারে ঝাঁপির মুখের সামনে এসে দাঁড়াল; খুব সহজভাবে

ব'লে "এই নিজের মুখের গ্রাস পরকে ছেড়ে দিয়ে দুদিনের পরে মিয়োনো মুড়ি চিবোনো !"

ঝাঁপি কোন উত্তর করলে না, হাত দিয়ে আঁচলের মুড়ি নাড়্তে নাড়্তে নীচু দিকে মুখ ক'রে ব'সে রইলো। সাহস পেয়ে অনাথ সেইখানে ব'সে প'ড়লো। দেখ্লে ঝাঁপির চোখ থেকে একটা বড় মুক্তার মত, ফোঁটা তার এক আঁচল মুড়ির কোনখানে প'ড়ে একেবারে মিশে গেল। তার বুকের শিরাগুলো টন্ টন্ করে উঠ্লো; ডাক্লে "দিদি তুমি তো সবই বোঝো, এই সন্ধ্যের মুখে খাবার দ্রব্য কোলে ক'রে এমন অলক্ষণটা ক'চ্ছো কেন—জানিয়ে দিদি এই হতভাগাটাই হ'য়েছে তোর আপদ—কাল্ !—"

এবার মেঘে মেঘে ঠেকে খুব খানিকটা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। কিন্তু এ বৃষ্টিতে মেঘ ঘর্ষণের ডাক ছিল না, এ কেবল্ নিঃশব্দে একজনেরই বুকের উপর প'ড়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌ছিল।

ঝাঁপির এ কান্নাটা যে কি ভেবে অনাথ ত

বইমান।

বুঝ্তে পাল্লে না। সে কেবল, ভিতরে বাইরে ছট্‌ফট্ ক'ত্তে লাগ্‌লো। একবার তার হাতদুটো ঝাঁপির চোখ মুছিয়ে দিতে যায়, একবার তার মুখটা কি ব'ল্‌তে গিয়ে যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঝাঁপি চোখের-জলে-ভেজা চুলগুলো বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে খুব রাগভরে ব'ল্লে "আর আমায় তুমি জ্বালিও না, এখান থেকে স'রে যাও ব'ল্‌ছি—আচ্ছা বল তো,আমার উপর তোমার কিসের এত আক্রোস ?"

অনাথ কোন জবাব না ক'রে আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছিলো, ঝাঁপির রাগের মাত্রাটা সাতগুণ বেড়ে গেল। সে তার ডানহাতটা থপ্ ক'রে ধ'রে ফেল্লে; কেমন কদর্য্যের মত হাব ভাব দেখিয়ে ব'লে উঠ্‌লো "এর উত্তরটা না দিয়ে এখান থেকে তুমি একটী পা তুল্‌তে পাবে না—এই কোঁচার কাপড় ধ'রে আমি ব'স্‌লুম্, বল তুমি আমার সব পথ বন্ধ ক'রে দেবার ইচ্ছে কি না তোমার ?"

অনাথ ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্‌লে লতার মুখের আধ হাত ঘোমটা কোনক্ষণ স'রে গেছে। সে হিংস্র

জন্তুর মতন তার দিকে চেয়ে আছে। ঝাঁপিও কি জানি কেন চোখ ফিরোতে একটা তা হ'তেও ভয়ঙ্কর দৃষ্টির আগুনে তার চোখের তারাদুটো ঝল্‌সে গেল। অমনি সে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লে "কারো কোন দৃষ্টিতে ভয় পাবার মত মেয়ে ঝাঁপি নয়!—"

গদাই এতক্ষণ একদৃষ্টে স্ত্রীর এই কাণ্ড কারখানা-গুলো দেখ্‌ছিলো। তার কল্কের আগুণ অনেকক্ষণ নিভে গেছে, সেই নিবানো কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে এইবার সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "এ যা দেখ্‌ছি এতে কি বুঝ্‌বো ঝাঁপি? এ রকম ভায়ের ঘর ক'র্‌তে—"

ঝাঁপি টক্‌ ক'রে উত্তর কল্লে "যা তোমার খুসী বুঝে নিতে পার, তাতে আমার কিছু যাবে আস্‌বে না!—"

গদাই দাঁড়িয়ে একবার ঘরের ভিতরে চেয়ে দেখ্‌তে লতার চোখে চোখ পড়ে গেল।

ওমনি লতার ভ্রূ-দুটো লতার মতই এঁ্যাকে

বেঁকে তার কথারই যেন পোষকতা ক'রে গেল। তার চোখের কোনে একটুও লজ্জা ছিল না। গদাই একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইলো, সেও তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে না। গদাইয়ের ইচ্ছে হ'চ্ছিলো আজ এখুনি একটা হেস্তনেস্ত ক'রে বেরিয়ে পড়ে। যত বড়ই অকর্ম্মণ্য হ'ক্ সে, স্ত্রীজাতির এরকম ব্যবহারটা সহ্য করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তবে এই নূতন বস্তুটী তার লোভী অন্তঃকরণটীকে এত লুব্ধ ক'রে তুল্‌লে যে, তার উদ্ধত পুরুষত্বটা একেবারে জড়পিণ্ডের মত নিঃসাড় হ'য়ে পড়্‌লো।

এই ব্যাপারটীতে অনাথ বড় লজ্জিত হ'য়ে প'ড়েছিল। সে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকৃতে পাচ্ছিলো না। কিন্তু ঝাঁপি—তার না ছিল লজ্জা, না ছিল ভয়। অনাথ একবার জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "এখন যা ক'র্‌লে, তা ঠিক তোমার মত কি করা হ'লো দিদি জিজ্ঞাসা করি?—এদের কি বুঝিয়ে দিলি ভেবে গ্যাখ দিকি রে হতভাগি—"

"এরা—" ব'লে ঝাঁপি একটু হাস্‌লে "—একজন জেল-খালাসী আর একজন—"

ঝাঁপি লতার দিকে চাইলে। ওমনি অতি বড় অপরাধীর মত সে আপনার মুখখানায় ঘোম্‌টা টেনে দিলে: গদাই তাড়াতাড়ি দাওয়ার উপর গিয়ে ব'স্‌লো। ঝাঁপি হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লে "দেখ্‌লে তো দাদা দাম্‌টা কার কত—কতখানি কার সাহস—আমাদের এই রকমগুলো দেখে শুনে যে থাক্‌তে পার্‌বে তারই এখানে থাকা চ'ল্‌বে, যে না পার্‌বে, সে যেন আর এক তিলও এখানে না দাঁড়ায়!"

ঝাঁপি সক্‌ড়ি বাসন নিয়ে হন্ হন্ ক'রে পুকুরঘাটে চ'লে গেল! অনাথ লতার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো "ওরে জানোয়ার! সাহস তোর তো বড় কম নয়—যে সতীলক্ষ্মীর পায়ের ধূলোয় হতভাগা অনাথের ঘরে লক্ষ্মী-শ্রী ফুটেছে, তাকে তুই এঁটো পাত্ত কুড়োতে দিলি কোন্ আক্কেলে—এখ্‌খুনি যা, হাতের বাসন কেড়ে নিয়ে মেজে আন্, না হ'লে মুখ দিয়ে সাত ঘটী রক্ত তুল্‌বো!"

বেইমান।

লতা নিঃশব্দে চ'লে গেল। গদায়ের শক্ত সন্দেহটা অনাথের মুখে এই উচ্চ ধরণের কথাটা শুনে কেমন যেন একটু শিথিল হ'য়ে প'ড়্লো। অনাথকে সে কখন আগে দেখেনি। সে কেমন ধরণের মানুষ তাও গদায়ের জানা নেই। তবে তার স্ত্রীর এই নিকট আত্মীয়টাকে সে নানা জনের মুখে নানা রকমে শুনেছে। আজ তাকে বিশ্বাস করা না করা তার দুইই সমান। কারণ এদিকটা ভেবে ঝাঁপির উপর কোন রকমের বিচার করা চ'লে না। স্ত্রীর উপর দাবী ব'লে জিনিষটা তাকে হারাতে হ'য়েছে নিজের দোষে—নিজের অবিচারে। তবে যে সুরটা এর গলা দিয়ে বেরুচ্ছে সেটা এত স্পষ্ট—এত নিষ্পাপ যে, সেখানে কোন রকমের সন্দেহ তোলাও পাপ, এ গদাই নিজে মনেই বেশ বুঝ্তে পাচ্ছে। তার উপর অনাথকে না চিন্লেও ঝাঁপিকে তার চেনা আছে—জানা আছে—বোঝা আছে। সে যেখানে খাঁটী সেখানে অসীম সাহসী, সেখানে এত গভীর যে থই পাওয়া ভার। তবে এই মেয়েমানুষটী

এত বিচিত্র, এত হেঁয়ালী যে, গদাই তাকে কোন রকমের মীমাংসায় আন্‌তে পারেনি। সে যে কোথায়—কার মধ্যে—কি আকারে তা গদাই ধ'র্‌তে না পার্‌লেও তার নারীত্বটাকে অস্বীকার ক'ত্তে সে মোটেই পাল্লে না।

(১২)

গদাই মাসের পর মাস নিশ্চিন্ত মনে বসে ব'সে অনাথের অন্ন ধ্বংস ক'ত্তে লাগ্‌লো। অনাথ তাকে একদিন স্পষ্ট ক'রে বলে দিলে "দাদামশাই এ গরীবদের ক্ষমতা আর কতটুকু—পায়ের ধূলো যখন প'ড়েছে তখন এ কুঁড়ে ছেড়ে আর যেতে দিচ্ছি না।" যাবার বিশেষ ইচ্ছেও ছিল না গদায়ের। যে পদার্থ দুটো না হ'লে তার জীবন ধারণ করা অসম্ভব তাও ফিরি সেরে বাড়ী ফের্‌বার মুখে অনাথ সঙ্গে করে আন্‌তো। কল্কেতে সাতবার আগুণ চড়িয়ে সে গদায়ের সাম্‌নে ধ'র্‌তো। খাবার একটু

বেইমান।

বন্দোবস্তের গোল হ'লে তার ঝাঁপি দিদিকে কৈফেত দিতে হ'তো তার কাছে। ভাল মাছ, ভাল তরকারী সে নিত্যি কিনে আন্‌তো। ঝাঁপি তাড়া দিলে ব'ল্‌তো "তোর কি একটুও বুদ্ধি নেই রে দিদি, কুটুমের পাতে কি যা তা ধ'রে দেওয়া যায়?" এই কুটুমের খরচ যোগাতে অনাথকে ভাবতে হ'তো অনেক। মিহি ধুতি না হ'লে বড়লোক কুটুম্ প'র্‌তে পারেন না, নাম-জানা-নেই এমন সব জামা কুটুম্ ফরমাস্ দিয়ে তৈরী করান আর আর তার দাম দিতে হয় শাঁখা বেচে যে খায় সেই শাঁখারীকে। ঝাঁপি অনাথকে জিজ্ঞাসা করে "ওর এই নবাবী হ'চ্ছে কার টাকায়?" অনাথ হেসে গোলমালে তার একটা উত্তর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

বেশ দিনগুলি কাট্‌ছিলো গদায়ের। তবে তাকে মাঝে মাঝে খোঁচা খেতে হ'তো ঝাঁপির কাছে। তার চোখে এই বাহুল্যগুলো বড় অসহ্য ঠেক্‌তো। কোন অকর্ম্মণ্য জীবের প্রতি তার মায়া মমতা মোটেই ছিল না। পরের অন্নে যারা আপনাকে

প্রতিপালন করে তাদের উপর তার অত্যাচারও ছিল খুব। বিশেষতঃ গদায়ের একটা স্বভাব ছিল, সে দিন রাতের মধ্যে একবারও ঘর ছেড়ে বাইরে যেতো না। অনাথ তাকে সন্ধ্যের পর কতদিন ধ'রেছে একবার বেড়িয়ে আস্‌তে ও পাড়ায়। এই বেড়ানোতে তার আপত্তি ছিল অনেক ; তার মধ্যে এক হ'চ্ছে বেড়াবার জায়গা এ দেশে নেই, শেষ হ'চ্ছে এই সব বাগ্দী জেলে কৈবর্ত্ত বেড়াবার সঙ্গী হ'তে পারে না। এই দিন রাত মেয়েদের কাছে ব'সে থাকাটা ঝাঁপি মোটেই দেখ্‌তে পার্‌তো না। স্বামীর এই স্বভাবটা এত নতুন যে, আট দশ বচ্ছর ঘর ক'রে একদিনের তরেও ঝাঁপি এর গন্ধ পায় নি। তবে এই কিম্ভূত-কিমাকারটা এলো কোত্থিকে তা সে এঁচে উঠ্‌তে পার্‌লে না।

এই ঘরে ব'সে থাকাটায় গদায়ের বিশেষ জেদ ছিল। ঘরের কোনে ব'সে ব'সে চার ফেলে সে শিকার খেলাতো। নয় দিয়ে নয় দিয়ে শিকারকে চারে টেনে আনাটাই তার বিশেষ কাজ ছিল।

তার মিষ্টি চার মাছকে—শিকারকে মাতিয়ে দিতে পারতো। সে একটা ধারাল বরশী নিয়ে সেই চারের মুখে ওত পেতে ব'সে থাক্‌তো। শিকার কখন দূর থেকে একটা ঘাই দিতো, কখন ঠোক্‌রা মেরে পালাতো। এই ঠোক্‌রা মেরে আধার খেয়ে পালানোতে শিকারের চাতুরী থাকে খুব, শিকারীরও আমোদ বেড়ে যায়। তবে এতে শিকারের আসা যাওয়ার বহর বেড়ে যায়; ধরা প'ড়্‌বারও তার সম্ভাবনা থাকে পনের আনা তিন পাই।

কিন্তু এক্ষেত্রে তাকে বিশেষ চেষ্টা ক'ত্তে হ'লো না। এক জাতীয় মাছ আছে তারা চারের বাসে—আধারের লোভে ছুটে আসে না, তারা আসে সত্যি সত্যিই ধরা দিতে। জলের জীব হ'লেও ডাঙ্গায় তাদের বেড়াবার সখ বেশী। তাই দু'-একদিন সাদাসিদে চার ফেল্‌তেই লতা খুব সহজেই গা ভাসাতে লাগ্‌লো। এতে ক'রে গদায়ের সাহস বেড়ে গেল। নির্জীব সহজ শিকারের উপর শিকারীর লোভের চাইতে উপদ্রব থাকে অধিক। লতার উপর গদায়ের লোভ

ছিল কতটা তা বোঝা শক্ত, তবে শিকার করা যাদের ব্যবসা তারা নিরামিষ হ'লেও আমিষ শিকারের লোভ ছাড়্তে পারে না। এমন শিকার গদারের জীবনে অনেক হ'য়েছে। তার কতকগুলোকে সে শুধু খেলিয়ে খেলিয়েই মেরে ফেলেছে, কত-গুলোকে একটু আধটু আস্বাদন ক'রেই ফেলে দিয়েছে। এই খেলাটা—এই প্রাণ নিয়ে খেলাটা তার কাছে সখ মাত্র। সে কারোর উপর মমতা রাখে না; শুধু বাজী জেতার মত জিতে জিতে আপনার বাহাদুরী আপনি নেয়। কিন্তু এই নির্দ্দয় খেলাটা এত নৃঃশংসময় যে, যে খেলায় তাকেও ভিতরে বাইরে একেবারে নিঃস্ব ক'রে দেয়—একেবারে হত্যা ক'রে বসে।

লতার ধরণটা বরাবরই ভাল ছিল না। অনাথ তাই তাকে দেখ্তে পার্‌তো না। স্বামীকে সে ভয় ক'র্‌তো স্বামী ব'লে নয়, স্বামীর হাত দুটোর পা দুখানার সতেজ সবল ভঙ্গী দেখে। সে তার দেহটাকে যেমন ক'রে হ'ক একটা আকর্ষণের বস্তু ক'রে খাড়া

ক'র্‌তে চাইতো। তাই সকালে বিকালে তার চুল বাঁধা ছিল—টিপ পরা ছিল,—কাপড় ছাড়া ছিল—সবার উপরে ছিল ঠোঁট দুটি রং করা। সহজ চোখে এই কৃত্রিমতাগুলো বিসদৃশ ঠেক্‌লেও যাদের নেশার, চোখ তার এর বিন্দুবিসর্গ ধর্‌তে পার্‌তো না।

এমনি ক'রে এদের এই দেখার লোভ—দেখাবার লোভ বেড়ে যেতে লাগ্‌লো। লোভের খোরাক যুগিয়ে যুগিয়ে তাকে এমন ক'রে এরা প্রবল ক'রে তুল্‌লে যে, তার বিশ্বগ্রাসী লক্‌লকে জিহ্বার উপর আর শুধু 'দর্শনে'র আহুতি দিলে চল্লে না—তার ক্ষুধা মিটে না; সে চায় আরও অনেক জিনিষ আস্বাদ ক'র্ত্তে—তাদের দুজনকে ঐ আগুণের মধ্যে ফেলে ছাই ক'রে দিতে।

গদাই কথায় কথায় একটা সম্পর্কের দাবী ক'রে লতাকে ঠাট্টা করে যেত। লতা ফিরে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে হেসে লুটে প'ড়তো। ঝাঁপির চোখে এ সকল যে প'ড়তো না তা নয়, তবে সে বুঝ্‌তো এ রকম রহস্যগুলো যাদের ক'র্‌বার অধিকার

আছে তাদের বারণ করাটা বড় বেখাপ দেখায় ; তার উপর পুরুষ মানুষের ঐ নির্লজ্জতাগুলো যে নারী-জাতির কোন অপকারে আস্‌তে পারে এ সে মোটেই বিশ্বাস্‌ ক'র্‌তো না। তাই ঘুরিতে ফিরিয়ে সে লতাকে বোঝাতে চাইতো—যেমন যাত্রার দলের বড় বড় কথার মধ্যে রাম নেই লক্ষ্মণ নেই তেমনি ছড়ি কামিজ ফ্যাসানের দাড়ীর মধ্যে স্বামী নেই—সে আছে খুব কাছে দাঁড়িয়ে নারীর সকল দিক আলো ক'রে! এই আলোটুকু স'রিয়ে নিলেই নারীজাতিটা শুধু একটা অন্ধকার—নিস্তেজ শিখামাত্র!

এ কথার পরও লতা হাস্‌তো, এই হাসিটাই ছিল তার সব চেয়ে কৌশলের। ভাল মন্দ সবেতেই সে হাস্‌তো, কাজেই তাকে বুঝে ওঠা ভারী শক্ত হ'তো। কিন্তু এই আচরণে আপনাকে যারা পুরু করে ঢেকে রাখতে চায় তাদের প্রায়ই নজর পড়ে না পিঠের দিকের ছেড়া তালিগুলোয়। এই অতি ছোট নিশ্বেস-গ'ল্‌বার মত ছিদ্রগুলো

বেইমান।

একদিন যে তার সমস্ত আবরণটাকে ছিন্ন বিছিন্ন ক'রে দিতে পারে এ কথাটা লতার এক মুহূর্ত্তের তরেও মনে উঠ্‌তো না।

সংসারের মধ্যে এই যে এত বড় একটা দ্বন্দ্ব চ'লেছে তার এতটুকুও জান্‌তো না অনাথ। সে জান্‌তো শুধু দুটী দুটী খেতে আর সারাদিনের পর শাঁখা বেচে এসে রাত্তিরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে। ঝাঁপি কতদিন তার পাতে ভাত দিতে দিতে এই কথাটা কতরকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব'লেছে। ব'লেছে এক জনকে মিথ্যে মিথ্যে পোষা কেন—কি উপকারে 'আস্‌বে সে—ব'লেছে তার এইটুকু আয়ে কত বড় নির্ব্বোধ সে একজন খেয়ালীর যখন সে খেয়াল মিটিয়ে চ'লেছে,—সে নাই চলুক, পিত্যি যে তার দোর গোড়া থেকে ভুলো 'পাক' ফিরে যায় কেন? সে এখন বুঝ্‌ছে না, এই সব খোলসপরা ছদ্মবেশীরা তাকে একেবারে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়—কি সমস্যার মধ্যে! মেয়ে মানুষ ব'লে এখনও যদি তার কথাটা গ্রাহ্য না করে, একদিন দেখতে পাবে না সে কি

বিষম ফাঁকিতেই তাকে প'ড়তে হ'য়েছে—সে ফাঁকি থেকে ওঠা তার পক্ষে—তার পক্ষে কেন সব মানুষের পক্ষেই বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়—অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়।

এতগুলো কথার মধ্যে ঝাঁপি একবারও তুল্‌তো না ঐ মেয়েটীর নাম—ওর রীতি নীতি চাল চলন। ওকে আসামীরূপে খাড়া ক'ত্তে সে মোটেই পাত্তো না। মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষকে এই চেহারায়—পোষাকে সে একজন পুরুষের কাছে দাঁড় করাবে কেমন ক'রে? তার জঘন্য আকৃতিটা এখুনি যে জগতের চোখে প'ড়ে এই জাতিটার সকল গৌরব মলিন ক'রে দেবে।

অনাথ তার জীবনে কোন একটা গণ্ডগোল উঠলে কখনও সইতে পার্‌তো না। সে চাইতো চুপি চুপি কোন রকম শব্দ না ক'রে সহজ গতিশীল চাকার মত এই জীবনের চাকাটা ঘুরিয়ে দিতে কিন্তু কলের চাকা যেমন সময় সময় আপনাহ'তেই বন্ধ হয়ে যায় কেউ তাকে রুখতে পারে না তেমনি মানুষের জীবনের চাকাও সময় সময় অচল হ'য়ে যায়

কোন কিছুতেই জড়িয়ে। তখন তাতে হাজার দম্ দিলেও সে চাকা আর সহজে ঘোরে না। ভিতরে বাইরে যখন এই রকম গণ্ডগোল অনাথও তখন দম দিয়ে দিয়ে এই চাকাটাই চালাতে চাইছিল। তার বাইরে মাসের পর মাস ঋণ বেড়ে যাচ্ছিল কেবল একটী লোকের যা কিছু দাবী মিটাতে। সে অনেক বার আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছে, কে সে যার জন্যে এক পয়সা 'চটা'শুদে টাকা ধার ক'রে এমন ভাদ্র মাসে বানের দিনে সে ইলিশ মাছ কিনে আনে? কে সে যার জন্যে বৃষ্টি মাথায় ক'রে সে দেড় ক্রোশ পথ ছুটে গিয়ে সাত টাকা দিয়ে শান্তিপুরের নক্সাপাড় ধুতি কিনে এনে হাজির করে? কে সে যার জন্যে দরকারে অদরকারে সে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে টাকা ধার করে এনে দেয়? এর উত্তরটা দিতে গেলেই একজনের সরল স্নিগ্ধ মুখখানা তাঁর সমস্ত আঁধার জীবন আলোকিত ক'রে ভেসে ওঠে। সে নিশ্বাস ফেলে আপন মনেই বলে "আমার একটুকরা হাড় থাকতে ওর যে দাবী করবার অধিকার আছে রে দিদি!"

তবে বাইরের এই পেষনে সে প'লে পলে নিষ্পেষিত হ'লেও ভিতরের ঐ প্রজ্জ্বলিত আগুনটার এতটুকুও আঁচ তার শরীরের কোনখানে একদিনের তরে লাগেনি। সে জান্‌তো এই সংসারটা যার হাতে দেওয়া আছে সেই মহিমময়ী আপন পবিত্র হাত দিয়ে তার এই কুঁড়েটার যা কিছু ছোঁবে তাই নিষ্পাপ হ'য়ে উঠ্‌বে। যেখানে তার নিশ্বাস পড়্‌বে সেখানকার হাওয়া—যেখানে তার পা প'ড়বে সেখানকার মাটি একেবারে সুবাসিত—একেবারে শুচিতায় ভ'রে উঠবে।

তাই অনাথ সংসারের ব্যাপারে বড় কিছু চোখ দিত না। তাই লতা এবারে ঐ দুর্দ্দান্তটার হাত থেকে বরাবরি রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। অনাথ বিশ্বাস ক'র্‌তো তার ঝাঁপি দিদির—সাবিত্রীর কাছে থেকে যত বড়ই হীন হ'ক্ না যে কেউ তাকে তার স্বভাব ছাড়্‌তেই হবে হাঁ। তাই এবারে সে একটু আল্‌গা দিয়েই রেখেছিল।

বেলা দুপুর পেরিয়ে গেছে। অনাথ আর সেদিন

বেইমান।

ফিরিতে বেরোয় নি, খেয়ে একটু শুয়েছে। খানিক পরে কি একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানাতে উঠে বসে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লে—কুকুর মুখো ছড়ির আগাটা দিয়ে লতার খোপাটাকে আল্‌গা ক'রে দিচ্ছে গদাই, লতার বাঁহাতে এঁটো থাল বাটি আছে — সাম্‌নেই একটা গেলাস গড়াগড়ি যাচ্ছে। অনাথের শিরায় শিরায় আগুন ছুটতে লাগ্‌লো। তার মনে হচ্ছিলো এখুনি লাফিয়ে গিয়ে ঐ ছুটোর চুলের মুটি ধ'রে শূন্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কালীমালের বেগুন ক্ষেতে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। কিম্বা তার এই ছেনি-হাতুড়ি-ধরা হাতে ওদের গালের উপর নাকের উপর পিঠের উপর চড় ঘুসি যতক্ষণ ওদের প্রাণ থাকে বর্ষণ ক'রে যায়। সে রাগে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠে বিছানা থেকে নাম্‌তে যাচ্ছে এমন সময় দেখ্‌তে পেলে এক কলসী জল নিয়ে ঝাঁপি উঠোনে পা দিচ্ছে। অমনি তার মনে পড়ে গেল সে ক'র্‌তে যাচ্ছে কি—মার্‌তে যাচ্ছে কাকে—এ মারা কে

এখুনি তাঁর বুকে গিয়ে বিঁধ্‌বে। এ শাসন যে তার নিজেরই হবে! ঐ যে তার দিদি—আর ঐ অপরা ধাটী সে যে—সে যে ওরই স্বামী! তবে ঝাঁপি আস্‌বার আগেই এরা সতর্ক হয়ে পড়্‌লো। অনাথ আবার শুয়ে প'ড়লে; ভিতরে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে কাতরে ডাক্‌লে "দিদি এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দেরে, ছাতি ফেটে যাচ্ছে!"

এই ফরমাজ্‌টা ঝাঁপির বদলে রাখ্‌তে এলো লতা। তখনও অনাথের চোখের কাছ থেকে সেই এক-মিনিট-আগেকার ঘটনাটা একেবারে মিলিয়ে যায় নি। সে অতি বড় ঘৃণার সহিত তার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, সেটা গিয়ে প'ড়লো লতার পায়ের উপর সজোরে, অমনি সে চীৎকার ক'রে মেজের উপর ব'সে প'ড়্‌লো। ঝাঁপি গদাই ছুটে এলো; দেখ্‌লে লতার পা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে প'ড়্‌ছে।

লতাকে নিয়ে ঝাঁপি যখন বড় ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো তখন অনাথ সহজ স্বাভাবিক স্বরে ডাক্‌লে

বেইমান।

"দিদি একজন যে তেষ্টায় মরে যাচ্ছে তার দিকে কি তোর চোখ প'ড়্বে না রে ?"

ঝাঁপি রেগে উত্তর ক'রলে "তোমার বুকে যদি আগুন লেগেছে এই যে একজন জল নিয়ে এলো—"

অনাথ টফ্ ক'রে উত্তর ক'র্লে "এ আগুন কি দিদি তোর হাতের এক ফোঁটা জল বিনা— ঐটুকু কাটায় ওরা কেউ ম'রবে না, তোর ভাবনা নেই কিন্তু এই লোকটার প্রাণ যে যায়—দেরে দিদি ওসব রেখে দে—তোর হাতের এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল আমায় দে আমার বুকটা একটু জুড়োক্ !"

(১৩)

সবাই যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন ঝাঁপি জিজ্ঞাসা ক'র্লে "এর রকমটা করা হ'চ্ছে কেন— মতিচ্ছন্ন ধ'র্লে মানুষের—"

অনাথ বাধা দিয়ে ব'লে "ওরে দিদি তুই যে

আমার সুমতি, তোর কথা না শুন্‌লে দুর্গতি যে আমার ঢের হবে তা আমি জানি কিন্তু ব'ল্‌তে পারিস্ রে ঝাঁপি যারা আমায় পদে পদে ঠকাচ্ছে তাদের ইচ্ছে ক'র্‌লেই আমি তাড়িয়ে দিতে পারি ?"

ঝাঁপি একটুখানি হেসে উত্তর ক'র্‌লে "ঐ সাহসটুকুই যে তোমাতে নেই,—আচ্ছা তুমি কি ভাব—আমার দোহাই দিয়ে কারও উপর কোনো রকমের এতটুকু চক্ষু লজ্জা তুমি মোটেই ক'ত্তে পাবে না তা আমি ব'লে দিচ্ছি।"

অনাথ আস্তে আস্তে অনুযোগের সুরে ব'ল্‌তে লাগলো "আমার সাহস ছিল ঢের রে দিদি কিন্তু কি জানি কোন্ সিংহিনীর ডাকে আজ আমায় একেবারে ভীতু ক'রে তুলেছে, নইলে ঐ আধ-ছটাক রক্ত ফেলে আজ ওকে উঠে যেতে হয় এখান থেকে—পাঁজরার এক একখানা হাড় ছাড়িয়ে আন্‌তুম্ রে দিদি! তবে—আজ বড় বুকে লেগেছে—"

অনাথের কঠিন স্বরটা যেন একটুখানি শিউরে উঠ্‌লো। সে আবার ব'ল্‌তে লাগ্‌লো "তা ব'লে

বেইমান।

তুই এতটুকুও কিছু মনে করিস্ নি দিদি—তুই তোর দিক দিয়ে কোন কিছু ভাবিস্‌নি—ঐ আলক্ষ্মীটাকে ঘরে এনেই আমার যা কিছু দুর্গতি তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি—তবে নিশ্চয় জানি রে ঝাঁপি কেউ কিছু আমার ক'ত্তে পারবে না, তুই আমার সহায় থাক্‌লে! —সাতটা শিকল দিয়ে এই কুঁড়েটায় যখন লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখ্‌তে পেরেছি তখন অনার সাড়ে-বাইশ গণ্ডা টাকা ধার হ'লেও সে একদিন অভয়-দৃষ্টিতে চাইলে এই হতভাগাটার এক রত্তি অভাব থাক্‌বে না—"

অনাথ একেবারে বিহ্বল হ'য়ে প'ড়্‌লো ব'লে গেল—"তুই একবার আমায় ছুঁয়ে দে রে দিদি এই মরা দেহটায় আবার সে নতুন শক্তি নিয়ে ঐ সব শত্রুদের সাম্‌নে ভয়ের মূর্ত্তি হ'য়ে দাঁড়াক্!—"

এবার অনাথ ধড়মড়িয়ে উঠে প'ড়্‌লো; পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "—ওরে আমার লক্ষ্মী! ওরে আমার শক্তি! আজ তুই আমার ঘরে থাক্‌তে লক্ষ্মীছাড়া—শক্তিহারা অনা কেন রে? কৃপাদৃষ্টিতে

একবার চা, অনাথের সংসার আবার উছ্‌লে উঠুক্—সে এখুনি ঐ আবর্জ্জনাগুলো দূর ক'রে দিচ্ছে, হুকুম্ দেরে দিদি—"

ঝাঁপি আঁচলের কোনে চোখ মুছে উত্তর ক'র্‌লে "মেয়েমানুষের ভুল একটু আধটু সহ্য ক'র্‌তে হবে তোমাদের—বল্‌তো ঐ জাতটার সাম্‌নে তোমরা যে কড়া হ'য়ে দাঁড়াও তাতে সে বেচারীরা কি ক'রে চিন্‌বে তোমাদের,—তোমরা চিন্‌তেও দেবে না যখন, তখন প্রহার কর কোন হিসেবে?—প্রথমে এই সংসার থেকে তাড়াও ঐ পুরুষটিকে—বুঝ্‌তে পার্‌ছো না দাদা বাপ যাকে ভিটেতে মাথা গলাতে দেয় না কি ভয়ঙ্কর সে—এই নিমক্‌হারাম্—"

অনাথ জিভ কেটে ফেল্লে; বাধা দিয়ে ব'ল্লে "ছি দিদি কাকে কি ব'ল্‌তে হয় এখনও তোর তা বোধ হ'লো না—যত বড়ই ভয়ঙ্কর হ'ক্ সে দিদি, সে আমার কুটুম্—তাকে আমি প্রাণ গেলেও কখন ব'ল্‌তে পার্‌বো না এখান থেকে যেতে!"

ঝাঁপি এইবার বিষম রেগে উঠ্‌লো; ব'ল্লে

বেইমান।

"আমার রাগ বাড়িয়ো না আর ব'ল্‌ছি, এখুনি ওকে বিদেয় ক'রে দাও—"

অনাথ ভয় জড়সড় হ'য়ে চুপ্‌টী মেরে ব'সে রইলো। ঝাঁপি চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "ভালোয় ভালোয় যেতে বল ঐ ভদ্রলোকটীকে এখান থেকে—নইলে দেখ্‌বে আমি কি করি—"

অনাথ হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো "হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌ছি রে হতভাগি আর আমায় মানুষের কাছে ছোট ক'রে দিস্ নি—সে আমার যত ক্ষতিই করুক্— যত বড়ই অক্ষম আমি হই কুটুম্ব নারায়ণ তাকে বিদেয় ক'রে দিতে কখ্‌খোনো আমি পারবো না!"

"আচ্ছা দেখ্‌ছি এই ধর্ম্ম তোমার থাকে কোথায় —এখুনি ওর জুতো জামা আস্‌বাব্ যা আছে টান মেরে উঠুনে ফেলে দেবো আমি, এত বড় শত্রুকে— বেইমানকে একতিলও আর পুষে রাখ্‌বে না ঝাঁপি!"

এই কথা ব'লে ঝাঁপি হন্ হন্ ক'রে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনাথ বুঝ্‌লে ঐ পাগলীটা

এখুনি একটা অনর্থ ক'র্‌বে ; ডাক্‌লে "দিদি একটী-বার শুনে যা রে—"

ঝাঁপি ফিল্লে ; জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "কি—কেন ডাকা হ'চ্ছে শুনি ?"

অনাথ যেন ভেবে ভেবে ব'ল্‌তে লাগলো "আজ যদি দাদামশায়ের উপর সত্যিই তোর এত কোপ হ'য়ে থাকে রে দিদি, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এখন সে যায় কোথায়—কার আশ্রয়েই বা থাকে—"

ঝাঁপি বাধা দিয়ে ব'ল্লে "সে কথা ভাব্‌তে হবে না তোমায়—কোন চুলোয় যার মাথা গুঁজ্‌বার, এতটুকু স্থান নেই—নিজের যার এক পয়সা রোজগার ক'র্‌বার এতটুকু ক্ষমতা নেই—সে এই রকমগুলো করে কোন্ সাহসে ? না—না, যার খেয়ে আজ ওর ঐ নধর দেহটা এখন র'য়েছে তার উপর কি ব্যবহার ক'চ্ছে ও—না—একতিলও আর—ওকে এবাড়ীতে রাখ্‌তে পার্‌বো না আমি !"

অনাথ একটুখানি হেসে উত্তর করলে "জানি রে

বেইমান।

দিদি তোর মুখের সঙ্গে বুক কি ঐ কথা বল্‌ছে—সেখানে যে সে কেঁদে মরে যাচ্ছে! কাঁদিস্ নি দিদি—আমার দিব্বি—অনাথের গলায় ঐ লোকটা ছুরি ব'সিয়ে দিলেও সে একটীবারের তরেও হাত তুল্‌বে না ওকে বাধা দিতে!"

ঝাঁপি চোখে কাপড় দিয়েছিল, অনাথ বিছানা থেকে নেমে তার হাত দুটো ধ'রে ব'ল্লে "পাগল তুই রে ঝাঁপি, তোর জন্যে অনাথ সব সইতে পারে—যা—আমি একবার মিত্তের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।"

অনাথ বেরিয়ে গেল। ঝাঁপি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে প'ড়্‌লো। আজ্‌কের এই ঘটনাটার সূত্র কি ঝাঁপি তা না জান্‌লেও সে বুঝেছিল ফিসে কি ক'রে অনাথকে হঠাৎ অত অজ্ঞান ক'রে তুলেছিল। অনেকদিন আগে থেকেই সে জান্‌তো এই লুকোচুরিটা একদিন না একদিন ওর চোখে প'ড়বেই তখন 'ও' বুঝ্‌তে পার্‌বে নিজেই, এই দুধ কলা দিয়ে যাদের পোষা হ'চ্ছে দিন রাত তারা বুকের উপর দংশন ক'রে কি বিষই না ঢেলে দিচ্ছে।

—এর জন্তে দায়ী কে ? সে নিজে। তবে খপ্ ক'রে তার মনে উঠে পড়্‌লো, এই দুটো বিষধর সাপ ছিল কোন কাল্‌-সাগরের ওপারে তাদের হাতছানি দিয়ে সেই তো ডেকে আন্‌লে—সেই ত ব'লে ক'য়ে ঐ মুখ্যাশীর বুকের উপর ওদের বাসা বেঁধে দিলে। আবার তার উপর আজ তারই মুখের দিকে চেয়ে ঐ প্রাণঘাতী জানোয়ার-গুলোকে সে জাগ্রত হয়েও বুকের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে না। এই সব কারণগুলোই যে তাকে দায়ী ক'রে দিচ্ছে সকলের উপরে। এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার যা কিছু অনিষ্ট—যা কিছু দুর্গতি তা হতেই হ'চ্ছে। রাগে ঘৃণায় ঝাঁপির মুখখানা মাঝে মাঝে রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ছিল। উঃ! কি ক্ষোভ! যাকে নিজের বাপ ভাই আত্মীয় বাড়ীতে রাখ্‌তে সাহস পায় না—যাকে আজ এতগুলো মাস শুরুর আদরে একজন প্রতিপালন ক'রে এলো, কি প্রতিফলটাই না সে তাকে দিলে—যার জন্তে আজ দেনার দায়ে মাথা বিক্রী—

যার জন্যে সমস্ত গাঁ—তার যারা আপনার বল্‌তে সবাই তার উপর বিরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সেই লোক-টার বুকের উপর কি শেলই না হান্‌লে সে। ঝাঁপির প্রাণে এতটুকুও কষ্ট হ'তো না যদি সে তার কেউ না হ'তো। সত্যই তো সে তার কে—যে তাকে—যে তাকে নিরাশ্রয় জেনেও তাড়িয়ে দিয়েছে—নিরীহ জেনেও অত্যাচার ক'রেছে, তার উপর তার মমতা কি? যা কিছু অধিকারের দাবী এতেই তো তার নষ্ট হ'য়ে গেছে—তার ভাল মন্দর সে কেন দায়ী হ'তে যাবে—সে তার কে? এই কথা যতই ভাবতে লাগ্‌লো ততই তার চোখ ফেটে জল প'ড়তে লাগ্‌লো। সমস্ত মনটা দিয়ে এই বস্তুটাকে যতই সে দূরে রাখ্‌তে চাচ্ছিলো ততই তার অতি নিকটের স্থানটুকু জুড়ে কেবলই ব'ল্‌ছিল—ওরে নারি! আমাকে অস্বীকার কখন কি তুই ক'র্ত্তে পারিস্—সব রকম অনাহারে আমি তোকে রাখ্‌লেও আমাকে নিয়েই যে তুই—আমাকে বাদ দেওয়া কোন জন্মে তোর চ'ল্‌বে কি? আপনাকে বাদ দিয়ে

কেউ কি কখনও বাঁচ্‌তে পারে—আমি যে তোর স্বামী—স্বামী—স্বামী তা কি মনে আছে ?

(১৪)

মিতের বাড়ী থেকে অনাথ যখন বেরুলো তখন সাঁঝের আঁধার মিশ্‌ কাল দৈত্যের মতন চারিদিক ধুঁয়ো ক'রে ক্রমে কাছে ঘনিয়ে আস্‌ছে। যে পথটা ধ'রে সে চ'লেছে সেই পথটা বরাবর ষ্টেশনের ধারে গিয়ে উঠেছে। চারিদিক দিয়ে ছোট বড় আঁকা বাঁকা ধুলোয়ভরা পথের সার এর বুকে পায়ে মাথায় যে কোন একটা অঙ্গে গিয়ে মিলিয়েছে। তার চোখে মুখে গাঁজার নেশা ছাপমারা রয়েছে। একটা মত্ততার আবেশ নিয়ে সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছে ; কেউ জল্‌কে গিছ্‌লো ফিরেছে, কোথাও কলাবাগানের মধ্যে থেকে শাঁখ সাড়া দিচ্ছে, কোন গৃহস্থের ফাঁকা উঠোন থেকে প্রদীপের ক্ষীণ আলো সারা পল্লীপথটাকে পবিত্র

বেইমান।

ক'রে তুলেছে। অনাথের মাথাটা শ্রদ্ধায় নুয়ে প'ড়ছে ; ভাবছে—ওরে হতভাগারা ! তোদের পেটে দুবেলা দুমুঠো না জুটুক্, এই সব বনে—এই সব শ্মশানে তোরা শত বৎসর বাস কর্—তবুও এই সব বনলক্ষ্মীদের—এই সব অন্নপূর্ণার আশ্রয়ে তোদের রোগ-শোক-অভাব-দিয়ে-ঘেরা শ্মশানবাস-গুলি বৈকুণ্ঠ হ'য়ে উঠেছে—কৈলাস হ'য়ে উঠেছে ! এর সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে তার নিজের কুঁড়েটার কথা—এদেরই একজনকে সে আসন দিয়ে আপনার বিষময় জীবনটাকে অবিচলিত রাখ্‌বে মনে ক'রছিল কিন্তু সেই বিষকে আরও বিষাক্ত ক'রে তুললে কে—তোদেরই একজন রে ! একটা দুর্বহ নিশ্বাস অভিশাপের মত চারিদিকের হাওয়ায় মিশে গেল।

আর হাত দশেক দূরে একটা বাঁক। এই বাঁকের মুখে তার বাড়ীর সোজা রাস্তাটা এসে মিশেছে। সে প্রায় বাঁকের কাছাকাছি এসে প'ড়েছে, দেখ্‌তে পেলে একজন ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে সেই লোক-বিরল পল্লীপথটায় যেন ছুটে-

চলেছে। আর একজন মেয়েমানুষ ছোটা ঘোড়ার পিছনের বগির মত তার সঙ্গে ছুটেছে। এরা যে রাস্তা ধ'রে চলেছে সেটা এখুনি ফুরিয়ে যাবে; এদের যেতেই হবে অনাথের পাশ দিয়ে। সে থম্‌কে দাঁড়াল চুপ্‌টী ক'রে এক যায়গায় গাছের আড়ালে। এরা চোখের পলক না পড়্‌তে পড়্‌তে তাকে পিছুনে রেখে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে মেয়েমানুষটার পরনের লালডুরেখানা অনাথের চোখের কাছে কাল সন্ধ্যায় একবার ঝক্‌ ঝক্‌ ক'রে উঠ্‌লো আর পুরুষটার মস্‌-মসে জুতোজোড়াটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে বাবুদের গোমস্তার কাছে ও মাসের শেষে যে ক'-টী টাকা ধার ক'রেছে তার উঁচু সুদের মাত্রাটা।

তার সমস্ত দেহের রক্ত টক্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে লাগ্‌লো। একবার মনে ক'রলে তিন লাফে দৌড়ে গিয়ে ওদের টুঁটী ধ'রে ফিরিয়ে নিয়ে আসে কিম্বা ঐ মাঠটার পরেই তো মনসাতলার মাঠ—সেখানে এখন আড্ডা জমে উঠেছে—সে যদি তিন

পা এগিয়ে একবার হাঁক্ মেরে দেয় তাহ'লে ঐ বে-ইমানটার দেহটার প্রত্যেক হাড়ের উপর বাঁশের লাটি প'ড়ে প'ড়ে একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে যায়। সে একটুখানি ভেবে ঠিক ক'র্লে হাঁ শিক্ষা দিতেই হবে ওদের—এত বড় দুষ্টমীর—সহসা তার বুকটা ঝনাৎ করে উঠ্লো—কি মনে পড়ে গেল। শান্ত শিষ্টটার মত সে আবার বাড়ীর দিকে চল্লো।

সারা পথটায় তার রুক্ষ মেজাজ্টা প্রায়ই রুখে উঠ্ছিল ঐ দুই অত্যাচারীর বিপক্ষে। তবে তাদের সপক্ষে এমন একটা ওষুধ ছিল যেটা তার উত্থিত ক্রোধকে প্রায়ই নিদ্রিত ক'রে দিচ্ছিলো। সে নিস্তেজের মত এসে দাওয়ার উপর ব'সে প'ড়্লো। সমস্ত বাড়ীটায় তখনও সন্ধ্যের বাতি দেওয়া হয় নি। ঘরের খোলা কবাটগুলো যেন সাতপুরু কাল রং মেখে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিনের পর গরুটা চ'রে এসে দাওয়ার উপর উঠে শুয়েছে। এই অন্ধকারে তার চোখদুটো ক্রমেই কাতর হ'য়ে উঠ্ছিল—ঝিমিয়ে আস্ছিল। একটুখানি পরে সে

ডাক্‌লে "দিদি আজ থেকে কি এই হতভাগাটার ভিটের সন্ধ্যে দেওয়া বন্ধ হ'লো রে ?"

একবার দুবার অনেকবার ডাকের পর ঝাঁপি ধড়্‌মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে এলো ; বাতি জ্বালতে জ্বালতে ব'ল্লে "কেন সবাই কি ম'রে গেছে ?"

"সে খবরটা আমার চেয়ে তুমিই বেশী জান দিদি !"

ঝাঁপি কোন উত্তর ক'র্‌লে না ; তাড়াতাড়ি গরুটাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে গোয়ালেতে বেঁধে এলো ; অনাথ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে "দাদামশাই কোথায় রে ঝাঁপি ?"

ঝাঁপি একটুখানি থেমে উত্তর ক'র্‌লে "তুমি কি মনে কর ঐ সব নির্লজ্জরা তখনকার ঐ ব্যাপারটার পর তোমার ঘাড় থেকে নেমে চ'লে যাবে ? না—না—সে বস্তু দিয়ে ওরা গড়া নয়—ওরা নিজের পিত্তি রাক্ষসের মত নিজেরাই অনেকদিন আগে খেয়ে ফেলেছে—এখন এই নিঃপিত্ত মানুষগুলিকে তাড়ান তোমার পক্ষে দুষ্কর !—"

বেইমান।

অনাথ একটুখানি হাস্‌লে ; উত্তর ক'র্‌লে "ঐ রে দিদি, তোর তাড়া খেয়ে আজ্‌কে তাদের লজ্জা পিত্তি খুব উঁচু মাত্রায় জেগে উঠেছে—"

ঝাঁপি চম্‌কে উঠ্‌লো ; তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো "কি রকম শুনি ?"

"আগে শুন্‌তে চাই দাদামশাই কোথায় রে ?"

"এই তো একটু আগে দেখ্‌লুম্ বেশ সাজ গোছ্ ক'রে বেরোনা হ'লো কোথায়—"

অনাথ বাধা দিয়ে ব'ল্লে "'ও' কোথায় রে দিদি ?"

ঝাঁপি শিউরে উঠ্‌লো। সমস্ত দেহটা তার চিন্ চিন্ ক'রে উঠ্‌লো। সে সাহস দিয়ে ব'ল্লে "যাবে আবার কোথায়, পুকুরঘাটে দেখি—"

"দেখ্‌তো রে একবার দিদি !"

একটু পরে ঝাঁপি ফিরে এলো ; ভয়ে ভয়ে ব'ল্লে "কই দেখ্‌তে পেলুম্ না তো—"

অনাথ হেসে উত্তর ক'র্‌লে "সে আমি আগে থেকেই জান্‌তুম্ রে দিদি !"

ঝাঁপি থর্‌থর্‌ কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো ; রেগে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে "খুব মতব্বরের মত মাথা নাড়া হচ্ছে যে—কি জানা আছে শুনি ?"

অনাথ খুব সহজভাবে ব'লে গেল "এই তো একটু আগে দেখ্‌লুম্‌ ষ্টেশনের পথ ধ'রে দাদামশায়ের পিছু পিছু 'ও' যাচ্ছে—"

ঝাঁপি কামানের গোলার মত ফেটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "কোন্‌ চোখ্‌টায় দেখ্‌লে—সে চোখটায় এখনও বেশ দেখ্‌তে পাও তো—বড়াই কর না মাঝে মাঝে মস্ত বড় বীর তুমি—ঐ দুখানা হাতে কি পক্ষাঘাত হয়েছে—ঐ মদখোর মাতালটার ঘুণ-ধরা দেহটায় হাত দিতে পিছিয়ে এলে কেন শুনি—পশুরও যে রাগ হয় ; মানুষ তুমি তাদের এত বড় দুষ্কর্ম্মের একটা সাজা দিয়ে দিলে না ওঃ !"

অনাথ মুচ্‌কে হেসে উত্তর ক'র্‌লে "রাগ ক'র্‌নিস্‌ নি দিদি—তুই রাগ ক'র্‌লে অনা কোথায় দাঁড়াবে বল্‌তো—"

তারপর একটু থেমে ব'ল্লে—"তার পায়ে কি হাত

বেইমান।

ভুলতে পারি রে দিদি সে যে তোর বর—আমার ঝাঁপি দিদির স্বামী—সে কে বড় আপনার—তাকে মারা যে নিজেকে মারা রে দিদি!"

ঝাঁপির মাথাটা ঘুরতে লাগলো; সে আস্তে আস্তে দাওয়ার উপর ব'সে প'ড়লো। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা কইলে না। এইবার ঝাঁপি রাগে ফুলতে ফুলতে একগুঁয়ে বলবরার মত অনাথের কাছে এগিয়ে এলো; টক্ ক'রে কথা তুললে "আমি শুনতে চাই, তুমি ঠিক ক'রে বল—এই যে এত লোকের এত উপদ্রব তুমি হেলায় সহ্য ক'রছো, এর মধ্যে আমার কোন সংশ্রব তুমি রাখ কেন—তুমি কি মনে ক'রে আছ এদের প্রত্যেকের অত্যাচারের শোধ দেবার তরে আমি আছি—আমার কাছ থেকে কি তুমি ওদের দেখা-পাওনার হিসেব মিটিয়ে নিতে চাও—স্পষ্ট ক'রে ব'লতে পার না তুমি, ঐ রকম কিছু তোমার মতলব আছে কি না?"

অনাথ কেবল মাত্র দুহাত দিয়ে নিজের মুখটা ঢাকা দিলে। ঝাঁপি আবার চড়াসুরে-বাঁধা

একতারার মত ব'ল্‌তে লাগ্‌লে "—এইরকম ক'রে চুপ মেরে থাক্‌লে আমি শুন্‌বো না।—এই যে প্রতি কাজে তুমি এত অহিংসা দেখাচ্ছো এতে আমার সন্দেহ হয়—ভয় হয়—সাপ যদিও ছোবোল-মারা স্বভাবটী ভুলে যায়, তাকে সাপ ব'লে চিন্‌তে পার্‌লে তোমার ভয় হয় কি না?—"

অনাথের দু-চোখ দিয়ে বসুধারা বইছিলো। সে অতি কষ্টে উত্তর ক'র্‌লে "একটা খাঁচায় পুরে এই মুখ্‌খুটাকে দিনরাতই খোঁচা দিয়ে বিঁধ্‌বি রে দিদি—তার চেয়ে এই বদ্ধ-পাখা নিস্তেজ প্রাণীটার গলার উপর একেবারে ছুরি চালিয়ে দে না, এক পলকে তার সব যন্ত্রণার শেষ হ'য়ে যাক্! এ যে—"

এমন সময় ভুলো পাক্ আরো দশ পাঁচ জন পাক্ পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে হৈ হৈ ক'ত্তে ক'ত্তে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে প'ড়্‌লো। ঝাঁপি দৌড়ে ঘরের মধ্যে উঠে গেল। অনাথ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে "এ কি রকমটা হ'লো?"

ভুলো পাক্ উত্তর ক'র্‌লে "সদর গোমস্তার

বেইমান।

হুকুম, বেঁধে নিয়ে যেতে কাচারীতে—দেনা দেবার নামটী নেই—"

ভুলোর সঙ্গীরা অনাথের হাত দুটো একখানা কাল গামছা দিয়ে বেঁধে তাকে টেনে নিয়ে চ'ল্লো। সে কোন আপত্তি তুল্‌লেনা, কেবল একবার ব'ল্লে, "ওরে ভুলো—ওরে কালু আমার কাছে লাটি ধ'রতে শিখে আজ তোরা জমিদারের পাক্ পেয়াদা হ'য়েছিস্, জেনে রাখ্ এখনও এই ক'জনকে একগাছা লাটি পেলে অনা গাল ক'ত্তে পারে তবে এই আমার—এই আমার দিদির এই পুরীটার মধ্যে রক্তের স্রোত বয়াতে অনাথ একেবারে গর্‌রাজী—"

শেষে একবার চেঁচিয়ে ব'লে গেল "ভয় ক'রিস্‌নি দিদি অনা আবার এখুনি ফিরে আস্‌ছে—"

ঝাঁপির চোখের সাম্‌নে থেকে যেন এক পলকে সমস্ত পৃথিবীটা রসাতলে নেমে গেল। ঘরের ভিতর থেকে পাগলের মত ছুটে সে বাইরে বেরিয়ে এলো। একবার মনে ক'ল্লে তার অনাথদাদাকে যেখানে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে সেখানে সেও গিয়ে ওঠে।

সমস্ত উঠোনটায় সে ছট্‌ফট্‌ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। তার উপর তার মন বিপক্ষের কড়া উকিলের মত তাকে হাজার জেরা ক'রে ব'স্‌লো—এই যে একটু আগে এই জীবটার উপর সে অত অত্যাচার ক'ল্লে—তার এই যে আজ শাসন, এটার উপলক্ষ কে—উপলক্ষ কেন মূল সে ছাড়া আর কেও কি ? তার ঘরে দোরে আগুন লাগিয়ে দিলে কে—কে তাকে দেশের কাছে—দশের কাছে ছোট হীনের হীন ক'রে ছাড়্‌লে ?—আজ এই যে তার হাতে গামছার গেরো দিয়ে চোরের মত টেনে নিয়ে গেল, এখানে উঃ—এখানে একজনের অবিচার—না—না—এ যে তারি বুদ্ধির দোষে !—আপনার সমস্তটা হারিয়ে ঐ নির্ব্বোধটা তারই দাবী বর্‌াবর মিটিয়ে চ'লেছে—তার প্রাণের কোণে এতটুকু আঘাত লাগ্‌বে ব'লে, পৃথিবীর সমস্ত দস্যুকে সে তার সর্ব্বস্বকে লুট ক'রে নেবার সুযোগ দিয়েছে—পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারীর উৎপাত—তার চেয়েও বড় নায়ের দুষ্টুমি, সে হেসে সহ্য ক'রেছে !—তার প্রতি এত বড় বিশ্বাস

বেইমান।

পৃথিবীর আর কারো কি আছে—এই পোড়ামুখীটার মুখটা কোন দিন অগুনে পুড়্বে না—আহা রে এই নিরীহটীকে সে কি না ব'লেছে!—কি যন্ত্রনাই না দিয়েছে! এটা মানুষে সহ্য কর্‌লেও এতটুকু অন্যায় যিনি সহ্য ক'ত্তে পারেন না তাঁর কাছে সে রেহাই পাবে কি ক'রে?—ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সে এক জায়গায় ধপ্ ক'রে ব'সে প'ড়্লো। আবার উঠে ঘরগুলোয় শিকল তুলে দিলে। আবার বস্‌লো; আবার ভাব্‌তে লাগ্‌লো— এবার যত দোষ তার স্বামীর ঘাড়ে প'ড়্লো,— সেই তো তাকে এত ক'রে একজনের কাছে দায়ী ক'রে গেছে—তারই ব্যবহারটা জগতের কাছে তার মুখ দেখাবার পথটা একেবারে বন্ধ কারে দিয়ে গেছে—এই জাতির সে ভিন্ন —তারা ভিন্ন কেউ নেই। সে তার ভাগ্যগুণে কি নীচ হ'য়েই দাঁড়াল। সে আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে মনে মনে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো "হ্যাঁগা আপন জন তুমি ছাড়া আমার কে—তুমি আমার দেবতা,— তুমি আমার স্বামী—তুমি আমার ঐশ্বর্য্য—কোন্

কালে তোমার শত্রুতা ক'রেছিলুম্ তাই কি এ জন্মে এত সাজা দিলে? দাও—সুখী হও—আমায় না দেখ' কিন্তু আপনাকে অমন ক'রে—অত ছোট ক'রে দাঁড় করালে আমার প্রাণে বড় লাগে—আমি যে তোমাকে সকলের উপরে দেখ্তে চাই! আর কখন দেখা হবেনা—তুমি তো আমার কথা ভাব্লে না—বনবাসে দিয়েছিলে আবার কেন দেখা দিলে—তবে তুমি যাও—যেখানে যাও মনে ক'রে রেখ'—তুমি যাই হও—ঝাঁপি তোমা ছাড়া জানে না—তোমরা অত্যাচারী হ'তে পার—অবিচারী হ'তে পার, আমরা যে পারি না গো—আমরা যে তোমাদের একটী মাত্র কথার ভিখারী—আমাদের তাড়িয়ে দিয়ো না—মন থেকে মুছে ফেল না—তোমার অত বড় রাজত্বে কীটপতঙ্গের মত একধারে আমাদের একটু স্থান দাও—"

ঝাঁপি ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠ্লো।

তার কান্না যখন থাম্লো তখন চোখ তুল্তেই দেখ্তে পেলে ক্ষ্যান্তি সাম্নে দাঁড়িয়ে র'য়েছে।

বেইমান।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা তুললে না। ক্যান্তি প্রথমে দরদ জানিয়ে ব'ল্লে "অনেকদিন আস্তে পারি নি, এখানে তো ছিলুম্ না রে বোন, শেষ বয়সে গয়া বৃন্দাবনটা করা গেল— লোকের কাছে শুনলুম্ তোর যে বড় খোয়ার হ'চ্চে রে দিদি—"

এ সহমর্মীতায় ঝাঁপির চোখ দিয়ে আবার দর্ দর্ ক'রে জল প'ড়্তে লাগ্লো। ক্যান্তি ব'লে গেল—"অনাথ, আহা বেচারীকে ধ'রে নিয়ে গেল সেই কসাই গোমস্তাটার কাছে—আজ্কে কি আর তার রক্ষে থাক্বে—হাতে পায়ে লোহার শিক্ পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেয়—"

ঝাঁপি শিউরে শিউরে উঠ্তে লাগলো। তার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে কান্তে কান্তে ব'ল্লে "ক্যান্তি দিদি কি হবে রে—ঝাঁপ আজ সর্ব্বস্ব দিতে রাজীআছে—"

ক্যান্তি মনে মনে একবার হাস্লে; সহজভাবে ব'ল্লে "ঐ সব দুর্দ্দান্ত গোমস্তারা তো তার চাকর বাকর মাত্তোর—তোর প্রতি তার দৃষ্টিটা খুব; এতদিন ভাল হ'য়ে থেকে রে দিদি—বুঝ্লি কৈ—"

বেইমান।

ঝাঁপি তার উত্তরে বুঝিয়ে দিলে, এতদিন না বুঝ্‌লেও আজ সে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাচ্ছে। আজ এখুনি সে আপন পণ ক'রে সেই সাপের গর্ত্তে প্রবেশ ক'ত্তে রাজী আছে।

ক্যাস্তি অনেকদিনের এই শিকারটাকে আজ সহজেই সন্ধান ক'রতে পেরে পরম পুলকে তাকে বেচাকেনার হাটে নিয়ে চ'ল্লো। সেখানে এই লুব্ধ পদার্থটাকে কি উচু দামে ছাড়া যায় তারই একটা খসড়া সে মনে মনে তৈরী কচ্ছিলো। ঝাঁপি একটীবারমাত্র উপর দিকে চেয়ে আপনাকে বলবানের মন্দিরে বলি দেবার তরে এগিয়ে নিয়ে চ'ল্লো।

(১৫)

মস্ত বড় জমিদার। ঘোড়া ঘোড়-সওয়ার ঝাড় লণ্ঠন আসবাব। আপনার জমিদারীর মধ্যে একজন ছোটখাট নবাব। তিনি নিজে জমিদারী দেখেন

বেইমান।

না, দেখেন শিবানুচর গোমস্তা বিশ্বনাথ নন্দী। এসব বিষয়ে তার দেখা শুনা না থাক্‌লেও তার এতটুকু ঔদাস্য ছিল না ভোগে। তার বিলাসের মন্দিরে নিত্যি যে ভোগের আয়োজন হয় তাতে পূজোর চেয়ে বলিদানে নৃত্য থাকে অনেক বেশী। সেখানকার প্রলোভনের আগুনে অনেক নিষ্পাপ উপকরণ নিত্যি দগ্ধ হয়। এই মন্দিরে আরতি দেবার ভার ছিল ক্ষ্যান্তির। সে সারা গ্রাম থেকে নিত্যি আলোক সংগ্রহ ক'রে রাত্তিরে এখানে বাতি দিয়ে যেত। তাই এখানে তার খুব পসার ছিল—রোজগার ছিল—তাই চাকর বাকর ধরপাকড় সকলের উপরে ছিল সে।

ঝাঁপি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ক্ষ্যান্তির পিছু পিছু এই জমিদারের তোষাখানার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। এই ঘরের প্রভুটী তখন তাকিয়া ঠেস দিয়ে বোতল থেকে কি একটা লাল রংয়ের বস্তু ঢেলে একটু একটু ক'রে উদরস্থ ক'চ্ছিলেন। ক্ষ্যান্তিকে দেখে তিনি লাফিয়ে উঠ্‌লেন; পেয়ার ক'রে বল্লেন

বেইমান।

"ক্ষ্যান্তমণি ধনি! আজ তেরাত্তির অন্ধকারে কাটাচ্ছি—একটু রোসনাই কর!"

ক্ষ্যান্তি নমস্কার ক'রে মুচকে হেসে ঝাঁপিকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিলে। ঝাঁপির পা প্রথমে কেঁপে উঠ্‌লো—মন ভয়ে জড়সড় হ'য়ে গেল। তার উপর সেই ঘরটার চারিধারে যেন হত্যার বিভীষিকা তাকে পলে পলে গ্রাস ক'র্ত্তে আস্‌ছিল। জমিদার বাবু নেশায়-জড়ানো স্বরে আস্তে আস্তে ব'ল্লেন "এখানে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ানটা কেমনধারা দেখায় তুমি নিজেই অনুমান ক'রে দেখ্‌ তো—"

ঝাঁপি কোন উত্তর ক'র্‌লে না; কেবল পরনের চওড়া লাল পাড় কাপড়ের পাড়টা লাল সিঁথির উপর তুলে দিলে। জমিদার বাবু শিউরে উঠ্‌লেন; জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন "আচ্ছা কি লোভে তুমি এখানে এসেছ—কি তুমি চাও?"

ঝাঁপির চোখ দিয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা তুরস্কের গালিচা-পাতা শ্বেতপাথরের মেঝের উপর ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে ঝ'রে প'ড়্‌তে লাগ্‌লো। এটা অপর কারোর

বেইমান।

চোখে প'ড়্লো কিনা জানি না ; তবে তিনি আবার হেসে হেসে বল্লেন "সত্যিই তুমি রোসনাই !—কি তুমি চাও ?"

ঝাঁপি মাটীর দিকে চেয়ে খুব দৃঢ় হ'য়ে বল্লে যা সে চায়। সে চায়—ভিক্ষে করে—হাত জোড় ক'রে বলে—তাঁরই গোমস্তা তার যে পরম আত্মীয়টীকে দেনার দায়ে বেঁধে ধ'রে নিয়ে গেছে সেইটাকে ছেড়ে দিতে। এর বদলে সে স্পষ্ট ক'রে ব'ল্লে "—যা আপনার খুশী এর দাম হিসেবে আমার ঠিকে নিতে পারেন !"

জমিদার বাবু হো হো ক'রে হেসে উঠলেন ; একজন চাকরকে ডেকে দু'-কলম লিখে তাকে গোমস্তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ঝাঁপি নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। জমিদার বাবু আবার তরল পদার্থের খানিকটা গলার মধ্যে ঢেলে দিলেন ; দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন ; বল্লেন "এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছো যে—আর কিছু তুমি চাও ?"

খুব আস্তে ঝাঁপি উত্তর ক'রলে "না !" *

"তবে যাও—বেরিয়ে যাও—যাও মা—আমি প্রতি পলকে মাতাল হ'য়ে প'ড়্‌ছি, তোমায় মান্য রাখ্‌তে পার্‌বো না—"

ঝাঁপি বিশ্বাস ক'রতে পারলে না কি সে শুনছে।

ঝাঁপি তবুও দাঁড়িয়ে রইলো দেখে তিনি আবার বল্লেন "ক্যান্তি প্রথম যেদিন তোমায় দেখালে সেদিন থেকেই জানতুম তুমি গোখ্‌রো সাপ—মনসা—তোমায় দেখে আমার ভয় হয়—যাও মা—তোমার বাইরের রূপ ক্রমেই আমায় মাতাল ক'রে তুলছে—আমি তো তোমায় আনতে বলিনি—ক্যান্তি—".

ক্যান্তি কাছেই দাঁড়িয়েছিল; ছুটে ঘরের মধ্যে এলো।

তিনি তাকে একটা সজোরে লাথী মেরে দিলেন; রেগে ব'ল্লেন "এই, তুই আমায় বরাবর কি ঠাওরাস্—আমি মদ খাই; সব রকম পাপ করি তবে এই সব শক্তিকে আমার চণ্ডীমণ্ডপের কালী ছাড়া আর কিছু মনে ক'র্‌তে পারি না—খবরদার্

এরকম যেন বার্‌দিকে না হয়—যা রেখে আয়—বরাভয় দাও মা—"

ব'লে জমিদার বাবু ঝাঁপির পায়ের কাছে ব'সে প'ড়্‌লেন্। ঝাঁপির পবিত্র চোখের জল আশীর্ব্বাদী ফুলের মত কেবল তাঁর মাথার উপর ঝ'রে প'ড়্‌তে লাগ্‌লো।

*   *   *   *

অনেক রাত্রে ঝাঁপি যখন বাড়ীতে এসে পা দিলে তখনও সেই তার নিজের-হাতে-জ্বালা আলোটা মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্ব'ল্‌ছে। ঘরের চৌকাটে মাথা দিয়ে অনাথ উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে। আর তারই পাশে মাথার-হাতে-পটি-বাঁধা বেচারাম ব'সে ব'সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'চ্ছে। অনাথকে যখন কালীমালের জলার ধার দিয়ে ধ'রে নিয়ে যায় তখন বেচারাম জেলেদের দাদন দিয়ে ফির্‌ছিল। সে লণ্ঠনের আলোতে মিতেকে চিন্‌তে পেরে অনাথের শতবার নিষেধ সত্ত্বেও ভুলো পাকের পায়ে হাতের লাঠি ব'সিয়েছিল। অনেকক্ষণ দাঙ্গার পর তার মাথায়

ভারী চোট লাগে, সে অজ্ঞান হ'য়ে সেখানেই প'ড়ে ছিল। অনাথ খালাস পেয়ে আস্‌বার্‌ সময় তাকে তুলে নিয়ে আসে।

ঝাঁপি ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। অনাথ পায়ের সাড়া পেয়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "কে—রে ?"

কোন উত্তর নেই। আবার জিজ্ঞাসা ক'ল্লে কোন উত্তর নেই। এবার সে মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে। আবার মাটীতে মুখ গুঁজে শুয়ে প'ড়্‌লো; জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "এত রাত্রে কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল ঝাঁপি ?"

ঝাঁপির তবুও উত্তর নেই। সে আবার জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি এত শীগ্‌গির্‌ সেই কসাইখানা থেকে আমি রেহাই পেলুম্‌ কেন ?"

কোন সাড়া নেই শব্দ নেই। অনাথ এবার আগুন হ'য়ে উঠ্‌লো; ব'ল্লে "অনা সারাজীবন জেল খাট্‌তো হেসে; তুই আপনাকে—"

ঝাঁপি চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "না হ'লে লোহার শিক পুড়িয়ে পিঠের শিরদাঁড়ায় ছ্যাঁকা দিত।—"

বেইমান।

"লোহা কি রে ঝাঁপি—লোহা—পাথর—শূলের মত কাঁটা যা দিয়েই অনার সারা গায় ছ্যাঁকা দিক্ —বিঁধুক্, আজ তুই যেমন কুল কাঠের আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছিস্—যন্ত্রণা দিচ্ছিস্ তেমন তাদের—ঐ অস্ত্র-গুলোর কেউ পার্‌তো না।"

ঝাঁপি তাড়াতাড়ি উত্তর ক'র্‌লে "একজন ধার্ ক'রে রেখে গেছে—বেইমানি ক'রে গেছে—আমি তো তার অর্দ্ধেক—তার ধার্ তো আমার ধার্—আপনাকে বেচেই যদি সেই ধার্‌টা শুধি—"

"তবে রে হতভাগি! এখান থেকে দূর হ'য়ে যা—আমি তোর কালামুখ দেখ্‌তে চাই না!"

এই কথা ক'টা বা'র হবার আগেই ঝাঁপি দারুণ অভিমান নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে ভোর হ'লো। অনাথ তখনও মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে। বেচারাম ভোরের হাওয়ায় যন্ত্রণা ভুলে একটু ঘুমিয়েছে। কে যেন ডাক্‌লে; অনাথ বাইরে এলো। দেখ্‌লে সাম্‌নেই ঘোড়ায় চ'ড়ে জমিদার। তাকে দেখে তিনি ব'ল্লেন "তোমার

উঁপর—কাল কোন অত্যাচার হয়নি তো ?—যে মা-টি তোমার খবর নিয়ে আমার ওখানে গেছ্লেন তাঁকে আমার প্রণাম জানিও !"

তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অনাথের চমক্ ভাঙ্লো। একি সে ক'রেছে—এই দুর্জ্জেয়-টিকে সে বুঝে উঠ্তে পারে না কোন প্রকারে—ওরে চিরকালই তুই আমায়—ওরে মায়াচারি! আমায় বুঝ্তে দিলিনি তুই কে—কত বড় !—তারপর সে কাঁদতে কাঁদতে পথে পথে ছুট্তে লাগ্লো—"ওরে আমার দিদি—আমার শূন্য ঘরে ফিরে আয়—আয় রে ! এই শ্মশানে কেবল তোর মুখ চেয়েই যে বেঁচে আছে অনা !"

খানিক বেলা পথে পথে ঘুরে ঘুরে সে যখন আগুথতলার ঘাটের কাছে এলো তখন সেখানে ভিড় জমেছে খুব। সকলে ব'লছে একজন জলে ডুবে ম'রেছে; ভিড় ঠেলে সে একবার উঁকিমেরে দেখ্লে। দেখ্লে—সেই লালের কস্তা পাড় কাপড়খানা প'রে এলো চুলে মাটির উপর ঝাঁপি শুয়ে রয়েছে। সে ছুটে গিয়ে তাকে কোলের উপর তুলে নিলে;

বেইমান।

পাগলের মত ব'ল্লে, "ওরে আমার দিদি কোন অভিমানে আজ মাটীর উপর শুয়ে রে—আয়—অনার বুকে আয়—বুকে ক'রে তোকে যে মানুষ ক'রেছি রে!—ওরে আমার লক্ষ্মি! এই লক্ষ্মীছাড়াকে আজ তুইও ছেড়ে চ'ল্লি দিদি—চল্ দিদি ফিরে চল্ এই হতভাগাটার কুঁড়েয় ফের্ ফিরে চল্—তার শ্মশানটাকে তুই যে সংসার ক'রে তুলেছিলি রে! ওরে আমার অন্নপূর্ণা! তোর হাতে না খেলে অনার যে পেট ভরে না—কাল থেকে কিছু খাইনি বাড়ী ফিরে চ দিদি!"

অনাথ হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্তে লাগ্লো। ঝাঁপির মুখের উপর মাথা রেখে সে কাঁদ্তে কাঁদ্তে চেঁচিয়ে উঠ্লো, "—এই নিরাশ্রয়টাকে সঙ্গে ক'রে নিস্ দিদি—তুই ছাড়া এই পৃথিবীতে আমি এক তিল ও আর বাঁচ্বো না।"

সৈরভী জেলেনী, বেচারাম প্রভৃতি আত্মীয়রা যখন তার সাম্নে এসে দাঁড়াল তখন সে সম্পূর্ণ পাগলের মত সেই মড়াটার পায়ের তলায় মাথা গুঁজে প'ড়ে আছে।

শেষ।